

নৌপরিক্রমা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

www.navy.mil.bd

Vol 35 ■ Issue 01 ■ January 2019 ৩৫ বর্ষ ■ ১ম সংখ্যা ■ জানুয়ারি ২০১৯

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ভূরাজনীতি ও প্রতিরক্ষা কৌশল

নৌপ্রধান হলেন এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী

উচ্চশক্তিসম্পন্ন অল-ইলেকট্রিক যুদ্ধজাহাজ

ব্লু ওয়াটার পিএলএ নেভি: চীনের উদীয়মান সমুদ্র বহর



নৌপরিক্রমা এ সংখ্যায় থাকছে

বাংলাদেশ নৌবাহিনী এখন আরও দক্ষ
ও ভারসাম্যপূর্ণ ত্রিমাত্রিক শক্তিসম্পন্ন
বাহিনী। এই অগ্রযাত্রার প্রবাহ অক্ষুণ্ণ
রাখতে প্রয়োজন সমসাময়িক
কলাকৌশল ও তথ্যভিত্তিক একটি
মুখপত্র, যা হতে পারে সম্মিলিত
প্রেরণার অংশ। আর সে লক্ষ্যেই ক্রমশ
পাল্টে যাচ্ছে আমাদের প্রিয়
নৌপরিক্রমা। উন্নত ও সমৃদ্ধ
নৌপরিক্রমার প্রয়োজনে, আমরা আরও
বহুদূর এগোবার প্রত্যাশায় আপনার
সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করছি।

সমুদ্র তরঙ্গ



৩২

ব্লু ওয়াটার পিএলএ নেভি: চীনের উদীয়মান সমুদ্র বহর

১৯৯৬ সালে তাইওয়ান প্রণালী সংকট প্রশান্ত মহাসাগরে
মার্কিন ও চীনা নৌবাহিনীকে শক্তির পরীক্ষায় ফেলেছিল।
সে প্রতিযোগিতায় অবশ্য মার্কিন আধিপত্যই বজায় ছিল।
তবে দুই দশকের ব্যবধানে মার্কিন শ্রেষ্ঠত্ব এখন চ্যালেঞ্জের
মুখে। এ সময়ে পিপলস লিবারেশন আর্মি নেভিকে ডেলে
সাজিয়েছে চীন। নানা বিবর্তনের পাশপাশি তারা
নৌবাহিনীর প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন ঘটিয়েছে, গোয়েন্দা
সক্ষমতা, নজরদারি ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা (আইএসআর)
আরও নিবিড় করেছে। কয়েক স্তরের নজরদারি ব্যবস্থা
গড়ে তুলে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম অঞ্চল এবং দক্ষিণ
চীন সাগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় চোখ রাখছে দেশটি।

সমুদ্র তরঙ্গ



৩৫

নৌজন্ডির ভবিষ্যৎ

উচ্চশক্তিসম্পন্ন অল-ইলেকট্রিক যুদ্ধজাহাজ

পাওয়ার সিস্টেমের সমাধান হিসেবে নৌবাহিনীর
প্ল্যাটফর্মগুলোতে ইন্টিগ্রেটেড ইলেকট্রিক প্রপালশান
(আইইপি) এখন একটি দৈনন্দিন বাস্তবতায় পরিণত
হয়েছে। নৌবাহিনীর সারফেস কমব্যাটান্ট বা অস্ত্রিলারি
ভেসেল তৈরির ক্ষেত্রে এই সিস্টেমের ব্যবহার দিন দিন
বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতিমধ্যে ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার এবং এনার্জি
সিস্টেমের স্থাপত্যকৌশলও অনেকদূর এগিয়েছে।
ভবিষ্যতের জন্য নেভাল আর্কিটেক্স্টরা এখন আরও উন্নত
ইন্টিগ্রেটেড ফুল ইলেকট্রিক প্রপালশানে (আইএফইপি)
সমাধান খুঁজছেন।



ভূরাজনীতি ও প্রতিরক্ষা কৌশল: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট



আধুনিক বিশ্বে ভূরাজনীতি, নিরাপত্তা কৌশল এবং অর্থনীতি আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং প্রতিটি দেশই কোনো না কোনোভাবে অন্য কোনো দেশের স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত। শক্তির ভারসাম্যে পরাশক্তিগুলো এখন যে আর একে অন্যের তুলনায় খুব বেশি পিছিয়ে নেই সেদিকটাও বিবেচনায় নিতে হবে। অস্ত্র প্রযুক্তিতে রাশিয়া ও চীন সমকক্ষে পৌঁছেছে একদা প্রযুক্তিগত সামর্থ্যে এগিয়ে থাকা মার্কিন জোটের। নতুন ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি আগের সব হিসাব নিকাশ পাণ্টে দিচ্ছে।

১৫

সম্পাদকীয় ■ ০৪

শীর্ষ সংবাদ ■ ১০

জাতীয় পর্যায়ে নৌবাহিনীর প্রধান প্রধান সংবাদ

বিদায় ■ ১৪

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ

নৌশক্তি দেশে দেশে ■ ২৮

আধুনিক প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক নৌতৎপরতা সংবাদ

সমুদ্রে দুর্জয় ■ ২৫

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী

সংবাদ পরিক্রমা ■ ৩৮

নৌঅঞ্চলের নিয়মিত সংবাদ

নৌঅঞ্চলের ক্রীড়া-শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অন্যান্য সংবাদ

নৌপরিবার পরিক্রমা ■ ৪৪

নৌপরিবারের বিভিন্ন কার্যক্রম ও আয়োজনের খবর

৪৭

ঐতিহাসিক নৌযুদ্ধ

এশিয়ার ইতিহাস বদলে দেওয়া দিউ'র যুদ্ধ

সমগ্র ভারতের মশলা বাণিজ্য পথের মধ্যে দিউ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। ভারতের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক তৈরি, রক্ষা ও অব্যাহত রাখার যেকোনো উদ্যোগ সফল করতে শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যুহ দিয়ে রক্ষিত এই লোভনীয় বাণিজ্য অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করা নিয়েই দিউ'র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে পর্তুগিজদের বিজয় এশিয়ান সাগরে ইউরোপীয় আধিপত্যের সূচনা করে। দিউ'র যুদ্ধ কাউলের দ্বিতীয় যুদ্ধ হিসেবেও পরিচিত।



নবনিযুক্ত নৌপ্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ



০৫

এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী

নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পেলেন ভাইস এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি। ২৬ জানুয়ারি ২০১৯ আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

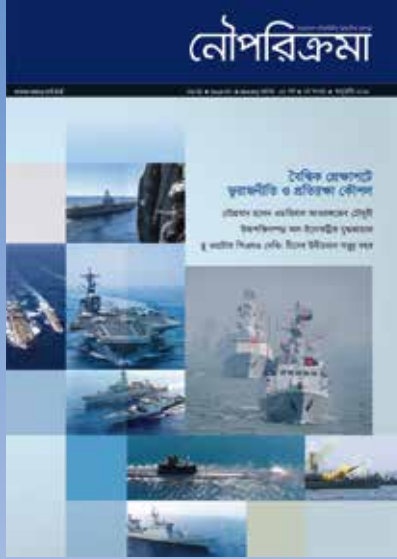
স্বাগত নবনিযুক্ত বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট



৪৪

ডাঃ আফরোজা আওরঙ্গজেব চৌধুরী

বানৌপক সংঘের নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ডাঃ আফরোজা আওরঙ্গজেব। তিনি পূর্বতন প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজামের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। গত ২৬ জানুয়ারি ২০১৯ সংঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট ডাঃ আফরোজা আওরঙ্গজেব হস্তান্তর/গ্রহণ বইতে স্বাক্ষরের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সংঘের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের স্ত্রী ও বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



উপদেষ্টা

রিয়্যার এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল
এনইউপি, এনডিসি, এফডব্লিউসি, পিএসসি

প্রধান সম্পাদক

কমডোর এস এম আবুল কালাম আজাদ, (জি),
এনজিপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন

সম্পাদক

ইঃ লেঃ কমান্ডার বরুণ কুমার সরকার, বিএন

সহকারী সম্পাদক

লেঃ কমান্ডার এম ফরিদুজ্জামান, (ট্যাক), বিএন

সম্পাদনা সহকারী

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সিপিও
মোঃ সোলায়মান, পিও (রাইটার)
মোঃ পিয়ারুল ইসলাম, পিও (এস)

আঞ্চলিক প্রতিনিধি

ঢাকা নৌঅঞ্চল: ইঃ লেঃ এম ফারুকুল ইসলাম, বিএন
চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল: লেঃ কমান্ডার এম জুবায়ের আহমেদ,
(এইচ-৩), বিএন
খুলনা নৌঅঞ্চল: ইঃ লেঃ কমান্ডার এম কুতুব উদ্দিন, বিএন
কমান্ডার বিএন ফ্লিট: ইঃ লেঃ কমান্ডার এম সেলিম আখতার, বিএন
কমান্ডার ফ্লোটলা ওয়েস্ট: ইঃ লেঃ কমান্ডার উম্মে ফারহানা এলিন,
বিএন
বিএন ডকইয়ার্ড: লেঃ এম সারোয়ার হাবিব, (এস), বিএনডিআর
কমসোয়াডস: লেঃ তানজীম জাহীম মজুমদার (এস), বিএন
কমনাল্ড: লেঃ কমান্ডার এরফান আহমেদ, (এক্স), বিএন
বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি: ইঃ লেঃ এম আনোয়ার হোসেন,
বিএন
বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম: ইঃ লেঃ মাইমুনা বিনতে মাহফুজ, বিএন

সম্পাদকীয় যোগাযোগ

নৌপরিক্রমা, নৌগোয়েন্দা পরিদপ্তর, নৌসদর, বনানী,
ঢাকা-১২১৩
ইমেইল: dninauporikroma@gmail.com
ওয়েব: www.navy.mil.bd

কনটেন্ট পরিকল্পনা, রচনা, পরিমার্জনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা

এনলাইটেন্ড ভাইবস

বাড়ি-৪, সড়ক-৭/বি, সেক্টর-৩
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০১৭০৯ ৩৭১ ৯৮১
ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

ভূরাজনৈতিক অবস্থান ও কৌশলগত কারণে গুরুত্ব বাড়ছে বাংলাদেশের

পরিবর্তিত বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও তার আধুনিকীকরণ এখন আর শুধু নিরাপত্তার জন্যই নয়, বরং কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক কারণেও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বর্তমান আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে ভূরাজনীতি এবং কৌশলগত ঘটনা বা সিদ্ধান্তসমূহই অর্থনীতির গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। এই প্রেক্ষিতে কৌশলগত দিক থেকে সবার চোখ এখন এশিয়ার দিকে। একুশ শতকের নতুন পৃথিবীতে আগামীদিনের সমৃদ্ধির চাবিকাঠি হিসেবে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বঙ্গোপসাগর। স্বাভাবতই একইসাথে ভূরাজনৈতিক অবস্থানগত কারণে বহির্বিশ্বে গুরুত্ব বাড়ছে বাংলাদেশেরও।

বর্তমানে পৃথিবীর প্রতিটি সার্বভৌম দেশই নিজ নিজ সমুদ্রসীমার সম্পদ আহরণ ও নিরাপত্তা রক্ষায় গ্রহণ করছে অত্যাধুনিক কলাকৌশল এবং পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার নৌবাহিনী। বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থান ও কৌশলগত গুরুত্ব সুসংহত করতেও বড় ভূমিকা পালন করছে আমাদের নৌবাহিনী। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সমুদ্র অর্থনীতির বিকাশ ও তার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিকল্প নেই। আর এক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকায় থাকবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। আগামী দিনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা বাংলাদেশের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। সেদিক থেকে সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষা ও সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় নৌবাহিনীর রয়েছে গুরু দায়িত্ব। দেশের বিশাল জলসীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি সমুদ্রে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান রোধ, গভীর সমুদ্রে উদ্ধার তৎপরতা বৃদ্ধি, মৎস্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ব্লকগুলোর সুরক্ষা-সর্বোপরি বিপুল বাণিজ্য বলয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে তারা। স্বাভাবিকভাবেই, বঙ্গোপসাগরের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উত্তরোত্তর আধুনিকীকরণও আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। এসব বিষয় মাথায় রেখেই বর্তমান সরকার নৌবাহিনীর বিভিন্ন উন্নয়নসহ সামরিক সক্ষমতা সংহত করতে ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন করেছে। এই প্রেক্ষিতেই আমাদের নজর দিতে হবে বিশ্ব শক্তিসমূহের নিরাপত্তা কৌশলের দিকে। কারণ, আধুনিক বিশ্বে ভূরাজনীতি, নিরাপত্তা কৌশল এবং অর্থনীতি আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং এখানে প্রতিটি দেশই কোনো না কোনোভাবে অন্য কোনো দেশের স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত। অন্যদিকে শক্তির ভারসাম্যে পরাজিতগুলো এখন যে আর একে অন্যের তুলনায় খুব বেশি পিছিয়ে নেই সেদিকটাও বিবেচনায় নিতে হবে। ইতিমধ্যেই সামরিক প্রযুক্তিতে রাশিয়া ও চীন পশ্চিমা সমকক্ষে পৌছেছে। কৌশলগত দিক থেকেও তারা এগিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের বিশেষ প্রতিবেদন থাকছে পিপলস চীনের লিবারেশান আর্মি নেভি (পিএলএ নেভি) নিয়ে। বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাদের সুদৃঢ় অবস্থান জানান দিতে পিপলস লিবারেশান আর্মি নেভিকে (পিএলএ নেভি) ঢেলে সাজিয়েছে চীন। নানা বিবর্তনের পাশাপাশি প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন ঘটিয়েছে। উপকূলজুড়ে তারা ওভার-দ্য-হরাইজন রাডার (ওটিএইচআর) নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে। চীনা উপকূলের আড়াই হাজার কিলোমিটার সীমার ভেতর যেকোনো জাহাজ প্রবেশ করলে তার উপস্থিতি ধরা পড়ে এই রাডার নেটওয়ার্কে। সিনথেটিক অ্যাপারচার রাডার, অপটিক্যাল ইমেজিং এবং ইন্টারসেপ্টেড রেডিও/রাডারের তরঙ্গ নিঃসরণ পর্যালোচনা করে প্রবেশকারী জাহাজের ভৌগলিক অবস্থানের তথ্য জেনে নেয় পিএলএ নেভি। ভবিষ্যতের যেকোনো বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলায় পিএলএ নেভি নিচ্ছে সর্বাঙ্গিক প্রস্তুতি।

নৌবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী

নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে ভাইস এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি ২৬ জানুয়ারি ২০১৯ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি (অবঃ) এর স্থলাভিষিক্ত হলেন।

গত ২৭ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ ও বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত নৌবাহিনী প্রধান আওরঙ্গজেব চৌধুরীকে র্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেন। এ সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল তারিক আহমেদ সিদ্দিক (অবঃ) উপস্থিত ছিলেন।

পরে নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধান ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর তিনি ঢাকা সেনানিবাসের শিখা অনিবার্ণে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর বীর সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে তিনি শিখা অনিবার্ণে পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন। দায়িত্বভার গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো নৌসদর দপ্তরে পৌঁছালে নৌবাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল তাঁকে ‘গার্ড অব অনার’ প্রদান করে। এ সময় নৌসদর দপ্তরের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারগণ, সকল পরিদপ্তরের পরিচালকগণ এবং উর্ধ্বতন সামরিক-অসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধান ৩১ জানুয়ারি মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও ২৭ জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

পরে, নৌবাহিনী প্রধান ২৮ জানুয়ারি ২০১৯ টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থানকালে নৌপ্রধান জাতির পিতার স্থানীয় বাড়ি, জাদুঘর ও লাইব্রেরি পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন। তাছাড়া তিনি স্থানীয় লাইব্রেরিতে ‘বঙ্গবন্ধু’ ও ‘মুক্তিযুদ্ধ’ বিষয়ক বই প্রদান করেন।



নৌসদরে নৌবাহিনীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নবনিযুক্ত নৌপ্রধান



দায়িত্বভার গ্রহণের পর নৌসদরে উর্ধ্বতন নৌকর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন নৌবাহিনী প্রধান

বিদায়ী নৌপ্রধানসহ উর্ধ্বতন নৌ কর্মকর্তাদের মাঝে নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধান





বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন নবনিযুক্ত নৌপ্রধান



নৌপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নৌপ্রধানকে শুভেচ্ছা জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

২৬ জানুয়ারি ২০১৯ নৌবাহিনী প্রধান আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর তিনি ঢাকা সেনানিবাসের শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে ২৮ জানুয়ারি ২০১৯ তিনি টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং জাতির পিতার স্থানীয় বাড়ি, জাদুঘর ও লাইব্রেরি পরিদর্শন করেন।

নবনিযুক্ত
নৌবাহিনী প্রধান
ঢাকা সেনানিবা-
সের শিখা
অনির্বাণে
পুষ্পস্তবক অর্পণের
মাধ্যমে শ্রদ্ধা
নিবেদন করেন



টুঙ্গিপাড়ায় জাতির
পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ
মুজিবুর রহমানের
সমাধিতে
পুষ্পস্তবক অর্পণের
মাধ্যমে শ্রদ্ধা
নিবেদন করেন
নবনিযুক্ত
নৌবাহিনী প্রধান



টুঙ্গিপাড়ায় জাতির
পিতার স্থানীয়
বাড়ি, জাদুঘর ও
লাইব্রেরি পরিদর্শন
করেন নবনিযুক্ত
নৌপ্রধান





প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নৌবাহিনী প্রধানকে 'এডমিরাল' র‍্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেন সেনা ও বিমান বাহিনী প্রধান

এডমিরাল হলেন নৌবাহিনী প্রধান আওরঙ্গজেব চৌধুরী

নৌবাহিনী প্রধান ভাইস এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি 'এডমিরাল' পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। ১০ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ ও বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত নৌবাহিনী প্রধানকে এডমিরাল র‍্যাংক পরিয়ে দেন। এ সময় অন্যান্যের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, মুখ্য সচিব মোঃ নজিবুর রহমান, প্রতিরক্ষা সচিব আখতার হোসেন ভূঁইয়া এবং প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মিঞা মোহাম্মদ জয়নুল আবেদিন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নৌবাহিনী প্রধানকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান এবং তার সাফল্য কামনা করেন। নৌবাহিনী প্রধানও ফুলের তোড়া দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান।



বাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর কর্মকর্তাদের সাথে নৌপ্রধান



চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফরকালে সাবমেরিন, বানোজ নবযাত্রা ও জয়যাত্রা পরিদর্শন করেন নবনিযুক্ত নৌপ্রধান



নৌপ্রধান বানোজা নিভীক পরিদর্শনকালে সোয়াড্সের বিভিন্ন অপারেশনাল কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন



বানোজা বঙ্গবন্ধু পরিদর্শন করেন নৌবাহিনী প্রধান

জীবনী সংক্ষেপ

এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী ১৯৫৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা এ কে এম গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী এবং মা মিসেস সাহেরা চৌধুরী। তিনি ১৯৭৮ সালের ১০ জুন বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। দীর্ঘ চাকুরী জীবনে এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন পেশাগত কোর্সে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি জার্মানি থেকে ক্যাডেট ট্রেনিং ও বেসিক কোর্স সম্পন্ন করেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। যুক্তরাষ্ট্রের নেভাল অ্যাকাডেমি থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি সারফেস ওয়ারফেয়ার কোর্স সম্পন্ন করেন ও ভারতে গানারি স্পেশলাইজেশন কোর্স সম্পন্ন করেন এবং উভয় কোর্সে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি জার্মানি থেকে নেভাল স্টাফ কোর্স, দক্ষিণ কোরিয়ায় শিপ বিল্ডিং টেকনোলজি কোর্স, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ও মাস্টার্স-ইন-ডিফেন্স স্টাডিজ এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস থেকে এমফিল সম্পন্ন করেন এবং বর্তমানে বিইউপি'র অধীনে পিএইচডি করছেন। এ ছাড়া তিনি ন্যাশানাল ডিফেন্স কলেজ থেকে এনডিসি ও ক্যাপ্টেন কোর্স সম্পন্ন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক কমান্ডের অধীনে ফ্ল্যাগ অফিসার কম্পোনেন্ট কমান্ডার্স কোর্স সম্পন্ন করেন।

সুদীর্ঘ চাকুরী জীবনে এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী সফলতার সাথে নৌবাহিনীর ফ্রিগেটসহ বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি নৌবাহিনীর প্রশাসনিক ও প্রশিক্ষণ ষাঁটির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন ছাড়াও সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স), সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (পার্সোনেল), কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল, কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ড, নৌসদরে নৌ-সচিব ও বিভিন্ন পরিদপ্তরে পরিচালক, মেরিন একাডেমির কমান্ড্যান্ট, মেরিন ফিশারিজ একাডেমির প্রিন্সিপালসহ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জোনাল কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ হতে ২৫ জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার ঐকান্তিক আগ্রহ ও বিচক্ষণতায় কোস্ট গার্ডের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। তার সময়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড মৎস্য খাতে মা ইলিশ রক্ষা ও জটকা নিধন প্রতিরোধে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ স্বর্ণ পদকে ভূষিত হয়। তাছাড়া বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পদক-২০১৮' লাভ করেন।

এডমিরাল আওরঙ্গজেব তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা ও পেশাগত দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ও নৌপ্রধানের বিশেষ প্রশংসা পদক অর্জন করেন। এ ছাড়া নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ডে দায়িত্ব পালনকালে অসামান্য পেশাগত দক্ষতা ও বিশেষ অবদানের জন্য তিনি নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ সম্মানসূচক নৌবাহিনী পদক, অসামান্য সেবা পদক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড মেডেল, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড মেডেল সেবা ও প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড মেডেল অর্জন করেন। ইংরেজি, জার্মান এবং ফরাসি ভাষায়ও রয়েছে তাঁর অসামান্য দক্ষতা। ব্যক্তিগত জীবনে এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরীর সহধর্মিণী ডাঃ আফরোজা আওরঙ্গজেব এবং তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক।



নবনিযুক্ত নৌপ্রধান দায়িত্ব গ্রহণের পরে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলে সর্বস্তরের সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা, নাবিক ও কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ প্রদান করেন। নৌপ্রধান তাঁর ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতিও তিনি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান, যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের মাতৃভাষা।

নৌপ্রধান দেশপ্রেমের মহান ব্রত নিয়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী গঠনে সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় নৌবাহিনীর ফোর্সেস গোল ২০৩০, নতুন নতুন জাহাজ, সাবমেরিন, ঘাঁটি, স্থাপনা সংযোজনসহ বিভিন্ন উন্নয়নের বিবরণ দেন এবং পূর্বসূরি নৌপ্রধানদের অবদানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। এ সময় নৌপ্রধান বাহিনীর উন্নয়নকল্পে সাবমেরিন ঘাঁটি নির্মাণ, উন্নত প্রশিক্ষণ ও সাবমেরিনের উন্নত প্রযুক্তি সংযোজনের পাশাপাশি নতুন জাহাজ ও এয়ারক্র্যাফট সংযোজন অব্যাহত থাকবে বলে উল্লেখ করেন।

তিনি নৌসদস্যদের স্বদেশ প্রেম, সততা ও ন্যায্যপরায়ণতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, পেশাগত দক্ষতা, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, শৃঙ্খলাবোধ, কর্মক্ষেত্রে সম্প্রীতি ও চেইন অব কমান্ড সম্পর্কে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি সকলকে নৌবাহিনীর সার্বিক উন্নয়ন এবং মাতৃভূমির কল্যাণে একই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে নিরলসভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

দায়িত্বভার গ্রহণের পর নৌপ্রধান বানৌজা
শেখ মুজিবে সর্বস্তরের নৌসদস্যদের
উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন



মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত

স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে আরও সুসংহত করা এবং পরাজিত অপশক্তি ও তাদের দোসরদের সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে জঙ্গীবাদমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ১৬ ডিসেম্বর সমগ্র জাতি ৪৭তম বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে। সকালে ঢাকায় পুরাতন বিমান বন্দরে ৩১ বার তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। এদিন ভোরে জাতীয় স্মৃতিসৌধে স্বাধীনতায়ুদ্ধে শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মোঃ আবদুল হামিদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধান। দিবসটি উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। বিকেলে বঙ্গভবনে সংবর্ধনার আয়োজন করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। বীর মুক্তিযোদ্ধারা ছাড়াও বীরশ্রেষ্ঠ ও মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যরা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

বিজয় দিবস উপলক্ষে নৌবাহিনী প্রধান সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও

সর্বস্তরের নৌসদস্যদের উদ্দেশ্যে বাণী প্রদান করেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল জাহাজ ও ঘাঁটিতে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় রেখে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহে পতাকা শোভিতকরণ, সূর্যাস্তের পর হতে আলোকসজ্জা, দেশ ও জাতির অগ্রগতি ও কল্যাণের জন্য বিশেষ মোনাজাত, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী এবং প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও মোংলায় নৌবাহিনীর জাহাজসমূহ জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য

উন্মুক্ত রাখা হয়। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে নৌবাহিনীর বাদক দল ঢাকা সদরঘাট এলাকায় সাধারণ দর্শকদের উদ্দেশ্যে যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন

প্রতিবছরের মতো এবারও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল জাহাজ ও ঘাঁটিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। এদিন সকালে স্বাধীনতায়ুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে শিখা অনিবার্ণে পর্যায়ক্রমে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মোঃ আবদুল হামিদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা সেনানিবাসের শিখা অনিবার্ণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় তিন বাহিনীর প্রধানগণ এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

দিবসের শুরুতে নৌবাহিনীর সকল ঘাঁটি ও স্থাপনার মসজিদসমূহে বাদ ফজর দেশের কল্যাণ, সমৃদ্ধি এবং সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা ও বরিশালে নৌবাহিনীর জাহাজসমূহ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর একটি সুসজ্জিত চৌকস দল সশস্ত্র সালামের মাধ্যমে অভিবাদন জানায়। তিন বাহিনী প্রধানগণ নিজ নিজ বাহিনীর পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে শিখা অনিবার্ণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। প্রধানমন্ত্রী দিবসটি উপলক্ষে বীরশ্রেষ্ঠদের উত্তরাধিকারী এবং খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের উত্তরাধিকারীদের সংবর্ধনা প্রদান ও তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

এ ছাড়াও মহান সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে নৌবাহিনীর খেতাবপ্রাপ্ত ২১ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের উত্তরাধিকারীগণকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ২২ নভেম্বর ২০১৮ বনানীস্থ নৌসদর

সাগরিকা হলে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নৌবাহিনীর এ সকল খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের উত্তরাধিকারীগণের হাতে নৌপ্রধান এই সম্মাননা তুলে দেন। নৌবাহিনী প্রধান সর্বস্তরের নৌসদস্যদের উদ্দেশ্যে দেওয়া তার বাণীতে দেশ ও জাতির অগ্রযাত্রায় সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজেদের উৎসর্গ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এনডিসি ও এএফডব্লিউসি গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি

২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ রাজধানীর মিরপুর সেনানিবাসে ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজের শেখ হাসিনা কমপ্লেক্সে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ও আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স-২০১৮ এর গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের মাঝে সনদ বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ড্যান্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল শেখ মামুন খালেদ।

২০১৮ সালে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী, অসামরিক প্রশাসন ও বিদেশি সামরিক কর্মকর্তাসহ মোট ৭৬ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। এই কোর্সে বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহ হলো ভারত, শ্রীলঙ্কা, নাইজেরিয়া, সৌদি আরব, ওমান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নেপাল, নাইজার, পাকিস্তান ও তানজানিয়া। আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সে

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন পদবীর ৩৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) তারিক আহমেদ সিদ্দিক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া তিনবাহিনী প্রধানগণ, উচ্চপদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অধ্যাপকবৃন্দ, স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ, বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং মিলিটারি ও ডিফেন্স অ্যাটাচমেন্ট উপস্থিত ছিলেন।

শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ

চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ৯ ডিসেম্বর ২০১৮ মিডশিপম্যান-২০১৬ ব্যাচ এবং ডাইরেট্ট এন্ট্রি অফিসার (ডিইও) ২০১৮/বি ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাদের শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন। এর মধ্য দিয়ে ২০১৬ ব্যাচের ৫৯ জন মিডশিপম্যান এবং ২০১৮/বি ব্যাচের সাত জন ডাইরেট্ট এন্ট্রি অফিসারসহ সর্বমোট ৬৬ জন নবীন কর্মকর্তা কমিশন লাভ করেন। এদের মধ্যে চার জন মহিলা, একজন মালদ্বীপ এবং একজন শ্রীলঙ্কার কর্মকর্তা রয়েছেন।

সদ্য কমিশনপ্রাপ্তদের মধ্যে মিডশিপম্যান-২০১৬ ব্যাচের আহমেদ

চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ৯ ডিসেম্বর ২০১৮ মিডশিপম্যান-২০১৬ ব্যাচ এবং ডাইরেট্ট এন্ট্রি অফিসার (ডিইও) ২০১৮/বি ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাদের শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন।

শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে প্যারেড প্রদর্শন করছেন কমিশনপ্রাপ্ত নবীন কর্মকর্তাগণ





পাসিং আউট প্যারেড শেষে কমিশনপ্রাপ্ত নবীন কর্মকর্তাকে এ্যাপুলেট পরিবেশে দেন মাহামান্য রাষ্ট্রপতি

রিদওয়ান খান সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ মান অর্জন করে সেরা চৌকস মিডশিপম্যান হিসেবে 'সোর্ড অব অনার' লাভ করেন। এ ছাড়া মিডশিপম্যান ইজাজ মাহমুদ শুভ প্রশিক্ষণে ২য় সর্বোচ্চ মান অর্জনকারী হিসেবে 'নৌপ্রধান স্বর্ণ পদক' এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার ২০১৮/বি ব্যাচ হতে অ্যাস্টিং সাব লেফটেন্যান্ট সাদ্দফ হোসেন সুধী শ্রেষ্ঠ ফলাফল অর্জনকারী হিসেবে 'বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন স্বর্ণ পদক' লাভ করেন।

কুচকাওয়াজ শেষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ তাঁর ভাষণে, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নটি, মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি জাতীয় চার নেতাসহ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সকল বীর নৌসেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের প্রয়োজনে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। সেই প্রত্যয়ের আলোকেই বর্তমানে নৌবাহিনীকে আধুনিক ও যুগোপযোগী ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহ এবং বিদ্যমান জাহাজসমূহের অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।”

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, “ইতিমধ্যেই নৌবাহিনী দু’টি সাবমেরিন সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে চালু করা

হয়েছে উন্নত প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিকমানের সুবিশাল বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স।” নৌবাহিনীর ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে চীন হতে ২টি মিসাইল ফ্রিগেট এবং নির্মাণাধীন ২টি করভেট অতিশীঘ্রই নৌবাহিনীর যুক্ত হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

কুচকাওয়াজে অন্যান্যদের মাঝে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ, নৌসদর দপ্তরের পিএসওগণ, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর আঞ্চলিক অধিনায়কগণসহ ঊর্ধ্বতন সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নৌকমান্ডোসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, দেশি-বিদেশি কূটনীতিক এবং শিক্ষা সমাপনী ব্যাচের কর্মকর্তাদের অভিভাবকগণ উপস্থিত থেকে কুচকাওয়াজ উপভোগ করেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) নেভাল ফোর্সের কমান্ডার বনানীর নৌসদর দপ্তরে নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধান এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন



নৌবাহিনীর ২০১৮-বি ব্যাচের নবীন নাবিকের শিক্ষাসমাপনী কুচকাওয়াজ

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২০১৮-বি ব্যাচের ৭৮৯ জন নবীন নাবিকের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৮ খুলনার নৌঘাট বানোজা তিতুমীর প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান (অবঃ) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও আকর্ষণীয় মার্চ পাষ্টের সালাম গ্রহণ করেন। পরে তিনি কৃতি নবীন নাবিকদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। নৌবাহিনীর ২০১৮-বি ব্যাচের নবীন নাবিকদের মধ্যে মোঃ সাইফুল ইসলাম, ডিই/ইউসি/ইউটি পেশাগত ও সকল বিষয়ে সেরা চৌকস নাবিক হিসেবে ‘নৌপ্রধান পদক’ লাভ করে। এ ছাড়া মোঃ মোস্তাকিম আলম শিমুল, ডিই/পিএম-২/ইউটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ‘কমখল পদক’ এবং রাসেল মীর, ডিই/ইউসি/ইউটি তৃতীয় স্থান অধিকার করে ‘তিতুমীর পদক’ লাভ করে।

নৌপ্রধানের সাথে ইউএই নেভাল ফোর্স কমান্ডারের সৌজন্য সাক্ষাৎ

সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) নেভাল ফোর্সের কমান্ডার রিয়াদ এডমিরাল শেখ সাঈদ বিন হামদান বিন মুহাম্মদ আল নাইয়ান ৩০ জানুয়ারি বনানীর নৌসদর দপ্তরে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। নৌসদরে এসে পৌঁছালে নেভাল ফোর্স কমান্ডারকে নৌবাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল গার্ড অব অনার প্রদান করে। এ সময় তিনি গার্ড পরিদর্শন এবং সালাম গ্রহণ করেন।

সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক কুশল বিনিময় করেন। নৌপ্রধান বাংলাদেশ সফরের জন্য রিয়ার এডমিরাল শেখ সাঈদ বিন হামদান বিন মুহাম্মদ আল নাইয়ানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বন্ধুপ্রতিম দুই দেশের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে নৌপ্রধান এ সম্পর্কে আরও এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে মেরিটাইম গবেষণা জোরদারকরণসহ

পারস্পরিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধির বিষয়ে দুই নৌপ্রধান আলোচনা করেন। সাক্ষাৎকালে সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের ডিফেন্স অ্যাটাচি, নৌসদরের পিএসওগণ এবং উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে, সকালে রিয়ার এডমিরাল শেখ সাঈদ বিন হামদান বিন মুহাম্মদ আল নাইয়ান শিখা অনিবার্ণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং

স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পরে তিনি পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন। সফরকালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সেনা ও বিমান বাহিনী প্রধানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

রিয়ার এডমিরাল এম এইচ খান ৭ নভেম্বর ১৯৭৩ হতে ৩ নভেম্বর ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত নৌপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। নৌপ্রধান হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনকালে ১৯৭৪ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বৃহত্তম প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বানৌজা ঈসা খানকে কমিশানিং এবং নৌবাহিনীকে 'নেভাল এনসাইন' প্রদান করেন। তাছাড়া, জাতির পিতার দিক নির্দেশনায় নৌসদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ার সূত্রপাত তাঁর সময়ে শুরু হয়।

প্রাক্তন নৌপ্রধান রিয়ার এডমিরাল এম এইচ খান এর ইন্তেকাল



বাংলাদেশ
নৌবাহিনীর
প্রাক্তন নৌপ্রধান
রিয়ার এডমিরাল
মোশাররফ
হোসেন খান
(অবঃ)
বার্ষিক্যজনিত
কারণে সম্মিলিত
সামরিক
হাসপাতালে
চিকিৎসাধীন

অবস্থায় গত ১৩ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে নৌবাহিনীর সর্বস্তরের সদস্যগণ গভীর শোক প্রকাশ করেন।

রিয়ার এডমিরাল এম এইচ খান ৭ নভেম্বর ১৯৭৩ হতে ৩ নভেম্বর ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত নৌপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। নৌপ্রধান হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনকালে ১৯৭৪ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বৃহত্তম প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বানৌজা ঈসা খানকে কমিশানিং এবং নৌবাহিনীকে 'নেভাল এনসাইন' প্রদান করেন। তাছাড়া, জাতির পিতার দিক নির্দেশনায় নৌসদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ার সূত্রপাত তাঁর সময়ে শুরু হয়। ১৫ অক্টোবর বাদ জোহর ঢাকা সেনানিবাসের বানৌজা হাজী মহসীনে মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে বাংলা মটর পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়। রিয়ার এডমিরাল এম এইচ খান ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১ জানুয়ারি ১৯৫৪ সালে নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র সন্তান এবং স্ত্রীসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন।



বিদায়

এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ

অবসরে গেলেন এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি। গত ২৬ জানুয়ারি নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধান ভাইস এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি এর কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন তিনি। ২০১৬ সালের ২৯ জানুয়ারি তিনি নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

তার নৌপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়েছে সাবমেরিন বানোজা নবযাত্রা ও জয়যাত্রা, বাংলাদেশের জলসীমায় বৃহৎ আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়া ইমসারেঞ্জ-২০১৭ আয়োজন করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যগণ ঐতিহ্যবাহী স্ট্রিট লাইনিং প্রথা অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে বিদায় জানান।





ভূরাজনীতি ও প্রতিরক্ষা কৌশল: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

এনলাইটেন ভাইবস ডেস্ক

একুশ শতকের নতুন পৃথিবীতে আগামী দিনের সমৃদ্ধির চাবিকাঠি হিসেবে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বঙ্গোপসাগর। ফলে ভূরাজনৈতিক অবস্থানগত কারণে বহির্বিশ্বে দিন দিন বাংলাদেশেরও গুরুত্ব বাড়ছে। বর্তমানে পৃথিবীতে সমুদ্রসীমার অধিকারী প্রতিটি দেশই নিজ নিজ সমুদ্রসীমার সম্পদ আহরণ ও নিরাপত্তা রক্ষায় গ্রহণ করেছে অত্যাধুনিক কলাকৌশল এবং পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার নৌবাহিনী। বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থান ও কৌশলগত গুরুত্ব সুসংহত করতেও বড় ভূমিকা পালন করছে আমাদের নৌবাহিনী। সমুদ্রসম্পদ আহরণপূর্বক তার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় নৌবাহিনীর রয়েছে গুরু দায়িত্ব। দেশের বিশাল জলসীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি সমুদ্রে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান রোধ, গভীর সমুদ্রে উদ্ধার তৎপরতা বৃদ্ধি, মৎস্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, তেল-গ্যাস অনুসন্ধান রকগলোর সুরক্ষা-সর্বোপরি বিপুল বাণিজ্য বলয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে তারা। স্বাভাবিকভাবেই, বঙ্গোপসাগরের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উত্তরোত্তর আধুনিকীকরণও আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। এসব বিষয় মাথায় রেখেই বর্তমান সরকার নৌবাহিনীর বিভিন্ন উন্নয়নসহ সামরিক সক্ষমতা সংহত করতে ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন করেছে। এই প্রেক্ষিতেই আমাদের নজর দিতে হবে বিশ্ব শক্তিসমূহের নিরাপত্তা কৌশলের দিকে। কারণ, আধুনিক বিশ্বে ভূরাজনীতি, নিরাপত্তা কৌশল, অর্থনীতি আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং একই সাথে প্রতিটি দেশই কোনো না কোনোভাবে অন্য কোনো দেশের স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত।

সুস্বাসবাদ মোকাবিলায় আপাত সাফল্যের পর মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তার ফোকাস এখন কোনদিকে? এ প্রশ্নের উত্তর বেশ খোলাখুলিই দিয়ে গেছেন দেশটির সদ্যবিদায়ী প্রতিরক্ষামন্ত্রী জিম ম্যাটিস। গত জানুয়ারিতে নতুন মার্কিন প্রতিরক্ষা কৌশল জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘সুস্বাসবাদ নয়, মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তার প্রাথমিক ফোকাস এখন পরাশক্তিগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা।’ মার্কিন প্রতিরক্ষা কৌশলের এই পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট বুঝতে বৈশ্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাম্প্রতিক কিছু পালাবদলের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। শক্তির ভারসাম্যে পরাশক্তিগুলো এখন যে আর একে অন্যের তুলনায় খুব বেশি পিছিয়ে নেই সেদিকটাও বিবেচনায় নিতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে মার্কিন সামরিক বাহিনী ও ন্যাটো মিত্ররা অন্যদের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল প্রযুক্তিগত সামর্থ্যে এগিয়ে থাকার কারণে। তবে এখন সেই সামর্থ্যে মার্কিন জেট খুব বেশি নির্ভর করতে পারছে না মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, অস্ত্র প্রযুক্তিতে রাশিয়া ও চীন পশ্চিমা সমকক্ষে পৌঁছেছে। দ্বিতীয়ত, ছোটখাটো আন্তর্জাতিক যেকোনো পরিস্থিতিতে পশ্চিমা বিশ্ব যে তড়িৎ কোনো পদক্ষেপ নিতে একেবারেই অক্ষম, সে বিষয়ে অনবরত বাজি ধরে যাচ্ছে মস্কো ও বেইজিং। সত্যি বলতে কী, বাজিতে তারা জিতছেও বটে। এক্ষেত্রে দেশ দুটি অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুবিধা পেয়ে থাকে।

২০১৪ সালে ইউরোপের ক্রাইমিয়াকে নিজ দেশভুক্ত করে রাশিয়া। প্রতিবেশী দেশটিতে সংকট জিইয়ে রাখলেও পশ্চিমা বিশ্বের জোরালো কোনো পদক্ষেপ দেখেনি তারা। তবে হ্যাঁ, আটলান্টিকের উভয় পাড় থেকে কিছুটা বিরোধিতার মধ্যে পড়তে হয়েছে তাদের। অন্যদিকে দক্ষিণ চীন সাগরে আধিপত্যমূলক আচরণ বহাল রেখে চলেছে চীন। দেশটি জানে, প্রতিবেশীদের তুলনায় সামরিক শক্তিতে তার অবস্থান অনেক উচ্চত্রে, এমনকি মার্কিন নৌবাহিনীর সমপর্যায়ে। তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সৌদি কনসুলেটে সাংবাদিক জামাল খাসোগির নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সৌদি আরবকে নিবৃত্ত রাখার ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন ও লন্ডনের ভূমিকা নিয়ে অবশ্য কিছুটা সমালোচনা হচ্ছে। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানি ও তেলের জন্য দেশদুটি যে সৌদি আরবকে যেকোনো মূল্যে ধরে রাখতে চায় সে বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে গেছে। ইয়েমেনে সৌদি নেতৃত্বাধীন যুদ্ধে মার্কিন অস্ত্রের নির্বিচার ব্যবহার ক্ষুব্ধ করছে কিছু মার্কিন সিনেটরদের। ওয়াশিংটনের ওপর কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়ার অভ্যন্তরীণ চাপও বাড়ছে। সৌদি আরবে অস্ত্র রপ্তানিতে জার্মানি নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও ডোনাল্ড ট্রাম্প অস্ত্র রপ্তানি থেকে আয়ের বাইরে আর কিছু ভাবতেই রাজি নন। ট্রাম্পের পক্ষে হাঁটছে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সও। যুক্তরাষ্ট্রের পর সৌদিতে সবচেয়ে বেশি অস্ত্র রপ্তানি করে তারা।

গত বছরের শেষদিকে আর্জেন্টিনার ব্যুয়েনস আইরেসে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনে সালমান ও পুতিনের ঘনিষ্ঠতা দেখেছে বিশ্ব। নৈতিকতাবাদীরা বলতেই পারেন, ওয়াশিংটন ও এর মিত্ররা যদি তাদের ভূরাজনৈতিক দায়িত্বটা ঠিকভাবে পালন করত তাহলে এ দুই নেতার মধ্যে এতটা সখ্যতা দেখা যেত না।

ঐতিহাসিকভাবে আমেরিকা কখনো নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে, আবার কখনো বৈশ্বিক পুলিশের কাজ করেছে। তবে নতুন ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পুলিশের দায়িত্ব নেওয়া মার্কিন দাপট এখন পড়তির দিকে, এমনকি চাইলেও সে দায়িত্ব নেওয়ার সক্ষমতা আর তাদের থাকছে না।

আমেরিকা মহাদেশ

মার্কিন সামরিক বাহিনী আবারও উচ্চমাত্রার ঝুঁকি মোকাবিলায় মনোযোগ ফেরাচ্ছে। এজন্য গত বছর থেকে বাহিনীর কাঠামো পুনঃসজ্জা শুরু করেছে। মহাদেশটির আরেক বড় দেশ কানাডা প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রহে নেমেছে। ল্যাটিন আমেরিকার কিছু দেশ তাদের সক্ষমতা বাড়চ্ছে। মোটের ওপর সংঘর্ষ থেকে মুক্ত আছে এ অঞ্চল।

যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের জয় ওয়াশিংটনের ক্ষমতায় ভারসাম্য ফিরিয়েছে। অবশ্য সিনেট রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও পারমাণবিক আধুনিকীকরণ, নৌবাহিনীর বহরে ৩৫৫ যুদ্ধজাহাজ ও সৌদি আরবে অস্ত্র বিক্রির মতো নীতিগত সিদ্ধান্তে এখন থেকে সমঝোতায় আসতে হবে উভয়পক্ষকে। এদিকে সরকারি সব বিভাগের বাজেট আগামী অর্থবছরে পাঁচ শতাংশ ছেঁটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বরাদ্দ কমানোর এ সিদ্ধান্তে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পিত আধুনিকায়ন উদ্যোগ (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং ক্রয়) সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হতে পারে। দেশটির উপপ্রতিরক্ষামন্ত্রী প্যাট্রিক সানাহান একে ‘জাজমেন্ট কল’ হিসেবেই দেখছেন।

শক্তিশালী রাশিয়ান নৌবাহিনীকে প্রতিরোধের জন্য আটলান্টিক সাগরে ইউএসএস হ্যারি এস ট্রুম্যান নিযুক্ত করা হয়।



পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে বাণিজ্যিক জাহাজের সঙ্গে নৌবাহিনীর জাহাজের প্রাণঘাতী সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও বহর রক্ষণাবেক্ষণে মনোযোগী হচ্ছে মার্কিন নেভি। তবে গত বছর ট্রাম্প প্রশাসনের দুটি প্রতিবেদন এ বাহিনীর কৌশল ও পরিকল্পনা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে যাচ্ছে।

প্রথম প্রতিবেদনটি হচ্ছে জাতীয় প্রতিরক্ষা কৌশল (এসডিএস)। এ প্রতিবেদনে রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া ও ইরানকে কৌশলগত হুমকি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি যুক্তরাষ্ট্রের নিউক্লিয়ার পসচার রিভিউ। এখানে কলম্বিয়া-ক্লাস সাবমেরিন উন্নয়ন ও সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে, যেগুলো ওহাইয়ো-ক্লাসের নিউক্লিয়ার ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিনগুলোকে (এসএসবিএন) প্রতিস্থাপন করবে।

এদিকে জাতীয় প্রতিরক্ষা কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মার্কিন নৌবাহিনী ও মেরিন আরও প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে নিজেদের উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত আগস্টে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় বহর পুনর্গঠন করা হয়েছে। আটলান্টিকে বেড়ে চলা রুশ হুমকি মোকাবিলায় অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার (এএসডব্লিউ) অভিযান উন্নয়নের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে এ অঞ্চলে বিদ্যমান বহর নতুন করে সাজানো হয়েছে। যেমন, এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার হ্যারি এস ট্রুম্যান জার্নিনিয়ার সরফোক বন্দরে ইন-পোর্ট ডেপ্লয়মেন্ট অভিযান পরিচালনা করেছে। ট্রুম্যানসহ একঝাঁক জাহাজ এরপর নরওয়েজিয়ান সমুদ্রে অভিযান পরিচালনার জন্য আর্কটিক সার্কেলে প্রবেশ করে। পরে ন্যাটোর ‘ট্রাইডেন্ট জাঙ্কচার’ মহড়ায় যোগ দেয়। এ অঞ্চলে সর্বশেষ প্রবেশ করেছিল ইউএসএস আমেরিকা। তাও প্রায় ২৮ বছর আগে, ১৯৯১ সালে ন্যাটোর ‘নর্থ স্টার’ মহড়ায় অংশ নিতে।

পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে চীনের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিতে

মার্কিন নৌবাহিনী গত বছর স্বাধীন নৌচলাচলের অধিকার বিষয়ক অভিযান (এফওএনওপি) বেশ জোরদার করেছে। যদিও চীন এক্ষেত্রে নিজেদের কৌশল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। গত সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ চীন সাগরের স্প্যাটলি দ্বীপপুঞ্জে ইউএসএস ডেকাটারের খুবই কাছাকাছি চলে আসে পিপলস লিবারেশন আর্মি নেভির লুয়াং-ক্লাস ডেস্ট্রয়ার। মার্কিন কর্তৃপক্ষ চীনের এ পদক্ষেপকে অপেশাদার হিসেবে আখ্যা দেয়।

এদিকে মার্কিন মেরিন প্রথমবারের মতো লকহিড মার্টিন এর শর্ট টেক-অফ/ভার্টিক্যাল-ল্যান্ডিং এফ-৩৫বি লাইটনিং দ্বিতীয় জেএসএফ মোতায়েন করেছে। জাপানের ইওয়াকুমিতে মেরিন ফাইটার অ্যাটাক স্কোয়াড্রন ১২১-এ এটা মোতায়েন করা হয়। যুদ্ধবিমানটি বছরের প্রথমার্ধে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে নিয়োজিত ইউএসএস ওয়াম্প, পরে ইউএসএস এসেসজে নিযুক্ত করা হয়।

পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের বহরেও কিছু পরিবর্তন এনেছে মার্কিন নৌবাহিনী। নতুন কমান্ড হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ড, যেটা প্যাসিফিক কমান্ডের জায়গা নিচ্ছে। প্যাসিফিক ও ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ড যৌথভাবে কোস্ট গার্ড অভিযান পরিচালনার উদ্যোগ নিচ্ছে। পাশাপাশি মার্কিন নৌবাহিনী পরিকল্পিত ৩৫৫-শিপ ফ্লিট সংগ্রহের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। গাইডেড-মিসাইল ডেস্ট্রয়ার ও লিটোরাল কমব্যাট শিপ এর জন্য নতুন চুক্তি করা হচ্ছে আর গাইডেড-মিসাইল ক্রুজার এর ক্ষেত্রে এরই মধ্যে চুক্তি সই হয়েছে। ব্লক পঞ্চম ভার্জিনিয়া-ক্লাস নিউক্লিয়ার অ্যাটাক সাবমেরিনের জন্য বরাদ্দ আলাদা করে রাখা হয়েছে।

জেরাল্ড আর ফোর্ড-ক্লাস এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার এর জন্য দুটি নতুন যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের বিষয়টি আলোচনা হয়ে আছে। এ বিষয়ে মার্কিন নৌবাহিনী ও জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হান্টিংটন ইনগল্‌স ইন্ডাস্ট্রিজ এর কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে পেন্টাগন। এ ছাড়া মনুষ্যবিহীন ভেসেল উন্নয়নে খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে মার্কিন নৌবাহিনী। এমজি-২৫এ স্টিংরে মনুষ্যবিহীন উড্ডোজাহাজ নির্মাণে বোয়িংয়ের সঙ্গে ৮০ কোটি ডলারের চুক্তি সই করেছে।

মেরিনও একই পথে হাঁটছে। গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য মনুষ্যবিহীন সিস্টেম ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে তারা। বাহিনীটি এক্সপেডিশনারি অ্যাডভান্সড বেস ধারণা উন্নয়নের উদ্যোগ নিচ্ছে। এ ধারণার অধীনে আক্রমণাধীন অঞ্চলে ছোট মোবাইল অপারেশন বেস প্রতিষ্ঠা করবে তারা।

বিমান বহরকে আরও সমৃদ্ধ করতে গত বছর মার্কিন এভিয়েশন কয়েকটি বড় চুক্তি করেছে। নতুন সর্বাধুনিক পাইলট প্রশিক্ষণ সিস্টেম বা টি-এক্স উন্নয়ন, ইউএইচ-ওয়ানএন প্রতিস্থাপন এবং ভিআইপি ট্রান্সপোর্টেশন হেলিকপ্টার এর কাজগুলো পেয়েছে বোয়িং। নৌবাহিনীও তাদের এমকিউ-২৫এ স্টিংরে নিয়ে বোয়িং এর সঙ্গে আনম্যানড ক্যারিয়ার-লঞ্চড এয়ারবোর্ন সার্ভিলেন্স অ্যান্ড স্ট্রাইক এর চুক্তি করেছে।

টি-এক্স চুক্তির অর্থমূল্য ৯২০ কোটি ডলার। বোয়িং এবং সাব এবি জোটবদ্ধ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী লকহিড



দক্ষিণ চীন সাগরে একটি এফ-৩৫বি যুদ্ধরাস্ট্রের অ্যামফিবিয়াস অ্যালাউন্ট শিপ ইউএসএস ওয়াম্পে অবতরণ করেছে। এর মাধ্যমে মেরিন অভিযানে ইন্দো-এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রথমবারের মতো এই ধরনের যানের ব্যবহার দেখা গেছে।

মার্টিন/কোরিয়া অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজকে হটিয়ে এ চুক্তি বাগিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে ইউএইচ-ওয়ানএন এর চুক্তিমূল্য ২৪০ কোটি ডলার। আর এমকিউ-২৫ এর সম্ভাব্য চুক্তিমূল্য হতে পারে ৮০ কোটি ডলার।

এদিকে এ বছরই বোয়িং সরবরাহ করতে যাচ্ছে কেসি-৪৬এ প্যাগাসাস এরিয়াল রিফুয়েলিং ট্যাংকার, যদিও এর আগে বেশ কয়েকবার তারিখ ঘোষণা করেও সরবরাহ করতে পারেনি তারা। এছাড়া বি-৫২ স্ট্র্যাটোফোর্ট্রেস বোম্বার ও এফ/এ-১৮ হর্নেট ফাইটার এর ক্ষেত্রে রিসিভার সার্টিফিকেশন টেস্টিং সম্পন্ন করেছে বোয়িং। এদিকে পুরোপুরি অভিযান উপযোগী (এফওসি) হচ্ছে লকহিড মার্টিন এর এফ-৩৫ লাইটনিং টু জয়েন্ট স্ট্রাইক ফাইটার (জেএসএফ)। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কন্ট্রোলারদের উৎসাহিত করতে প্রথমবারের মতো প্রণোদনা ঘোষণা করেছে পেন্টাগন।

পেন্টাগন তাদের জাতীয় প্রতিরক্ষা কৌশল (এনডিএস) প্রকাশের পর স্বল্প ও জঙ্গিবাদ বিরোধীতা থেকে মার্কিন স্থল বাহিনী এখন আরও কার্যকর বাহিনীতে রূপান্তরের সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। বড় আকারের সংঘর্ষে রাশিয়া ও চীনকে টেকা দেওয়ার জন্য সক্ষমতা উন্নয়নে গুরুত্ব দিচ্ছে তারা। মার্কিন মেরিন বাহিনী আফগানিস্তানের মতো দেশে প্রায় দুই দশক ধরে স্থল অভিযানের পর এখন নৌবাহিনীর সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা পুনর্গঠন জরুরি বলে মনে করছে। এর অর্থ হচ্ছে, বাহিনীটি তাদের অস্ত্রভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার উদ্যোগ নিচ্ছে, পাশাপাশি অনুধাবন করছে দূর লক্ষ্যবস্তু নিখুঁতভাবে ভেদ করতে সক্ষম এমন অস্ত্র সংযোজনের পাশাপাশি জাহাজবিশ্বস্তী ও আকাশ প্রতিরক্ষা সক্ষমতায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

দেশটির সামরিক কর্মকর্তারা বাহিনীকে আরও চৌকস করে তোলার উপায় অনুসন্ধান করছেন। এ লক্ষ্য পূরণে বাহিনীর কাঠামো ও আকার বাড়ছে। অন্যদিকে সাইবার ও ইলেকট্রনিক যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যুদ্ধাস্ত্র ফ্রন্টে ছয়টি আধুনিকায়ন কর্মসূচিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে সামরিক নেতৃত্ব। এগুলো হচ্ছে, লং রেঞ্জ প্রিসিশন ফায়ার (এলআরপিএফ); নেক্সট জেনারেশন কমব্যাট ডেহিকল; ফিউচার আর্টিক্যাল

লিফট; নেটওয়ার্কিং, এয়ার অ্যান্ড মিসাইল ডিফেন্স এবং সোলজার লেথালিটি। তাহলে ২০১৯ সালে মার্কিন সেনা বাহিনীতে নতুন কী প্রযুক্তি যুক্ত হতে যাচ্ছে? এক্ষেত্রে বলা যায়, সেনা বাহিনী তাদের ছয়টি অগ্রাধিকারে কতটুকু বিনিয়োগ করতে পারবে তার ওপরই এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে। এ উদ্যোগগুলোর অর্থায়নের জন্য সংস্থাটির কর্মকর্তারা চলমান কর্মসূচিগুলো মূল্যায়ন করছেন। কোনগুলো রাখা হবে আর কোনগুলো বাদ পড়বে সে সিদ্ধান্ত নিতে সময় ব্যয় করছেন তারা।

কানাডা

২০১৮ সালে কানাডা সরকার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সিদ্ধান্তের আলোকে কানাডিয়ান আর্মড ফোর্সেস (সিএডি) যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পাশাপাশি বিদেশে সেনা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০১৭ সালে প্রতিরক্ষা নীতি পর্যালোচনা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উদারপন্থী সরকার রয়্যাল কানাডিয়ান এয়ারফোর্স (আরসিএএফ) এবং রয়্যাল কানাডিয়ান নেভির (আরসিবি) জন্য যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি পালনের উদ্যোগ নিয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় জাহাজ নির্মাণ কৌশলের (এনএসএস) অংশ হিসেবে কানাডীয় সরকার বুলে থাকা বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কানাডিয়ান সারফেস কমব্যাটান্ট (সিএসসি) হ্যালিফাক্স-ক্লাস ফ্রিগেট প্রতিস্থাপন। এক্ষেত্রে কানাডা সরকারের পছন্দের তালিকায় রয়েছে বিএই সিস্টেমসের টাইপ ২৬ গ্লোবাল কমব্যাট শিপ। এ কর্মসূচির অধীনে ১৫টি জাহাজ নির্মাণ করা হবে। দীর্ঘ বিলম্বিত আরেকটি কর্মসূচি হচ্ছে জয়েন্ট সাপোর্ট শিপ (জেএসএস)। তবে এক্ষেত্রে কোনো চুক্তি বা নকশা চূড়ান্ত হয়নি। জেএসএস কর্মসূচি বিলম্বের কারণে কানাডা সরকার ভিন্ন এক সিদ্ধান্ত নেয়। এমভি অ্যাস্টেরিক্স নামের একটি কনটেইনার জাহাজকে যুদ্ধজাহাজে রূপান্তরের প্রস্তাব দেয় একটি কোম্পানি। রূপান্তর শেষে সফল পরীক্ষার পর নৌবাহিনীর বহরে এটা যুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি জাতীয় জাহাজ নির্মাণ কৌশল বাস্তবায়নে কানাডা ষষ্ঠ একটি আর্কটিক অ্যান্ড অফশোর প্যাট্রল শিপ (এওপিএস) নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে।

মার্কিন কোম্পানি বোয়িংয়ের সঙ্গে মতবিরোধের

জেরে কানাডীয় সরকার অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ হিসেবে এফ/এ-১৮ই/এফ সুপার হর্নেট সংগ্রহের পরিকল্পনা নিয়েছে। একই সঙ্গে পুরনো সিএফ-১৮ হর্নেট বহর প্রতিস্থাপনের দরপত্র মূল্যায়নের কাজ করছে। তবে এর আগে রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান এয়ারফোর্স থেকে এফ/এ-১৮এ/বি হর্নেট সংগ্রহের কথা জানায় দেশটির বিমান বাহিনী।

বহির্বিপ্লবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে গত বছরে কানাডিয়ান এয়ারফোর্স বেশ ব্যস্ত ছিল। মালিতে জাতিসংঘের মান্টিডাইমেনশনাল ইন্টিগ্রেটেড স্ট্যাবিলাইজেশন মিশন-এ আরও একটি হেলিকপ্টার পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। গত বছরের জুনে কানাডীয় বাহিনী মালি আসতে শুরু করে। ২৫০ জন সদস্য ও আটটি হেলিকপ্টার আগামী ১২ মাস জাতিসংঘের অভিযানে সহায়তা দেবে।

এদিকে ইরাকে কানাডার সৈন্যদের উপস্থিতি চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এ ছাড়া দেশটি খুব শিগগিরই ন্যাটো প্রশিক্ষণ মিশনের কমান্ড গ্রহণ করবে।

ল্যাটিন আমেরিকা

আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাতে ২০১৮ সালে মুক্ত ছিল ল্যাটিন আমেরিকা। যদিও কলম্বিয়ার নির্বাচনে ডানপন্থী প্রার্থী প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হলে সশস্ত্র গ্রুপ ফার্কের সঙ্গে সম্পাদিত শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন হুমকিতে পড়ে। মেক্সিকোয় প্রথম ড্যামেন সিগমা প্রকল্প গোলা ও এআরএম রিফরমাদর বাস্তবায়নের পথে রয়েছে। এ যুদ্ধজাহাজটি মেক্সিকান নৌবাহিনীর সক্ষমতা বেশ বাড়াবে। নরথ্রপ এফ-৫এস এর সরবরাহ ঘাটতিতে দেশটির বিমান বাহিনী তাদের ইন্টারসেপ্টর সক্ষমতা থেকে বঞ্চিত থাকছে। তবে বেল ২১২ বহর প্রতিস্থাপনে নতুন হেলিকপ্টার সংগ্রহে মনোযোগ বাড়ানো দেশটি। সেই সঙ্গে টারবোপ্রপ বহর আরও সহজত করছে দেশটি।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনিজুয়েলা রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক আরও গভীর করছে। রুশ হেলিকপ্টারগুলোর জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের সুবিধা গড়ে তুলছে দেশটি। এ ছাড়া ২০১৯ থেকে একে-১০০ রাইফেল উৎপাদন শুরু করছে তারা। এদিকে কলম্বিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান কটেকমার তাদের নতুন অফশোর প্যাট্রল ভেসেল (ওপিভি) এর প্রসারে কাজ অব্যাহত রেখেছে। এ ছাড়া দেশটির সামরিক শিল্পখাত বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের কাছে করদোভা পিস্তলের নতুন সংস্করণ বিক্রি করেছে। কলম্বিয়ার বিমান বাহিনীও শিকরস্কি এইচ-৬০এল আরপিআ আটাক হেলিকপ্টার বহরে যুক্ত করেছে। নৌবাহিনীও এফএস১৫০০ প্যাডিলো লাইট ফ্রিগেট বহরের পরিবর্তে নতুন ফ্রিগেট ক্লাস যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রতিবেশী পেরু গত জুনে মাকাসার-ক্লাস ল্যান্ডিং প্র্যাটফর্ম ডক (এলপিডি) ভেসেল নৌবহরে যুক্ত করেছে। দেশটির সেনা বাহিনী তাদের পুরোনো ট্যাংক বহর প্রতিস্থাপনে কোরিয়ার সহায়তা নিচ্ছে। সামরিক বাহিনীর শক্তিমত্তায় অনেকের মতে এগিয়ে থাকা চিলি অবশ্য কিছু আর্থিক চ্যালেঞ্জে পড়েছে।

কপার রপ্তানি আয়ের ১০ শতাংশ সামরিক বাহিনীর পেছনে ব্যয়ের পূর্বতন আইনটির মেয়াদ ফুরিয়ে আসায় এ সংকেটে পড়েছে দেশটি। দেশটির নৌবাহিনী তিনটি নতুন ফ্রিগেট সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। অন্যদিকে বিমান বাহিনী ছয়টি এমএইচ-৬০এম ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার এর পাশাপাশি আরও দুটি এ-২৯ সুপার টাকানো লাইট অ্যাটাক এয়ারক্রাফট বহরে যোগ করেছে। ব্রাজিলে এয়ারক্রাফট নির্মাণ এমব্রেয়ার বোয়িংয়ের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের চুক্তি চূড়ান্ত করেছে। চুক্তি অনুযায়ী, প্রতিরক্ষা ও নির্বাহী ব্যবসা বাদে এমব্রেয়ারের বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদন বিভাগ থাকবে বোয়িংয়ের হাতে। তবে চুক্তির বাইরে কেসি-৩৯০ এয়ারলিফটার এর ক্ষেত্রে আরেকটি সম্ভাব্য যৌথ উদ্যোগের কথা বিবেচনা করছে প্রতিষ্ঠান দুটি।

ব্রাজিলের বিমান বাহিনী গ্রিপেন ফাইটার নিয়ে বেশ এগিয়েছে। সাও পাওলোতে সাবের একটি কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে। নৌবাহিনীতেও প্রথম পারমাণবিক সাবমেরিন যুক্ত করার বিষয়টিতে অগ্রগতি হয়েছে। অন্যদিকে চারটি করভেট নির্মাণের লক্ষ্যে তামানদার-ক্লাস কর্মসূচি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। গত বছর দেশটির নৌবাহিনী যুক্তরাজ্যের হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার এইচএমএস ওশান হাতে পেয়েছে, যা পিএইচএম আটল্যান্টিকো নামে পরিচিত হবে। সেক্স প্রপ্রেড হাউজার ও অ্যামুনিশান ভেহিকলও পেয়েছে দেশটির সামরিক বাহিনী।

ল্যাটিন আমেরিকার আরেক দেশ আর্জেন্টিনা তাদের নির্মাণ সাবমেরিন এআরএ স্যান হুয়ানের সন্ধান পেয়েছে। দেশটির আরেকটি সাবমেরিনের রক্ষণাবেক্ষণ চলায় কার্যক্রমে নেই আর কোনো সাবমেরিন। এদিকে চারটি গোউইউ-ক্লাস ওপিভি ফ্রান্সের কাছ থেকে সংগ্রহ করছে আর্জেন্টিনা।

ইউরোপ

ইউরোপের পরিস্থিতিতে যেন আরও অবনতি ঘটেছে। মহাদেশটির এ অবস্থানের সবচেয়ে উপযুক্ত প্রতীকায়ন হতে পারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির শতবর্ষ উদযাপনের মুহূর্তটি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্যারিসে গেলেও মূল অনুষ্ঠানে ছিলেন অনুপস্থিত। জার্মান চ্যান্সেলর ও ফরাসি প্রেসিডেন্ট যদিও ব্যর্থতা ঢাকতে আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে যান।

রাশিয়া ও ন্যাটোর সম্পর্কে অবনতি নতুন এক পর্যায়ে পৌছেছে। রাশিয়ার আচরণ সংশোধনে ন্যাটো জোটের আহ্বান সত্ত্বেও দেশটির সামরিক সমাবেশ যেন নতুন গতি পেয়েছে। এ অবস্থায় ন্যাটো জোটভুক্ত দেশগুলো প্রতিরক্ষায় জিডিপি দুই শতাংশ ব্যয়ের লক্ষ্য হাতে নিয়েছে। গত বছরের দ্বিতীয়ার্ধে কোন্ড ওয়ারের পর সবচেয়ে বড় সামরিক মহড়ার আয়োজন করে রাশিয়া ও ন্যাটো। ভূমধ্যসাগর পাড়ের দেশ তুরস্ক দিন দিন রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। দেশটিতে রুশ এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম মোতায়েনের জন্য একটি ঘাঁটি নির্মাণের কাজ চলছে। দেশটির এ পদক্ষেপে আঙ্কারার কাছে এফ-৩৫

যুদ্ধবিমান সরবরাহ স্থগিত করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। চুক্তিসহ বা চুক্তিহীনভাবে যুক্তরাজ্য যখন ইউইউ থেকে প্রস্থানের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে মহাদেশটির প্রতি মার্কিন প্রতিশ্রুতিতে যেন ভাটা পড়েছে। এ অবস্থায় নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউরোপ। ফরাসি প্রেসিডেন্ট এক সাক্ষাৎকারে ইউরোপিয়ান আর্মি গঠনের ডাক দিয়েছেন। তাতে সায় রয়েছে জার্মান চ্যান্সেলরেরও।

ন্যাটো

জুলাইয়ে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ন্যাটো সম্মেলনটি ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও ওই বৈঠক থেকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত এসেছে। ‘ফোর থার্ডিজ’ নামে উচ্চাভিলাষী প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপের ঘোষণা করেছে এ জোট। এর মধ্যে রয়েছে ২০২০ সালের মধ্যে ৩০টি নেভাল কমব্যাটান্ট, ৩০টি কাইনেটিক এয়ার স্কোয়াড্রন এবং ৩০ দিনের মধ্যে মোতায়েনযোগ্য ৩০টি ম্যাকানাইজড ব্যাটালিয়ন। এ ছাড়া ন্যাটোর ব্যাক-আপ বাহিনীকে দ্রুত মোতায়েন এবং ইউরোপের সীমানাজুড়ে স্থল, জল ও আকাশ বাহিনী যেন দ্রুত মোতায়েন করা যায় সেজন্য কূটনৈতিক ক্রিয়াকার্যের সময় কমিয়ে আনার লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি দুটি নতুন ন্যাটো কমান্ডের অনুমোদন দিয়েছে—একটি লজিস্টিকের জন্য জার্মানিতে, অন্যদিকে আটলান্টিকজুড়ে যোগাযোগের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায়। ন্যাটো নেতারা বেলজিয়ামে একটি সাইবার স্পেস অপারেশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয়েও একমত হয়েছেন। পরিস্থিতিগত সতর্কতা ও সাইবার স্পেসে ন্যাটোর অভিযান সমন্বয় করার জন্যই এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সম্মেলনে জানানো হয়, ন্যাটোভুক্ত আটটি দেশ তাদের জিডিপি দুই শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে বলা হয়, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দেশ ২০২৪ সালের মধ্যে তাদের জিডিপি দুই শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা নিয়েছে। যদিও জার্মানি এ তালিকায় নেই বলে কিছুটা হতাশ হতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

সম্মেলনের পর ব্রাসেলসে ন্যাটো প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক থেকে রাশিয়াকে তার আচরণ সংযত করার অনুরোধ জানানো হয়। মস্কোর বিরুদ্ধে আইএনএফ চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগও তোলা হয়। যুক্তরাজ্যের সালিসবারিতে পক্ষত্যাগী গুপ্তচর হত্যাকাণ্ডে রাশিয়ার নভিচক নার্ভ এজেন্টের ব্যবহার কড়া সমালোচনার মুখে পড়ে।

‘ভস্ক’ বনাম ‘ট্রাইডেন্ট জাঙ্কার’

শীতল যুদ্ধের পর নিজেদের সবচেয়ে বড় সামরিক মহড়ার বিষয়ে ন্যাটো-রাশিয়া কাউন্সিল বৈঠকে একে অপরকে অবহিত করে।

‘ভস্ক (ইস্ট) ২০১৮’ নামের ১১-১৫ সেপ্টেম্বর উরালের পূর্বে অনুষ্ঠিত ওই মহড়ায় তিন লাখ সৈন্য অংশ নেয়। সোভিয়েত আমলের ‘জাপাড (ওয়েস্ট) ৮১’-এর পর ভস্কই দেশটির সবচেয়ে বড় মহড়া। মেইন ব্যাটল ট্যাংক, ইনফ্যান্ট্রি ফাইটিং ভেহিকলসহ

অন্যান্য আর্মার্ড ভেহিকলের পাশাপাশি ছিল হাজার হাজার উড্ডোজাহাজ, হেলিকপ্টার ও মনুষ্যবিহীন আকাশযান। সব মিলিয়ে প্রায় ৩৬ হাজার যুদ্ধাস্ত্র ছিল মহড়ায়।

পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় নরওয়েতে 'ট্রাইডেন্ট জাঙ্কচার' মহড়া পরিচালনা করে ন্যাটো। এ মহড়ায় ২৯টি ন্যাটোভুক্ত দেশের ৫০ হাজার সৈন্য, ২৫০টি এয়ারক্র্যাফট ও ৬৫টি ভেসেল অংশ নেয়।

প্রতিরক্ষা ব্যয়ে উল্লেখন

ন্যাটো সম্মেলনে জানানো হয়, ইউরোপীয় দেশগুলোসহ কানাডা ২০১৮ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিরক্ষায় অতিরিক্ত সাড়ে ২৬ হাজার কোটি ডলার ব্যয় করবে। ন্যাটো মহাসচিব জেনস স্টলটেনবার্গের তথ্যমতে, ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো এরই মধ্যে প্রতিরক্ষায় অতিরিক্ত ৪ হাজার ১০০ কোটি ডলার ব্যয় করেছে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাতেও খুব বেশি খুশি নন। তিনি জিডিপি'র চার শতাংশ প্রতিরক্ষায় ব্যয়ের জন্য মিত্র দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন।

যুক্তরাজ্য জিডিপি'র তিন শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখছে। অন্যদিকে ফ্রান্স দুই শতাংশে উন্নীতের বিষয়ে হিমশিম খাচ্ছে। জার্মানি অবশ্য প্রতিরক্ষায় এতটা ব্যয়ে তেমন আগ্রহী নয়। দেশটি ২০২৪ নাগাদ জিডিপি'র ১ দশমিক ৫ শতাংশ প্রতিরক্ষায় ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জার্মানির পথে আছে নেদারল্যান্ডসও। দেশটি প্রতিরক্ষায় ব্যয় জিডিপি'র ১ দশমিক ৩ শতাংশের বেশি করতে মোটেই উৎসাহী নয়। প্রতিবেশী বেলজিয়াম ২০৩০ নাগাদ এ খাতে ব্যয় দশমিক ৯ থেকে ১ দশমিক ৩ শতাংশে উন্নীতের লক্ষ্যমাত্রা হাতে নিয়েছে।

তুরস্ক

ন্যাটোর সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্কে বেশ অবনতি দেখা গেছে। রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস-৪০০ কিনতে দেশটির সঙ্গে তুরস্কের চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান সরবরাহ আটকে দিয়েছে। তবে তাতেও পিছু হটেনি তুরস্ক। দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের থেকে দেশই নির্মাণ করা হবে। এজন্য আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোকে কিছু শর্তও দেওয়া হয়েছে। সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল (এসএএম), সারফেস-টু-সারফেস মিসাইল, জেট ইঞ্জিন এবং এমবিটি উৎপাদনে অগ্রাধিকার রয়েছে দেশটির।

তবে, বিদেশি কোম্পানিগুলোর সহায়তা ছাড়া তুরস্ক এগুলো উৎপাদন করতে পারবে কিনা সে প্রশ্ন অবশ্য থেকেই যাচ্ছে। তবে উদ্যোগগুলো এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। বিএমসি'র সঙ্গে আটলে এমবিটি উৎপাদনে চুক্তি হয়েছে দেশটির। প্রথমে বিদেশে



নরওয়েতে ন্যাটো পরিচালিত এক্সারসাইজ 'ট্রাইডেন্ট জাঙ্কচার ২০১৮' এর একটি দৃশ্য। এই এক্সারসাইজে ফিনল্যান্ড ও সুইডেনসহ ন্যাটো অন্তর্ভুক্ত ২৯টি দেশের মোট ৫০,০০০ সৈন্য, ২৫০টি এয়ারক্র্যাফট এবং ৬৫টি ভেসেল অংশগ্রহণ করে।

নির্মিত ইঞ্জিন ব্যবহার করা হলেও পরে স্থানীয়ভাবে নির্মিত ইঞ্জিন ব্যবহারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এদিকে ২০১৯ সালে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যয় প্রায় ২২ শতাংশ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে আঙ্কারা।

ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা

নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষায় আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে ইউরোপ। যদিও ব্রেক্সিটের কারণে তা কিছুটা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। কারণ ইউরোপিয়ান ডিফেন্স ফান্ডে (ইডিএফ) ব্রিটিশ কোম্পানিগুলোর অংশগ্রহণ তাতে ছেদ পড়বে। ২০২১-২৭ সময়ে ইডিএফে ১,৩০০ কোটি ইউরো বরাদ্দের প্রস্তাব করেছে ইউরোপীয় কমিশন। গবেষণা ও উন্নয়নে বরাদ্দ থাকছে ৪১০ কোটি ইউরো আর প্রটোটাইপ নির্মাণ ও পরীক্ষায় ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৯০০ কোটি ইউরো। ইডিএফের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নতুন একটি ডিরেক্টরেট জেনারেলের পদও সৃষ্টি করা হতে পারে।

গত বছরের মার্চে পেসকোর প্রথম ১৭টি প্রকল্প অনুমোদনের পর নভেম্বরে আরও ১৭টি সামরিক সক্ষমতা প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে ইইউর প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা। এ প্রকল্পগুলো সব সামরিক শাখায় বাস্তবায়ন করা হবে।

তবে সবচেয়ে বড় প্রকল্প হতে যাচ্ছে একটি ইউরোপীয় মেল রিমোটিল পাইলটেড এয়ারক্র্যাফট সিস্টেম (আরপিএএস) উন্নয়ন। জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি ও স্পেন ইউরোপীয় মেল আরপিএএস কিনতে সম্মতি নিশ্চিত করেছে। ইইউর প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা মিলিটারি প্র্যানিং অ্যান্ড কনডাক্ট ক্যাপাবিলিটি (এমপিএসি) ধীরে ধীরে সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেসরকারি নিরাপত্তা এবং নন-এক্সিকিউটিভ সামরিক অভিযান তদারকি করবে এ সংস্থা।

রাশিয়া

প্রথাগত থেকে কৌশলগত পারমাণবিক শক্তি: ২০১৮ সাল জুড়ে রাশিয়া ব্যস্ত ছিল সামরিক শক্তি সংহত করতে। দেশটির বোরোই-এ-ক্লাস ব্যালিস্টিক

মিসাইল সাবমেরিন ২০১৯ সালেই নৌবাহিনীতে যুক্ত হচ্ছে। নৌবাহিনীর আক্রমণ সক্ষমতা বাড়তে ক্যালিবার সি-লঞ্চড ক্রুজ মিসাইলসহ সারফেস কমব্যাটান্টস যুক্ত করার বিষয়টি দেশটির অগ্রাধিকারে রয়েছে।

গত বছর দেশটির স্থল বাহিনী আড়াই হাজারেরও বেশি নতুন অস্ত্র ব্যবস্থা হাতে পেয়েছে। এ বাহিনীকে নতুন আকাশ প্রতিরক্ষা ও আর্টিলারি ব্যবস্থার মাধ্যমে পুনঃসজ্জিত করা হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে এস-৩০০ভি৪, বাক-এম৩ ও টি-এম২ স্যাম সিস্টেম, ভার্বা নেজ্জিট জেনারেশন ম্যানপোর্টেবল এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, টর্নেডো জি ও এস মাল্টিপল রকেট লঞ্চার, সেক্স প্রপেলড গান, টাইফুন-কে আর্মার্ড ভেহিকল ইত্যাদি। ম্যাকানাইজড ইউনিটগুলো সর্বশেষ সংস্করণের টি-৭২বি৩এম এমবিটি, বিএমপি-৩ আইএফডি ও বিটিআর-৮২ আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার পাচ্ছে। নতুন সারমাত আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম) ২০২০ সালে সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে। এদিকে দেশটির ভাইস প্রিমিয়ার ইউরি বরিসভ জানাচ্ছেন, রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর রেডিনেস লেভেল এখন ৯৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

লেভান্তে গুরুত্বপূর্ণ 'পাওয়ার ব্রোকার' হিসেবে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর মস্কো আফ্রিকা মহাদেশেও তাদের প্রভাব বাড়িয়ে চলেছে। মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র ও সুদানে অস্ত্র-গোলাবারুদ সরবরাহের পাশাপাশি সেখানকার সামরিক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে রাশিয়া। সুদানে রুশ নৌবাহিনীর জন্য একটি লজিস্টিক সেন্টার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করছে দেশ দুটি।

ইউক্রেন

রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের টান টান উত্তেজনার অবসান সহসাই চোখে পড়ছে না। গত নভেম্বরে আজভ সাগরে ইউক্রেনের নৌবাহিনীর তিনটি ভেসেল রাশিয়া আটক করলে সামরিক সংঘাতের আশঙ্কা বেশ বেড়ে যায়। এ ঘটনার কয়েক মাস আগেই দেশটির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

মার্কিন রাষ্ট্রদূত কার্ট ভলকার। গার্ডিয়ানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভলকার জানান, নৌ ও আকাশ প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ আরও কিছু বিষয়ে তাদের মধ্যে কথা হয়েছে। এর আগে এপ্রিলে সামরিক সহায়তা প্যাকেজের অংশ হিসেবে ইউক্রেন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে জ্যাভলিন অ্যান্টি-ট্যাংক গাইডেড মিসাইল গ্রহণ করে।

ন্যাটোর এনহ্যান্সড ফরওয়ার্ড প্রেজেন্স

ন্যাটোর এনহ্যান্সড ফরওয়ার্ড প্রেজেন্স (ইএফপি) চলতি বছর নিয়মিত কর্মসূচি হয়ে উঠেছে এবং কমান্ডের দায়িত্বও হাতবদল হচ্ছে। পাশাপাশি নতুন নতুন দেশ এ কর্মসূচিতে সেনা পাঠাচ্ছে। এস্টোনিয়ায় যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বাধীন বাহিনীতে যোগ দিয়েছে ডেনমার্কের সেনারা। অন্যদিক চেক, ক্রোয়েশীয় ও ফরাসি সেনারা লাটভিয়ায় কানাডার নেতৃত্বাধীন সমাবেশে যুক্ত হয়েছে।

জার্মানিও অন্যান্য ন্যাটো সেনা বাহিনীর সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ছে এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের অন্য দেশগুলোয় ভবিষ্যতে সম্পৃক্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নৌশক্তি

২০১৭ সালের মতো চলতি বছরেও ইউরোপীয় নৌশক্তির ক্ষেত্রে প্রাধান্য রেখেছিল এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার। 'ট্রাইডেন্ট জাক্সচার' মহড়ায় ইউএসএস হ্যারি এস ট্রুম্যানই ছিল মার্কিন শক্তি ও ইউরোপীয় নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতির সবচেয়ে দৃশ্যমান প্রতীক। তবে যুক্তরাজ্যের রয়্যাল নেভির এইচএমএস কুইন এলিজাবেথই ছিল নৌশক্তিতে সত্যিকারের তারকা। এদিকে যুক্তরাজ্যের কমান্ডের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি দুটি এলিজাবেথ-ক্লাস ক্যারিয়ারসহ এফ-৩৫ লাইটনিং কমব্যাট এয়ারক্র্যাফট ও ফ্রজনেট এয়ারবোর্ন রাডার সিস্টেমের ব্যয় বৃদ্ধি নিয়ে সতর্ক করেছে। অন্যদিকে দেশটির অ্যামফিবিয়াস সক্ষমতা কমান্বির বিষয়ে উদ্বেগ জারি রয়েছে, যদিও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সে আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন।

মহাদেশটির অন্যত্র দুটি নৌ-দুর্ঘটনা ঘটে। রাশিয়ার একমাত্র এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার কুজনেতসভের ফ্লোটিং ডক ডুবে গেলে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এ ক্যারিয়ারটি। অবশ্য সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনাটি ঘটে যখন নরওয়ের এজিস ফ্রিগেট হেলজ ইঙ্কস্টাড মাল্টায় নিবন্ধিত ট্যাংকার সোলা টিএসের ধাক্কায় ডুবে যায়।

আকাশ শক্তি

চলতি বছর ইউরোপের কয়েকটি দেশে এফ-৩৫ সরবরাহ অব্যাহত ছিল। জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে প্রথম নির্মিত এফ-৩৫বি ইতালির কাছে হস্তান্তর করা হয়। ফার্নবরো ইন্টারন্যাশনাল এয়ার শো-তে সাব তাদের বিদ্যমান টেস্ট প্ল্যাটফর্মে দুটি নতুন গ্রিপেন ই প্রোটোটাইপ যুক্ত করার ঘোষণা দেয়। এদিকে নেট্রট জেনারেশন উইপন সিস্টেম (এনজিডব্লিউএস) উন্নয়নে ফ্রান্স ও জার্মানি একটি আগ্রহপত্রে সই করেছে।

এশিয়া প্যাসিফিক

উত্তর কোরিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করার প্রয়াস, চীনের সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন, ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ এবং আফগানিস্তানে অব্যাহত অস্থিতিশীলতা ইঙ্গিত দিচ্ছে, এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল আগামী বছর আন্তর্জাতিক শিরোনামে থাকবে।

গত বারো মাসে সতের বছর ধরে চলা আফগান যুদ্ধ পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। ইসলামাবাদের সঙ্গে ওয়াশিংটনের বন্ধুত্বে চিড় ধরেছে এবং এশিয়া প্যাসিফিকজুড়ে অস্ত্র সংগ্রহ ও উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। কোরিয়া উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়া অস্থিরতা নিরসনে ওয়াশিংটন, সিউল ও পিয়ংইয়ংয়ের মধ্যে শান্তি আলোচনাই ছিল গত বছরের অন্যতম শিরোনাম। অন্যদিকে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে চীনের অব্যাহত উত্থান এবং সামরিক সক্ষমতায় অবিশ্বাস্য উন্নতি বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন জোট ও অংশীদারিত্ব ব্যবস্থার জন্য রীতিমতো হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উত্তরপূর্ব এশিয়া

টানা কয়েক বছর ধরে সামরিক শক্তিমত্তা প্রদর্শনের পর পিয়ংইয়ং পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহ দেখায়। এপ্রিলে কোরীয় অসামরিক অঞ্চলে উত্তর কোরীয় নেতা কিম জং-উন ও দক্ষিণের প্রেসিডেন্ট মুন জা-ইন বৈঠক করেন। পরের পদক্ষেপ হিসেবে পিয়ংইয়ং পারমাণবিক পরীক্ষাকেন্দ্র ধ্বংস করে। মে মাসেই বৈঠকে বসেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও উত্তরের নেতা কিম। উভয় নেতা সামরিক মহড়া স্থগিতে সম্মত হন। পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র পরিত্যাগেও রাজি হয় উত্তর কোরিয়া। যদিও বছরের দ্বিতীয়ার্থে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের শর্ত নিয়ে বিতর্কে পথ হারায় এ সমঝোতা।

প্রতিবেশী দক্ষিণ কোরিয়া সর্বাধুনিক বিদেশি সমরাস্ত্র সংগ্রহের মাধ্যমে সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে থাকে। কোরীয় নৌবাহিনীতে দ্বিতীয় আরেকটি ডকডো-ক্লাস

ল্যান্ডিং প্র্যাটফর্ম হেলিকপ্টার ডেসেল যুক্ত করে দেশটি। এফ-৩৫বি যুদ্ধবিমানের বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত না নিলেও ২০১৪ সালে ক্রয়াদেশ দেওয়া এফ-৩৫এ আগামী বছর দেশটির বহরে যুক্ত হচ্ছে।

গত সেপ্টেম্বরে প্রথমবারের মতো কেএসএস-তৃতীয় ডিজেল-ইলেকট্রিক অ্যাটাক সাবমেরিন উদ্বোধন করে সিউল। আর নভেম্বরে জানা যায়, এজিস কমব্যাট সিস্টেমে গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার যুক্ত করতে যাচ্ছে দেশটি। গত ফেব্রুয়ারিতে অবশ্য প্রথম এফএফএক্স-দ্বিতীয়-ক্লাস গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেট সংগ্রহ করে তারা। এ ক্লাসের আরও দুটি জাহাজ নির্মাণে দাইয়ু শিপবিল্ডিংকে কার্যাদেশও দেওয়া হয়েছে।

উত্তর কোরিয়ার হুমকি মোকাবিলায় অন্য যে দেশ সামরিক সক্ষমতা বাড়াচ্ছে সেটি হচ্ছে জাপান। প্রতিরক্ষা শ্বেতপত্রে পিয়ংইয়ংয়ের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা রুখতে দেশটির দুটি স্থানে লকহিড মার্টিন এর আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়োজনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জুলাইয়ে জাপান মেরিটাইম সেক্স-ডিফেন্স ফোর্স এর জন্য দুটি আতাগো-ক্লাস গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার এর মধ্যে একটির উদ্বোধন করা হয়েছে। তিন মাস পর উন্মোচন করা হয়েছে প্রথম সক্রিয়-ক্লাস ডিজেল ইলেকট্রিক অ্যাটাক সাবমেরিন। জাপানের নৌসক্ষমতা নতুন ক্লাসের ফ্রিগেটের মাধ্যমে আরও উচ্চতায় পৌঁছবে। পাশাপাশি এফ-৩৫বি কেনার কথাও বিবেচনা করেছে দেশটি। এজন্য ইজুমু-ক্লাস হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার সংস্কারও করতে পারে তারা।

আকাশ সক্ষমতায় এরই মধ্যে দেশটি তাদের মিসাওয়া বিমানঘাটিতে এফ-৩৫এ মোতায়েন করেছে। পাশাপাশি সতর্কতা ব্যবস্থা উন্নয়নে আরও নয়টি ই-টুডি অ্যাডভান্সড হকআই এয়ারক্র্যাফট সরবরাহের জন্য নরথ্রপ গ্রম্যানের সঙ্গে চুক্তি করেছে। সেই সঙ্গে তিনটি আরকিউ-৪ গ্লোবাল হক হাই-আল্টিটিউড লং এনডিউরেস (হেল) মনুষ্যবিহীন এরিয়াল ভেহিকলের জন্যও চুক্তি হয়েছে। এ ছাড়া দেশটির জাতীয় প্রতিরক্ষা কর্মসূচিতে সাইবার অভিযান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সামরিক সক্ষমতা উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

তিন লাখ সৈন্যের অংশগ্রহণে উরালে 'ভস্ক ২০১৮' এক্সারসাইজ সম্পন্ন হয়। ১৯৮১ এর পরে এটি ছিল রাশিয়ার সবচেয়ে বড় মিলিটারি এক্সারসাইজ।





আট সপ্তাহের ফ্লাইট ট্রায়ালের জন্য এফ-৩৫ এয়ারক্র্যাফট নিয়ে এইচএমএস কুইন এলিজাবেথ স্থানীয় বন্দর পোর্টসমাওথ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

আকাশ বা সমুদ্রে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনাসহ আঞ্চলিক সংঘাত এড়াতে চীনের সঙ্গে জরুরি যোগাযোগ ব্যবস্থা দাঁড় করিয়েছে জাপান। দেশ দুটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি হটলাইন স্থাপনের পাশাপাশি যুদ্ধবিমান বা জাহাজ খুবই কাছাকাছি চলে এলে সংঘাত এড়াতে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তবে দেশটির প্রতিরক্ষা শ্বেতপত্র জাপানসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য চীনকে হুমকি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির (পিএলএ) দ্রুত আধুনিকায়ন এবং এর অভিযান পরিচালনার সক্ষমতায় বড় উল্লেখ্য, বিশেষ করে আকাশ ও সমুদ্রে, বিশ্বের জন্য ক্রমাগত হুমকি হয়ে উঠছে।

পিএলএর আধুনিকায়ন নিয়ে উদ্ভিগ্ন যুক্তরাষ্ট্রও। মার্কিন বিমান বাহিনীর জেনারেল পল সেলভা এ প্রসঙ্গে সতর্ক করে জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন যদি পাল্টা পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে চীন ২০২০ সালের মধ্যে প্রযুক্তিগত সক্ষমতায় যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হয়ে উঠবে আর ২০৩০ সালের মধ্যে ছাড়িয়ে যাবে। কানাডার সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের এক প্রতিবেদনেও একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, চীন এখন নতুন প্রজন্মের সামরিক প্রযুক্তি উন্নয়নে মনোযোগ দিয়েছে, যা খুব শিগগিরই যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে এবং যুদ্ধের ধরনই বদলে দেবে। প্রতিবেদনে এক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও কোয়ান্টাম প্রযুক্তির কথা বলা হয়েছে।

চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অস্থিরতা চলতি বছর দক্ষিণ চীন সাগর ঘিরে বেড়ে চলে। বিরোধপূর্ণ দ্বীপপুঞ্জ ঘিরে চীনের সামরিকীকরণ, বিশেষ করে সেক্স প্রপেলড সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল সিস্টেম স্থাপন উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিপলস লিবারেশন আর্মি (নেভি পিএলএ নেভি) একটি 'বৈশ্বিক শক্তি' হিসেবে আবির্ভূত হতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সক্ষমতা উন্নয়নের পথে রয়েছে।

পিএলএ নেভির জন্য বেশ কয়েক ধরনের প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে, আরও তিনটি

টাইপ ০৫৫ ডেস্ট্রয়ার, লুয়াং থ্রি ডেস্ট্রয়ার ক্লাস এর বর্ধিত সংস্করণ এবং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের কাজে ডেংডিয়াও-ক্লাস। ধারণা করা হচ্ছে, ২০১৮ সালে আরও দুটি জিন-ক্লাস পারমাণবিক শক্তিচালিত ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন বহরে যুক্ত করেছে চীন। এ ছাড়া অতিরিক্ত কিছু টাইপ ০৫৬-ক্লাস করভেট, টাইপ ০৫২ডি-ক্লাস ডেস্ট্রয়ার, টাইপ ০৫৪এ-ক্লাস ফ্রিগেট ও অন্যান্য সারভেইল্যান্স জাহাজ ও ল্যান্ডিং ক্র্যাফটও যোগ হয়েছে।

গত মে মাসে বেইজিং জানায়, দেশটির প্রথম এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার গ্রুপ প্রাথমিক অভিযান সক্ষমতা (আইওসি) অর্জন করেছে এবং জে-১৫ যুদ্ধবিমানের একটি নতুন সংস্করণ উন্নয়নের কাজ চলছে, যেগুলো রাতেও অভিযান পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। এ ছাড়া একই মাসে দেশটির দ্বিতীয় এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার সি ট্রায়াল শুরু করেছে।

এদিকে গুজব রয়েছে, বড় আকারের অটোনামাস আন্ডারওয়াটার ভেহিকল উন্নয়নের জন্য প্রকল্প হাতে নিয়েছে চীন। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২১ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময় এ ভেহিকল উন্মোচন করা হবে। চীনের নৌবাহিনীর আরেকটি প্রকল্প আন্তর্জাতিক শিরোনাম হয়েছে। স্যাটেলাইটে ধারণকৃত ইমেজ থেকে দেখা গেছে, সমুদ্রে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক গানের পরীক্ষা চালিয়েছে চীন। এ ছাড়া দেশটির নেভাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষককে যুদ্ধজাহাজের ইলেকট্রিক প্রপালশান উন্নয়নের জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে।

গত এপ্রিলে দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সামনে পিএলএ নেভি তাদের সক্ষমতা তুলে ধরে। ৪৮টি নেভাল ভেসেল, ৭৬টি এয়ারক্র্যাফট, ১০ হাজার সদস্যসহ ফ্লিট রিভিউ প্রদর্শন করে তারা।

পিএলএ নেভির পাশাপাশি দেশটির বিমান বাহিনীও দ্রুত আধুনিকায়নের পথে হাঁটছে। এরই মধ্যে বাহিনীতে যুক্ত হয়েছে জে-২০ পঞ্চম প্রজন্মের মাল্টিরোল ফাইটার এয়ারক্র্যাফট। রাশিয়া থেকে সুখোই সু-৩৫ মাল্টিরোল ফাইটার হাতে পেয়েছে

দেশটি। এ ছাড়া চীন ওয়াই-২০ হেলিকপ্টার এয়ারক্র্যাফট এর একটি ট্যাংকার সংস্করণ উন্নয়নে হাত দিয়েছে।

পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) অত্যাধুনিক, দীর্ঘ পাল্লার জাহাজবিশিষ্ট ক্রুজ মিসাইল উন্নয়ন ও মোতামায়েনের বিশাল কর্মযজ্ঞে নেমেছে, যেগুলোর কোনো কোনোটি সুপারসনিক গতিসম্পন্ন। এ সক্ষমতাগুলো আরও জোরদার করা হচ্ছে দুটি নতুন এয়ার-লঞ্চড ব্যালিস্টিক মিসাইলের মাধ্যমে, যার একটিতে পারমাণবিক পেলেড থাকতে পারে। অন্যদিকে মনুষ্যবিহীন আকাশযানে (ইউএভি) চীন নিজেদের সক্ষমতা বেশ জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছে। চলতি বছর উইং লুং সেকেন্ড আর্মড রিকনসাস ইউএভি এবং ডিভাইন সিগন হেল ইউএভি যুক্ত করার পাশাপাশি পরীক্ষাও চালিয়েছে দেশটি। সর্বাধুনিক এরিয়াল প্ল্যাটফর্মও এয়ার শো চায়না ২০১৮-এ প্রদর্শন করেছে দেশটি। এর মধ্যে ছিল জে-২০ ও জে-১০বি মাল্টিরোল ফাইটার। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি মনুষ্যবিহীন এরিয়াল প্ল্যাটফর্ম যেমন, স্টিলথ আনম্যানড কমব্যাট এরিয়াল ভেহিকল প্রযুক্তি উন্নয়নের পথে রয়েছে। পাশাপাশি মাল্টিরোল অ্যাটাক হেলিকপ্টারও প্রদর্শন করে দেশটি। পিপলস লিবারেশন আর্মি গ্রাউন্ড ফোর্সের চলমান আধুনিকায়ন প্রচেষ্টায় কিছু অত্যাধুনিক ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টার, ইনফ্যান্ট্রি ইন্টিগ্রেটেড কমব্যাট সিস্টেম, অ্যান্টি-ট্যাংক গাইডেড উইপনও সার্ভিসে যুক্ত হয়েছে। সীমান্ত প্রতিরক্ষা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মনুষ্যবিহীন পর্যবেক্ষণ স্টেশনও স্থাপন করেছে দেশটি। সামরিক বাহিনী আধুনিকায়ন প্রচেষ্টায় চীন অবশ্য একটা চ্যালেঞ্জে পড়েছে। নতুন নতুন যুদ্ধাস্ত্র পরিচালনায় সক্ষম কর্মী নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে দেশটিকে। পাশাপাশি নৌ ও বিমান বাহিনীকে শক্তিশালী করতে গিয়ে স্থল বাহিনী কিছুটা অর্থায়ন সংকটে পড়েছে।

দক্ষিণ এশিয়া

ভারত ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা চলতি বছর কিছুটা কমেছে। 'হ্যাণ্ড-ইন-হ্যাণ্ড' যৌথ মহড়া নবায়নে সম্মতি ও প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের পারস্পরিক সফরের মধ্য দিয়ে দেশ দুটির মধ্যে উত্তেজনার প্রশমন ঘটেছে। গত বছর ভুটান সীমান্তের দোকলামে উভয় পক্ষের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে প্রায় যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল থেকে যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহের মাধ্যমে ভারত তাদের সামরিক বাহিনী আধুনিকায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। নৌবাহিনীর জন্য চারটি প্রজেক্ট ১১৩৫৬এম-ক্লাস ফ্রিগেট এর কার্যাদেশ দেওয়ার পাশাপাশি নতুন একটি সাবমেরিন রেসকিউ সিস্টেম, এমকে ফোর্থ ল্যান্ডিং ক্র্যাফট ইউটিলিটি প্ল্যাটফর্ম এবং স্থানীয়ভাবে প্রথমবারের মতো নকশাকৃত ও নির্মিত ফ্লোটিং ডকও যুক্ত করেছে দেশটি।

তবে চলতি বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল রুশ নির্মিত আলমাজ-আনতেই এস-৪০০ ট্রাফ সেক্স-প্রপেলড সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল সংগ্রহের চুক্তি। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা হুমকির মধ্যেই অক্টোবরে ৫৫০ কোটি ডলারের এ চুক্তি সই হয়। একই মাসে ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য রুশ নির্মিত

দুটি এডমিরাল গ্রিগোরিভিচ-ক্লাস স্টিলথ ফ্রিগেট ক্রয়ের চুক্তি হয়। পরের মাসেই একই ক্লাসের লাইসেন্স-বিল্ড আরও দুটি জাহাজের চুক্তি সই করে ভারত। আর্মি এভিয়েশন কর্পস ও বিমান বাহিনীর জন্য ২০০টি কামভ কা-২২৬ ‘হুডলাম’ লাইট মাল্টিরোল হেলিকপ্টার ক্রয়ের চুক্তি এখনো বুলে আছে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার সত্তাবনায় ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কাছে একটি অনুরোধপত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সেপ্টেম্বরে কমিউনিকেশনস কম্প্যাটিবিলিটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এগ্রিমেন্ট ছিল ভারতের সক্ষমতা উন্নয়নের আরেকটি মাইলফলক। ১০ বছর মেয়াদি এ চুক্তির ফলে নয়াদিল্লি তাদের ১১টি লকহিড মার্টিন সি-১৩০জে-৩০ সুপার হারকিউলিস এবং ১০টি বোয়িং সি-১৭ গ্লোবমাস্টার ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট এর পাশাপাশি আটটি টি-৮১ নেপচুন মেরিটাইম মাল্টি-মিশন এয়ারক্রাফট এ সর্বাধুনিক কমিউনিকেশন সিস্টেম সংযুক্ত করার সুযোগ পেয়েছে। ভারতের প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা বলছেন, এ চুক্তির ফলে ভারতীয় নৌবাহিনীর কাছে ২২টি জেনারেল অ্যাটনমিকস অ্যারোনটিক্যাল সিস্টেমস ইনকরপোরেশনের গার্ডিয়ান ইউএভি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সহজ হবে। এ ছাড়া ভারতের বিমান বাহিনীর জন্য সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় থাকা ২২টি এএইচ-৬৪ই অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টার এবং ১৫টি সিএইচ-৪৭এফ চিনুক হেলি-লিফট হেলিকপ্টার এ সর্বাধুনিক এই কমিউনিকেশন সিস্টেম যুক্ত থাকবে।

ভূমি, আকাশ ও মেরিটাইম প্ল্যাটফর্ম থেকে পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপে সক্ষম নিউক্লিয়ার ডিটারেন্স ট্রায়াড নির্মাণ সম্পন্নের ঘোষণা দিয়েছে দেশটি। এ ছাড়া সফল পরীক্ষার পর স্থানীয়ভাবে নির্মিত পারমাণবিক সক্ষমতাসম্পন্ন অগ্নি পঞ্চম আইআরবিমের কাছাকাছি পৌঁছেছে তারা।

ভারতীয় সামরিক বাহিনী চলতি বছর বিএই সিস্টেমস এর এম৭৭৭ ১৫৫ এমএম/৩৯-ক্যালিবার টোড লাইটওয়েট হাউজার এবং কে-৯ বজ্র আনুষ্ঠানিকভাবে বাহিনীতে যুক্ত করেছে। এ ছাড়া রুশ নির্মিত ৯কে ৩৩৮ ইগলা-এস ম্যান-পোর্টেবল এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সংগ্রহের পথে রয়েছে। এক হাজার টি-৭২ ব্যাটল ট্যাংক এ শক্তিশালী ইঞ্জিন সংযোজনেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

বিমান বাহিনীর জন্য ১১০টি মাল্টিরোল ফাইটার এয়ারক্রাফট সংগ্রহের পরিকল্পনায় ছয়টি এয়ারক্রাফট নির্মাতা থেকে প্রস্তাব পায় দেশটি। যদিও পরে দাসু রাফাল থেকে এগুলো সরাসরি আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এদিকে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনাটি হচ্ছে দীর্ঘদিনের মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দূরত্ব। চীন, রাশিয়া ও তুরস্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে আগ্রহী হয়ে উঠেছে দেশটি। সম্পর্কে অবনতির সূত্রপাত হয় যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এক টুইটে পাকিস্তানে সামরিক সহায়তা কমিয়ে আনার কথা জানান।

চীনের পর যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে পাকিস্তানের সামরিক যুদ্ধাস্ত্রের বড় সরবরাহক। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতিতে ধারণা করা হচ্ছে, প্রতিরক্ষা সহায়তার

ক্ষেত্রে দেশটি আরও বেশি করে চীন, রাশিয়া ও তুরস্কের দিকে ঝুঁকবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উইং লং ইউএভি নির্মাণে দেশ দুটির জোটবদ্ধতার ঘোষণা। তুরস্ক পাকিস্তানের নৌবাহিনীর কাছ থেকে চারটি আভা-ক্লাস করভেট সরবরাহের কার্যাদেশ পেয়েছে। চলতি বছর দেশটির নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়েছে ১৫৪ মিটার দৈর্ঘ্যের ফ্লিট ট্যাংকার। পাশাপাশি একটি বেলজিয়ান মাইন-কাউন্টারমেরজারস ভেসেল ও একটি মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফটও বাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে। চীন নির্মিত আরও দুটি টাইপ ০৫৪এ ফ্রিগেট সংগ্রহের চুক্তির পাশাপাশি পারমাণবিক সক্ষমতাসম্পন্ন সাবমেরিন থেকে নিক্ষেপযোগ্য বাবুর-৩ ক্রুজ মিসাইলেরও সফল পরীক্ষা চালিয়েছে পাকিস্তান। দেশটির জন্য দুটি মাল্টিপারপাস ওভিপি এর জন্য কাজ শুরু করেছে নেদারল্যান্ডসের ডামেন শিপইয়ার্ডস। ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানের বিমান বাহিনী প্যাক জেএফ-১৭ থান্ডার মাল্টিরোল কমব্যাট এয়ারক্রাফট সংবলিত একটি নতুন স্কোয়াড্রনের উদ্বোধন করেছে। আর মে মাসে ৩০টি টিএআই-টিওয়ান-২৯ অ্যাটাক হেলিকপ্টার এর জন্য তুরস্কের সঙ্গে একটি চুক্তি সই করে দেশটি।

মধ্য এশিয়া

যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তানের সম্পর্কে অবনতি সরাসরি প্রভাব ফেলেছে প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানের ওপর। চূড়ান্তভাবে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়ে যুক্তরাষ্ট্র এখন তালেবানদের আলোচনার টেবিলে আনার চেষ্টা করছে। গত এক বছরে পশ্চিমা সমর্থিত কাবুল সরকার দেশটির বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলার সহায়তা সত্ত্বেও সরকারি বাহিনী তালেবানদের হাতে দিন দিন কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। বিমান হামলার কারণে অসামরিক হতাহতের ঘটনাও দিন দিন বেড়ে চলেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের সামরিকীকরণ অব্যাহত থাকলেও এ সময় প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বড়

কোনো সংঘাত ঘটেনি, যদিও বেশ উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে। তা সত্ত্বেও চীনের নেতৃত্বে আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর নৌবাহিনী গত অক্টোবরে প্রথমবারের মতো একটি যৌথ মেরিটাইম মহড়ায় অংশ নেয়।

সম্পর্কে আপাত স্বাভাবিকতা সত্ত্বেও এ অঞ্চলের দেশগুলো নৌ ও আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকায়নের উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তে দেশটির সামরিক বাহিনীর জন্য বড় আকারে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। মালয়েশিয়াও এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকতে আগ্রহী নয়। ‘ক্যাপাবিলিটি ২০৫৫’ নামে একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেছে দেশটি। এ কর্মসূচির অধীনে দীর্ঘমেয়াদি রূপান্তর প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে রয়্যাল মালয়েশিয়া এয়ারফোর্সে নিয়োজিত পুরোনো এয়ারক্রাফটগুলো কমিয়ে আনা হবে।

নৌবাহিনীর উন্নয়নে চীন থেকে লিটোরাল মিশন শিপ সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে মালয়েশিয়া। মোট চারটি জাহাজের মধ্যে দুটি চীনে ও বাকি দুটি সে দেশে নির্মাণ করা হবে। পাশাপাশি নরওয়েজিয়ান কোম্পানির সঙ্গে নেভাল স্ট্রাইক মিসাইল কেনার চুক্তি করেছে দেশটি।

সিঙ্গাপুরও সামরিক বাহিনীকে যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নিয়েছে। রিপাবলিক অব সিঙ্গাপুর নেভির জন্য ইন্ডিপেনডেন্স-ক্লাস লিটোরাল মিশন ভেসেল নির্মাণের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এর আগে একই ক্লাসের চতুর্থ ও পঞ্চম ভেসেলটি বাহিনীতে যুক্ত করা হয়। দেশটির নৌবাহিনী ছয়টি ভিস্টারি-ক্লাস করভেট বহর থেকে ধীরে ধীরে উঠিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। এগুলো প্রতিস্থাপিত হবে মাল্টিরোল কমব্যাট ভেসেল নামে নতুন ধরনের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। গত জুনে সিঙ্গাপুরের বিমান বাহিনী ইসরায়েল নির্মিত স্পাইডার ভূমিভিত্তিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি অভিযান সক্ষমতা (এফওসি) অর্জন করেছে বলে ঘোষণা দেয়। পরের মাসেই জানানো হয়, কার্যাদেশ দেওয়া ছয়টি

অক্টোবরে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি চালিত জেএমএসডিএফ সরিয়ু-ক্লাসের প্রথম সাবমেরিন ‘অরিয়ু’ চালু করে এমএইচআই।





সিরিয়াতে রাশিয়ার এস-৪০০ ইউনিট। পাঁচটি এস-৪০০ এয়ার-ডিফেন্স সিস্টেম ক্রয়ের জন্য রাশিয়ার সাথে চুক্তি করেছে ভারত।

এয়ারবাস এ৩৩০-২০০ এমআরটিটি এয়ারক্র্যাফট হাতে পেয়েছে তারা। এদিকে ইন্দোনেশিয়ার বিমান ও নৌবাহিনীর আধুনিকায়ন পর্ব শুরু হয়েছে। দেশটির নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়েছে তৃতীয় নাগাপাসা-ক্লাস এসএসকে। দেশটিতে সংযোজিত প্রথম সাবমেরিন এটি। দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ব জাহাজনির্মাতা প্রতিষ্ঠান থেকে ষষ্ঠ এলপিডি ভেসেলও সরবরাহ করা হয়েছে।

আকাশ সক্ষমতা বাড়াতে চলতি বছর এয়ারবাসের দুটি এ৪০০এম মাল্টিরোল ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্র্যাফট সংগ্রহ করেছে ইন্দোনেশিয়া। ফেব্রুয়ারিতে ১১টি সুখোই সু-৩৫ ‘ফ্যাঙ্কার-ই’ মাল্টিরোল কমব্যাট এয়ারক্র্যাফট এর জন্য রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করেছে দেশটি। আর সেনা বাহিনীর জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে অ্যাপাচি গার্ডিয়ান অ্যাটাক হেলিকপ্টার। এদিকে দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান পিটি পিনদাদ সম্প্রতি কাপলান এমটি মডার্ন মিডিয়াম ওয়েট ট্যাংক এর পরীক্ষা সম্পন্ন করে আনুষ্ঠানিক সার্টিফিকেশন অর্জনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। থাইল্যান্ডের সামরিক বাহিনী এ অঞ্চলের আরেকটি বাহিনী, যারা আধুনিকায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। নৌবাহিনীর সক্ষমতা বাড়াতে এস২৬টি ডিজেল ইলেকট্রিক সাবমেরিন এর কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে চীনকে। দেশটির বিমান বাহিনী ১২টির মধ্যে চারটি গোল্ডেন গ্লোব লিফট এয়ারক্র্যাফট এর কমিশানিং সম্পন্ন করেছে। দেশটির এয়ার কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম হালনাগাদের কাজ পেয়েছে সুইডিশ প্রতিষ্ঠান সাব। স্প্যানিশ কোম্পানি ইন্দ্রাও ল্যানজা থ্রিডি লং-রেঞ্জ রাডার সিস্টেম সরবরাহের কাজ পেয়েছে। এ ছাড়া ২০১৬ সালের চুক্তি অনুযায়ী, ১২টি এয়ারবাস এইচ২২এম মাল্টিরোল ইউটিলিটি হেলিকপ্টার এর মধ্যে সাত ও আট নম্বরটি হাতে পেয়েছে দেশটির বিমান বাহিনী। মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী জানুয়ারিতে ছয়টি সুখোই সু-৩০ মাল্টিরোল ফাইটার কিনতে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করেছে। তবে দেশটি আন্তর্জাতিক শিরোনাম হয়েছে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নৃশংসতা পরিচালনার অভিযোগে। জাতিসংঘ নিযুক্ত তদন্তকারীরা গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ

সংঘটনের কারণে দেশটির সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল মিং অং হুইংসহ উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের সুপারিশ করেছে।

এদিকে নৌসক্ষমতা বাড়াতে ভিয়েতনাম রাশিয়া থেকে সংগৃহীত সর্বশেষ দুটি জেপার্ড-ক্লাস মিসাইল গাইডেড ফ্রিগেট বাহিনীতে যুক্ত করেছে। সাবমেরিন রেসকিউ ভেসেল সংযোজনের কাজও শুরু করেছে দেশটি। পুরানো শত্রুতা ভুলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে ভিয়েতনামের। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ম্যাটিস হ্যানয় সফরে দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। পাশাপাশি ভারতের সঙ্গেও প্রতিরক্ষা সম্পর্কে গুরুত্ব দিচ্ছে দেশটি।

চীনের সঙ্গে চরম উত্তেজনার মধ্যেও সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাইওয়ান। নৌবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করতে দ্বীপরাষ্ট্রটি নিজেদের প্রথম এলপিডি ভেসেল কেনার চুক্তি করেছে। বাহিনীতে দুটি চেং কুন-ক্লাস গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেটও যুক্ত করেছে দেশটি। তাইওয়ান প্রণালী নজরদারিতে এগুলো ব্যবহার করা হবে। চীনের আক্রমণাত্মক আচরণ প্রতিহতে প্রতিরক্ষা বাজেট প্রায় ছয় শতাংশ বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে তাইওয়ান। দেশটির প্রতিরক্ষা শিল্প নতুন করে গুছিয়ে নিতে মার্কিন প্রযুক্তি সংগ্রহ ও দেশটির সঙ্গে বৃহত্তর সহযোগিতায় যাচ্ছে তারা। বিমান বাহিনীতেও লকহিড মার্টিন এর এফ-১৬ ফাইটিং ফ্যালকন মাল্টিরোল কমব্যাট এয়ারক্র্যাফট যুক্ত হয়েছে, যেটা এফ-১৬ডি সংস্করণে উন্নীত করা হবে। অ্যাপাচি গার্ডিয়ানও যুক্ত হয়েছে স্থল বাহিনীতে। পাশাপাশি ক্লাউড লিওপার্ড গোত্রভুক্ত ইনফ্যান্ট্রি ফাইটিং ভেহিকল (আইএফভি) উৎপাদনের কাজ শুরু করতে যাচ্ছে দেশটি।

অস্ট্রেলিয়া

চীনের সামরিক সক্ষমতায় অবিশ্বাস্য উন্নতিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক শক্তিশালী করার পাশাপাশি সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে

অস্ট্রেলিয়া। দেশটির নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়েছে দ্বিতীয় হোবার্ট-ক্লাস এয়ার ওয়ারফেয়ার ডেস্ট্রয়ার এইচএমএএস ব্রিজবেন। যুদ্ধজাহাজটিতে সংযুক্ত আছে কোঅপারেটিভ এনগেজমেন্ট ক্যাপাবিলিটি রিয়েল-টাইম নেটিং সিস্টেম। ১২টি ওপিভির কার্যাদেশও দিয়েছে দেশটি। নয়টি নেস্ট জেনারেশন অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার ফ্রিগেট এর জন্য বিএই সিস্টেমস এর সঙ্গে চুক্তি করেছে ক্যানবেরা।

অস্ট্রেলিয়ার সামরিক বাহিনীও আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। ২১১টি বজ্রার হুইলড আর্মার্ড ভেহিকল সরবরাহের জন্য জার্মান প্রতিষ্ঠান রাইনমেটালকে কার্যাদেশ দিয়েছে তারা। পাশাপাশি এক হাজার হাই-মোবিলিটি লজিস্টিকস ট্রাক সরবরাহের কাজও পেয়েছে জার্মান প্রতিষ্ঠানটি। সেনা বাহিনীর পুরোনো পার্সোনেল ক্যারিয়ারগুলো প্রতিস্থাপনেও দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দেশটির আকাশ সক্ষমতায় যোগ হয়েছে দশম এফ-৩৫এ। এর আগে ১০টি লিয়োনার্দো সি-৭জে স্পার্টান ট্যাকটিকাল ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্র্যাফট এর সর্বশেষ সংস্করণ সংযোজন করা হয় বিমান বাহিনীতে।

মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা

স্থিতিশীলতায় ফিরেছে সিরিয়া। তবে পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাবে থাকা অঞ্চলগুলো এখনো স্থিরতায় আসেনি। এদিকে ইয়ামেন যুদ্ধের ওপর আন্তর্জাতিক নজর বাড়লেও তেহরানকে একঘরে করার মার্কিন প্রয়াস সৌদি আরবে অস্ত্র রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞার ডাকে কার্যকর সাড়া ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে।

সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে ২০১৮ সাল হতে পারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্রদের উদ্যাপনের বছর। যদিও তুরস্ক ও কুর্দিদের বিরোধের কারণে এখনো সিরিয়ার কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণে রেখেছে জঙ্গিগোষ্ঠীটি। এদিকে ইরান পারমাণবিক চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে দেশটির ওপর চাপ বাড়চ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। যদিও মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পুরো আঁচ দেশটিতে পড়তে আরও কিছুটা সময় লাগবে। এ ছাড়া ইয়েমেনে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের হামলায় অসামরিক নাগরিক নিহতের ঘটনা বেড়ে চলায় দেশটির ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ছে। সৌদিতে অস্ত্র রপ্তানির কারণে পশ্চিমা দেশগুলোও সমালোচনার মুখে পড়েছে। পাশাপাশি তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সৌদি কনসুলেটে সাংবাদিক জামাল খাসোগি হত্যায় সৌদি সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে বেকায়দায় রয়েছে দেশটি। মধ্যপ্রাচ্যে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে রাশিয়ার আবির্ভাব নতুন মেরুকরণ ঘটিয়েছে। সিরিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় রুশ সরঞ্জাম সরবরাহের কারণে যখন-তখন প্রতিবেশী দেশটিতে হামলার সক্ষমতা কমেছে ইসরায়েলের। মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র ও সুদানেও উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে রাশিয়া।

সিরিয়া

বছরের শুরুতে ইরাকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে ইসলামিক স্টেট। তবে গুপ্তহত্যা ও বোমা বর্ষণের

মাধ্যমে বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে সন্ত্রাসী এ সংগঠনটি। ইরাক সীমান্তবর্তী সিরিয়ার ছোটখাটো কিছু অঞ্চল এখনো তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত কুর্দি বাহিনী সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসের (এসডিএফ) বিরুদ্ধে তুরস্কের অভিযানের কারণে মূলত এ অঞ্চলে কিছুটা সুবিধা পাচ্ছে আইএস। কুর্দিদের বিরুদ্ধে 'অলিভ ব্র্যান্ড' নামে অভিযান পরিচালনা করছে তুরস্ক। যদিও এ অভিযানের বিষয়ে আত্মরাকে সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে সিরিয়া থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারে ট্রাম্পের ঘোষণা এক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা দিয়েছে তুরস্ককে।

এদিকে রুশ মার্সিনারিও পূর্ব সিরিয়ায় পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে করে তুলেছে। রাশিয়ার ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রিত এ বাহিনী অঞ্চলটিতে তেল ও গ্যাসক্ষেত্র দখলে পায়তারা চালাচ্ছে। এ বাহিনীসহ সরকারপন্থী অংশ এসডিএফ সদস্যদের ওপর হামলা চালালে সেখানে আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ করে যুক্তরাষ্ট্র। তাতে প্রায় ৬০০ রুশ নাগরিক নিহত হয় বলে সিরিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ব সংবাদ সংস্থা জানায়। যদি এ সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

সিরিয়া ঘিরে আঞ্চলিক ও পরাশক্তিগুলোর দ্বন্দ্বের মধ্যেও দেশটির প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের নিয়ন্ত্রণ এখন যেকোনো সময়ের তুলনায় মজবুত। এক্ষেত্রে মূল ভূমিকায় অবশ্য রাশিয়া।

অ্যান্টি-এক্সিস

সিরিয়ায় ইরানি উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ইসরায়েলের পদক্ষেপ পরাশক্তিগুলোর মধ্যে প্রায় যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। ইসরায়েল নিয়ন্ত্রিত আকাশসীমায় ইরানের একটি মনুষ্যবিহীন আকাশযান প্রবেশ করলে অ্যাপাচি হেলিকপ্টারের সাহায্যে তা ভূপাতিত করে ইসরায়েল। আরও আগ্রাসী পদক্ষেপ হিসেবে ইসরায়েল সিরিয়ায় ইরানি লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালায়। তবে সারফেস-টু-এয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে তা মোকাবিলা করে সিরিয়া। এতে ইসরায়েলের একটি এফ-১৬ ফাইটার জেট ভূপাতিত হয়। প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েল সিরিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গুড়িয়ে দেওয়ার অভিযানে নামলেও খুব বেশি সফল হতে পারেনি। তবে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়মিতভাবে ইরানি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা হচ্ছে বলে জানিয়েছে।

আধুনিকায়নে পিছিয়ে ইরান

মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারে ইরানের নতুন গন্তব্য হয়ে উঠেছে সিরিয়া। বাশার আল-আসাদের সমর্থনে ও আইএস হটাতে সিরিয়ায় অবস্থান নিয়েছে দেশটি সমর্থিত বেশ কয়েকটি দল। অন্যদিকে ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহীদের সমর্থন জানিয়ে সৌদির সঙ্গে শত্রুতার পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছে তারা।

ইরানের সঙ্গে সম্পাদিত হয় পরাশক্তির পারমাণবিক চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের প্রত্যাহার করে ইরানের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ চীন ও রাশিয়া ওই চুক্তিতে থাকছে বলে জানিয়ে দিয়েছে।

তবে পারমাণবিক অস্ত্র প্রযুক্তি থেকে পিছিয়ে আসায়

কিছু ব্যালিস্টিক মিসাইল ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র উন্নয়নে মনোযোগ দেয়নি ইরান। বিপর্যস্ত অর্থনীতি নিয়েই বেসামাল দেশটি। তবে ইসরায়েল ও সৌদি আরবের বিরোধীতায় আঞ্চলিক প্রভাব বাড়াতে আগের চেয়ে কিছুটা সফল হয়েছে দেশটি। এক্ষেত্রে সিরিয়া ও ইয়েমেন পরিস্থিতি তাদের সুবিধা জুগিয়েছে।

প্রতিরক্ষা শিল্প

বরাদ্দ কমানোর সরকারি ঘোষণায় মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের আধুনিকায়ন প্রকল্প কিছুটা বাধাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তা আরেকভাবে পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আগামীতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা শিল্প সরকারি বরাদ্দের একক নির্ভরশীলতা কাটিয়ে যন্ত্রাংশ রপ্তানির উদ্যোগ নিয়েছে। চলতি বছর তাতে কিছুটা সফলতাও দেখা গেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ফরেন মিলিটারি সেলসে (এফএমএস) প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৩ শতাংশ, যেখানে মোট বিক্রির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫,৬০০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি।

ল্যাটিন আমেরিকায় প্রতিরক্ষা শিল্প গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের মতো ততটা আশাজাগানিয়া ছিল না। মহাদেশটির সবচেয়ে বড় বাজার ব্রাজিলে এ খাতে ব্যয় বাড়লেও তা ছিল ২০১০ সালের তুলনায় বেশ কম। এ ছাড়া এই অঞ্চলের রাজনৈতিক অস্থিরতাও প্রতিরক্ষা শিল্পের প্রবৃদ্ধিতে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব রাখছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা বাজার চাপা রাখতে দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়লেও ইউ থেকে যুক্তরাজ্যের প্রস্থান এবং ব্লকটির সঙ্গে দেশটির ভবিষ্যৎ সম্পর্ক এক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার জন্ম দিয়েছে। সৌদির ওপর অস্ত্র বিক্রির নিষেধাজ্ঞাও ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও অস্ত্র রপ্তানির দিক থেকে ইউরোপের জন্য ২০১৮ ছিল বেশ চাপা। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি দারুণ প্রবৃদ্ধি দেখেছে। তুরস্কও ২০০ কোটি ডলারের অস্ত্র রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ছুঁয়েছে।

রাশিয়া নতুন অস্ত্র উন্নয়নের পাশাপাশি রপ্তানিতেও ভালো সময় পার করেছে। তুরস্ক ও ভারতে বড় অস্ত্রের রপ্তানি এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর স্থানীয় সক্ষমতা উন্নয়নেই বেশি নজর ছিল। অস্ত্র শিল্পে অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বাড়াতে ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়া নতুন নীতিমালা প্রকাশ করেছে। দেশ দুটি প্রতিরক্ষা শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য নীতিমালায় পরিবর্তন এনেছে। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া সর্বাধুনিক প্রযুক্তির যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনা জানিয়েছে। তবে স্থানীয় কোম্পানিগুলোর অংশগ্রহণ নিশ্চিত নতুন কর্মসূচি চালু করেছে তারা। জাপান ও তাইওয়ান প্রতিরক্ষা রপ্তানি বাড়ানোর পাশাপাশি শিল্প সক্ষমতা বৃদ্ধিরও উদ্যোগ নিয়েছে। আর প্রতিরক্ষা শিল্পে রাশিয়ার সহায়তা নিচ্ছে ভিয়েতনাম; পাকিস্তান এক্ষেত্রে চীনের ওপরই নির্ভর করছে। এদিকে চীন বিদেশি প্রতিরক্ষা কোম্পানিগুলোর জন্য বেশ কিছু কর্মসূচি চালু করেছে, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সিভিল-মিলিটারি ইন্টিগ্রেশন (সিএমআই)। যুক্তরাষ্ট্র মনে করছে, চীনের এ সহযোগিতামূলক উদ্যোগ দেশটিকে সর্বাধুনিক সামরিক প্রযুক্তি সংগ্রহে সহায়তা করছে।

মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে প্রতিরক্ষা শিল্পে এগিয়ে থাকা ইসরায়েলের রপ্তানি বেড়েছে ৪০ শতাংশ। জার্মানি, রোমানিয়া ও যুক্তরাজ্যের সঙ্গে প্রতিরক্ষা শিল্পখাতে দেশটির সহযোগিতা দিনকে দিন আরও দৃঢ় হচ্ছে। উপসাগরীয় দেশগুলোও প্রতিরক্ষা শিল্প উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছে। এর মধ্যে সৌদি আরব ও কাতার অন্যতম। পশ্চিমা প্রতিরক্ষা কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গড়ে নিজস্ব সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্য হাতে নিয়েছে তারা।

জেন'স ম্যাগাজিন, ইন্টারনেট ও বিভিন্ন তথ্যসূত্র অবলম্বনে

সিঙ্গাপুরের লিটোরাল মিশন ভেসেল (এলএমভি) আরএসএস ইনডোমিটেবল এবং আরএসএস জাস্টিস সেপ্টেম্বরে কমিশন করা হয়।



বিশেষ সমুদ্র মহড়া

২৮ ও ২৯ নভেম্বর বার্ষিক সমুদ্র পরিদর্শন উপলক্ষে ‘বিশেষ সমুদ্র মহড়া নভেম্বর-২০১৮’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসএসইপিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ বঙ্গবন্ধু, প্রত্যয়, সমুদ্র জয়, আবুবকর, স্বাধীনতা, আলী হায়দার, নির্মল, দুর্জয়, সুরভি, অতন্দ্র, অদম্য, শাহজালাল, দুর্দান্ত, দুর্ধর্ষ, ধলেশ্বরী, মেঘনা, কপোতাক্ষ, নিশান, করতোয়া, দুর্গম, পদ্মা, তিস্তা, সুরমা, মধুমতি, সৈকত ও খাদেম অংশগ্রহণ করে। এ উপলক্ষে নৌবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ ও অন্যান্য পিএসওগণসহ নৌসদরের পরিদর্শক দল সকল এক্সারসাইজ পর্যবেক্ষণ করেন।

এক্সারসাইজ কারাত

৪ থেকে ১০ নভেম্বর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর যৌথ মহড়া ‘এক্সারসাইজ কো-অপারেশন অ্যাফুট রেডিনেস অ্যান্ড ট্রেনিং-২০১৮’ (কারাত) অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহড়ার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আবু আশরাফ, বিএসপি, এনসিসি, পিএসসি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মার্কিন নৌবাহিনীর লজিস্টিক গ্রুপ ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিকের কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল মুরে জো টাইনচ। এ সময় চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডারগণ, মার্কিন নৌবাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ ও আমন্ত্রিত সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এএফডব্লিউসি স্টাফ রাইড

৩০ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর এসএসইপি (বিশেষ সমুদ্র মহড়া) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসএসইপিতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বানৌজা সমুদ্র জয়, প্রত্যয়, আবু বকর, আলী হায়দার, নির্মল, দুর্জয়, সুরভি ও অতন্দ্র সমুদ্রে গমন করে। এসএসইপি কর্মসূচির অংশ হিসেবে এএফডব্লিউসি এর ফ্যাকাণ্ডি ও কোর্স সদস্যগণ সমুদ্রে গমন করেন। এসএসইপির কর্মসূচি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের উল্লেখযোগ্য মহড়াসমূহ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। এএফডব্লিউসি টিমের স্টাফ রাইডে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ সেন্টমার্টিন দ্বীপ পরিদর্শন করেন। সমুদ্র মহড়া শেষে ১ নভেম্বর বানৌজা সমুদ্র জয় ও মহড়ায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য জাহাজ পোতাশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন করে।

নৌকমান্ডোদের ভিবিএসএস এক্সারসাইজ

২৩ অক্টোবর এসইপি ০৫/২০১৮ উপলক্ষে কমডোর সোয়াডস কমান্ডের নৌকমান্ডোদের বানৌজা প্রত্যয় ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হেলিকপ্টারের সমন্বয়ে ভিবিএসএস (ভিজিট বোট সার্চ অ্যান্ড সিজার) মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় বহির্নোঙ্গরে অবস্থানরত বিদেশি ও বাণিজ্যিক জাহাজের সুরক্ষা এবং তাদের উদ্ধারে হেলিকপ্টার এবং দ্রুতগামী বোটের সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনার অনুশীলন করা হয়।

নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণার্থীদের এফটিএক্স অনুশীলন

২৮ অক্টোবর সোয়াডস কমান্ডের অধীন স্পেশাল ওয়ারফেয়ার স্কুলে প্রশিক্ষণরত নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণার্থীদের (এনসিএ-৭) চর বাকলিয়া, চানুয়া এবং জুলদিয়ায় ফাইনাল ট্রেনিং এক্সারসাইজ (এফটিএক্স) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এফটিএক্স প্রশিক্ষণে কমান্ডো প্রশিক্ষণার্থীগণ ফাস্ট রোপিংয়ের মাধ্যমে হেলিকপ্টার হতে ভূমিতে অবতরণ করে কাউন্টার টেরোরিজম এক্সারসাইজ পরিচালনা করে।

বানৌজা উচ্চায় মেইনটেন্যান্স রিফ্রেশার কোর্স

বানৌজা উচ্চায় বিভিন্ন ধরনের মিসাইলের ওপর প্রতিবছর আর্টটি রিফ্রেশার কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল রিফ্রেশার কোর্সের মূল লক্ষ্য হলো একই ব্যক্তিকে পুনঃ পুনঃ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বর্ধিত বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা। এ প্রেক্ষিতে গত ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত ১২ সপ্তাহব্যাপী সি-৮০২এ (এসএসএম) মেইনটেন্যান্স রিফ্রেশার কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে দুই জন সামরিক অফিসার, ছয় জন নাবিক ও চার জন অসামরিক প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত চার সপ্তাহব্যাপী ‘ইটি-৫২সি টর্পেডো অ্যান্ড বেস ফ্যাসিলিটিজ ইকুইপমেন্ট রিফ্রেশার কোর্স-২০১৮’ অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে ১৪ জন সামরিক ও অসামরিক প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

সীল ও এসবিসিসি কোর্সের সনদ বিতরণ

স্কুল অব সোয়াডস অ্যান্ড সেন্টারের তত্ত্বাবধানে নেভাল কমান্ডো অ্যান্ডভান্সড (এনসিএ-৭) সীল (সি এয়ার অ্যান্ড ল্যান্ড) ও স্পেশাল বোট কমব্যাট ক্রু (এসবিসিসি) কোর্সের সনদপত্র বিতরণ ১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে কমান্ড্যান্ট স্কুল অ্যান্ড সোয়াডস সেন্টার ক্যাপ্টেন এস এম আরিফুর রহমান ভূঁইয়া, (জি), পিপিএম,





ফাস্ট রোপিং এক্সারসাইজ অনুশীলনরত নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণার্থীগণ

এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। গত ২৪ জুন থেকে ১ নভেম্বর ১৮ সপ্তাহব্যাপী নেভাল কমান্ডো অ্যাডভান্সড (এনসিএ-৭) সীল কোর্সে ২০ জন ও এসবিসিসি কোর্সে ১৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। নেভাল কমান্ডো অ্যাডভান্সড (এনসিএ-৭) সীল কোর্সে লাইফ সেভিং অ্যান্ড ফিল্ড মেডিসিন, ডাইভিং, অ্যাডভান্সড মার্কসম্যানশিপ, এয়ার বর্ন ট্রেনিং, ল্যান্ড নেভিগেশন, মিশন প্ল্যানিং, ভিবিএসএস (ভিজিট বোট সার্চ অ্যান্ড সিজার), ওভার দ্য বিচ, আভার ওয়াটার ডেমোলেশনসহ মোট ১২টি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে সরকারি সংখ্যা ২০১৪০৬২৪ জি এম রাজু আহমেদ, এবি (এনসিটি-৩) ৮৬ দশমিক ৭৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। এ ছাড়া স্পেশাল বোট কমব্যাট ক্রু (এসবিসিসি) কোর্সে কোস্টাল নেভিগেশন, বোট ওরিয়েন্টেশন, বোট হ্যান্ডলিং, লাইফ সেভিং অ্যান্ড ফিল্ড মেডিসিন, অ্যাডভান্সড মার্কসম্যানশিপ, মেরিটাইম কমিউনিকেশনসহ মোট ১১টি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কোর্স শেষে সরকারি সংখ্যা ২০১৪০২১৩ এম নাসিম আহমেদ, এবি (এনসিটি-৩) ৮৪ দশমিক ৬১ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

শিপ হাল ইন্সপেকশানের প্রশিক্ষণ প্রদান

বিএন ডকইয়ার্ড রিক্রিয়েশন হলে ২৮ থেকে ৩০ অক্টোবর তিন দিনব্যাপী শিপ

হয়েছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে পাঁচ বছর পর পর পরিদর্শন, ড্রাই কন্ডিশানে বটম ইন্সপেকশান, প্রাথমিক ও বার্ষিক পরিদর্শন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে ব্যুরো ভেরিটাস বাংলাদেশ (প্রা.) লি. এর হারুনুর রশিদ ও সৈয়দ রাশেদ-উজ-জামান প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের মোট ৩৫ জন বিভিন্ন পদবীর কর্মকর্তা, নাবিক ও অসামরিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ড প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী কর্মকর্তাগণ এবং নাবিকদের সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

স্লাইপার রাইফেল ফায়ারিং ও ভিবিএসএস এক্সারসাইজ

২৯ নভেম্বর বিশেষ সমুদ্র মহড়া ০৮/২০১৮ এর বার্ষিক সমুদ্র পরিদর্শন উপলক্ষে কমডোর সোয়াডস কমান্ডের

নৌকমান্ডো কর্তৃক বানোজা সৈকতে স্লাইপার রাইফেল ফায়ারিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। নৌকমান্ডোদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্লাইপার ফায়ারিং অনুশীলন করা হয়। একই দিন বানোজা প্রত্যয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হেলিকপ্টারের সমন্বয়ে ভিবিএসএস (ভিজিট বোট সার্চ অ্যান্ড সিজার) এক্সারসাইজও অনুষ্ঠিত হয়।

ইওডি ডেমোলেশন ও ভিবিএসএস এক্সারসাইজ

১২ ডিসেম্বর সোয়াডস কমান্ডের স্পেশাল ওয়ারফেয়ার স্কুলের প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে চর বাকলিয়াতে ইওডি (এক্সপ্লোসিভ অর্ডন্যান্স ডিসপোজাল) ডেমোলেশন এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়। (এনসিএস-৩) সীল ও এসবিসিসি (এনসিএস-১) ইওডি ক্লাসের প্রশিক্ষণার্থীরা ইওডি ডেমোলেশন এক্সারসাইজ অনুশীলন করে। এ ছাড়াও ২০ ডিসেম্বর নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণার্থীদের বহিনোঙ্গরে বানোজা স্বাধীনতা ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারের (বিএফ এমআই-১৭) সহযোগিতায় ভিবিএসএস (ভিজিট বোট সার্চ অ্যান্ড সিজার) এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়। এক্সারসাইজে দুইটি ডিসিবি (ডিফেন্ডার ক্লাস বোট) এবং দুইটি আরএইচআইবি (রিজিট হাল ইনফেটেবল বোট) অংশগ্রহণ করে।

বিএন স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থীদের এমপিএ পরিদর্শন

৪ নভেম্বর স্কুল অব মেরিটাইম ওয়ারফেয়ার অ্যান্ড ট্যাকটিক্সে

(এসএমডব্লিউটি) 'এক্সারসাইজ কারাত-২০১৮' এর উদ্বোধন হয়েছে। এক্সারসাইজ চলাকালীন বিএন স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা এমপিএ (মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্র্যাফট) পরিদর্শন করে।

সমুদ্র মহড়া

২১ থেকে ২৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এসএসইপি ০৫/২০১৮ তে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বানোজা প্রত্যয়, সমুদ্র জয়, আবু বকর, আলী হায়দার, নির্মূল, দুর্জয়, সুরভি ও অতন্দ্র সমুদ্রে গমন করে। এসএসইপির কর্মসূচি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের মহড়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়। সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন) সকল এক্সারসাইজ পর্যবেক্ষণ করেন। কর্মসূচি শেষে ২৩ অক্টোবর বানোজা সমুদ্র জয়সহ সকল জাহাজ পোতাশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন করে।

সেইলস বেসিক ইন্টেলিজেন্স কোর্স

১১ নভেম্বর স্কুল অব নেভাল ইন্টেলিজেন্স-০৩ ওয় সেইলস বেসিক ইন্টেলিজেন্স কোর্সের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে নৌগোয়েন্দা পরিদপ্তরের পরিচালক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। ১ সেপ্টেম্বর হতে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত ১০ সপ্তাহ মেয়াদি কোর্সে গোয়েন্দা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোর্সে নৌবাহিনীর বিভিন্ন পদবীর ২৪ জন নাবিক অংশগ্রহণ করেন।

শিপস হাল ইন্সপেকশান কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে সকলের মাঝে কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ড



জাতিসংঘ মিশনে



বিজয় দিবস উপলক্ষে বানৌজা বিজয়ে কেক কাটিং ও প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে লেবাননে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত, ডেপুটি এমটিএফ কমান্ডার ও ইউনিফিল সদর দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বানৌজা বিজয়ে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

১৬ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বানৌজা বিজয়ে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রাতঃকালীন সমাবেশে অধিনায়ক মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও নৌবাহিনী প্রধানের বাণী পাঠ করে শোনান। জাহাজের সকল বিনোদন কক্ষে বিজয় দিবস উপলক্ষে বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। মধ্যাহ্নে আয়োজিত কেক কাটার অনুষ্ঠানে লেবাননে নিযুক্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত আব্দুল মোতালেব সরকার, ডেপুটি এমটিএফ কমান্ডার ক্যাপ্টেন ওয়াসিস পিয়ানো ও ইউনিফিল সদর দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এদিন জাহাজে কালারস্ হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ড্রেস ওভারঅল এবং সূর্যাস্ত হতে মধ্যরাত পর্যন্ত আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। এ ছাড়া বিজয় দিবস উপলক্ষে লেবাননের বাংলাদেশ দূতাবাস এবং ব্যানকন-৯ এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় 'ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প-২০১৮' বাংলাদেশ দূতাবাসে অনুষ্ঠিত হয়। এতে লেবাননের বাংলাদেশি প্রবাসীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

বানৌজা বিজয়ের বিভিন্ন এক্সারসাইজ অনুশীলন

১৪ অক্টোবর বানৌজা বিজয় জার্মান নৌবাহিনী জাহাজ এফজিএস ওল্ডেনবার্গের সাথে টোয়িং এক্সারসাইজ এবং ১৭ নভেম্বর মৌলবিয়াগ

এক্সারসাইজে অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া ২৫ নভেম্বর বানৌজা বিজয় ইন্দোনেশিয়ান নৌবাহিনী জাহাজ কেআরআই সুলতান হাসানুদ্দিনের সাথে কেসাবেল্ল (উইকিং) এক্সারসাইজে অংশগ্রহণ করে।

ব্যানএফএমইউতে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন

২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে ব্যানএফএমইউতে। প্রাতঃকালীন সমাবেশে নৌসদর দপ্তর হতে প্রেরিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও নৌবাহিনী প্রধানের বাণীসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়। দিবস উপলক্ষে ঘাঁটির শিপস কোম্পানি ডাইনিং হলে প্রামাণ্যচিত্রও প্রদর্শন করা হয়। এ সময় কর্তব্যরত ব্যক্তি ব্যতীত সকল কর্মকর্তা, জেসিওস, পিওস এবং নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ব্যানএফএমইউ-৪ এবং ব্যানইঞ্জিনিয়ার-১৮ সম্মিলিতভাবে প্রীতিভোজের আয়োজন করে। প্রীতিভোজে বাংলাদেশের সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিবর্গ এবং আনমিস, দক্ষিণ সুদানের ফোর্স হেডকোয়ার্টার ও টিসিসি কান্ট্রি'র আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

অপারেশন লাইফলাইন

ব্যানএফএমইউ মিশনে জাতিসংঘের সাপ্লাই চেইন চালু রাখার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ সুদানের হোয়াইট নাইল নদী পথে রসদ এবং জ্বালানি সরবরাহকারী বার্ডসমূহকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফোর্স সার্বক্ষণিক সুরক্ষা প্রদান করে আসছে। অপারেশন লাইফলাইন নামে

পরিচিত এই মিশনে ৩ নভেম্বর লাইফ লাইন-৩১ (লেগ-১) এর কনভয় মাঙ্গালা হতে ব্যানএফএমইউ মালাকাল ল্যান্ডিং সাইটের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে ১৪ নভেম্বর পৌঁছায়। এ ছাড়া ২৬ নভেম্বর লাইফলাইন-৩১ (লেগ-২) এর কনভয় ব্যানএফএমইউ মালাকাল ল্যান্ডিং সাইট হতে মাঙ্গালা পোর্ট জেটিতে পৌঁছায়। এ যাত্রায় মোট ৯৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নদী পথে বাংলাদেশ নৌবাহিনী রসদ সরবরাহকারী বার্ডগুলোকে সুরক্ষা প্রদান করে।

সিডিটি ট্রেনিং ও সিওই পরিদর্শন

১৩ ডিসেম্বর ইউনাইটেড ন্যাশান মিশন ইন সাউথ সুদান (আনমিস) এর কন্ডাক্ট অ্যান্ড ডিসিপ্লিন টিমের প্রতিনিধি দল ব্যানএফএমইউ-৪ কন্টিনজেন্টের সিডিটি প্রশিক্ষণের বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন। এ ছাড়া ১৪ ডিসেম্বর আনমিস হতে তিন সদস্য বিশিষ্ট পরিদর্শক দল ব্যানএফএমইউ-৪ জুব্বা এর সিওই (কন্টিনজেন্ট অউন ইকুইপমেন্ট) পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ব্যানএফএমইউ-৪ এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিভিন্ন সিওইসমূহের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় পরিদর্শক দল সন্তোষজনক মতামত প্রকাশ করেন।

ক্যাসাভেক মহড়া অনুশীলন

অপারেশন লাইফ লাইন চলাকালীন মালেক পোর্টে অবস্থানরত বার্জে গত ১১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নেভি ফোর্স মেরিন ইউনিটের (ব্যানএফএমইউ) ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ক্যাসাভেক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহড়ায় বার্জ হতে সিমুলেটেড পেশেন্ট হিসেবে সরকারি সংখ্যা-২০০৯০৫৯১ এম আল আমিন, এলএস (এনসিটি) কে এয়ার লিফট করে ইউএন হেলিকপ্টারের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা লেভেল-২ হাসপাতাল বোর এ স্থানান্তর করা হয়।

মালাকালে রিভারাইন প্যাট্রল

নভেম্বর মাসে ব্যানএফএমইউ মালাকালে ছয়টি রিভারাইন প্যাট্রল পরিচালনা করেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকাসমূহে ইউএনমিস এর উপস্থিতি, স্থানীয় জনসাধারণের গতিবিধি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ, মেডিকেল লেকচার, ব্যানএফএমইউ কর্তৃক ওয়াটার

পিউরিফিকেশন ওয়ার্কশপ পরিচালনা এবং জার্মান ডেলিগেশন টিমকে সহায়তা প্রদানের জন্য এসব প্যাট্রল পরিচালনা করা হয়। ২৬ নভেম্বর ব্যানএফএমইউ বোটের মাধ্যমে দুই জন মেজর জেনারেল ও দুই জন ব্রিগেডিয়ার জেনারেলসহ ডায়েল থেকে স্পালিও এর ১৬ জন সদস্যকে মালাকালে নিয়ে আসা হয়। এ ছাড়া ডিসেম্বর মাসে সাতটি রিভারাইন প্যাট্রল পরিচালনা করা হয়। প্যাট্রলে ইউএন এর প্রতিনিধিগণকে নদীপথে ফোর্স প্রোটেকশন ও যাতায়াতের সহায়তা প্রদান করা হয়।

জুব্বা ও মালাকালে প্রীতি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে গত ৪, ৮, ১১, ১৩ ও ২০ নভেম্বর ব্যানএফএমইউ জুব্বার সাথে বিভিন্ন দলের প্রীতি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ইন্ডিয়ান ফোর্স সিগন্যাল ইউনিট, ব্যান ইঞ্জিনিয়ার-১৮, পাকিস্তান অফিসার, ইন্ডিয়া লেভেল-২ হাসপাতাল এবং ইন্ডিয়ান স্টাফ অফিসার অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া ৯ ডিসেম্বর ব্যানএফএমইউ মালাকালে ইন্ডিয়ান এইচএমইসির (হরিজন্টাল মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানি) আমন্ত্রণে এইচএমইসি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ব্যানএফএমইউ মালাকাল ও এইচএমইসি এর মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ম্যাচে ব্যানএফএমইউ মালাকাল ১০ রানের ব্যবধানে এইচএমইসিকে পরাজিত করে।

অপারেশন লাইফ লাইন চলাকালীন ব্যানএফএমইউ এর নৌসদস্যরা ক্যাসাভেক মহড়া অনুশীলন করে



➤ ২০১৯ সালে প্রতিরক্ষা ব্যয় ৪ শতাংশ কমাল রাশিয়া

২০১৯ সালে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয় ধরা হয়েছে ১ দশমিক ৪৪ ট্রিলিয়ন রুবল (২১.৬ বিলিয়ন ইউএসডি)। ২০১৮ সালের ১ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ব্যয়ের তুলনায় যা চার শতাংশ কম। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গেই শইজু গত ১৫ জানুয়ারি সশস্ত্র বাহিনীর উচ্চপর্যায়ের নেতৃত্বের সাথে এক বৈঠকে এমনটা জানান। তিনি বলেন, এই অর্থের ৭১ শতাংশ খরচ করা হবে মিলিটারির জন্য নতুন সরঞ্জাম ক্রয়ের পেছনে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আরও জানান, ২০১৯ সালে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রধান পাঁচটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে, কৌশলগতভাবে বাহিনীগুলোকে আরও শক্তিশালী করা, অপারেশনাল ট্রেনিংয়ের গুণগত উন্নয়ন, কমান্ড এবং কন্ট্রোল উন্নয়ন, গোয়েন্দা সক্ষমতা এবং মিত্রদের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলো।

➤ কেএসএস ৩ সাবমেরিনের প্রাথমিক নকশা সম্পন্ন করল দক্ষিণ কোরিয়া

দক্ষিণ কোরিয়ার দাইয়ু শিপবিল্ডিং এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং (ডিএসএমই) দেশটির নৌবাহিনীর জন্য ডিজেল-ইলেক্ট্রিক সাবমেরিন কেএসএস ৩ এর প্রাথমিক নকশা সম্পন্ন করেছে। জাহাজনির্মাণ প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬ সালে নকশা উন্নয়নের কাজ শুরু করে। ২০১৯ এর প্রথমার্ধেই এর কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। নতুন ধরনের এই সাবমেরিনে স্থানীয়ভাবে উন্নয়নকৃত লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি থাকবে যা পূর্বের লিড-এসিড ব্যাটারির তুলনায় অধিক এনার্জি উৎপাদনে সক্ষম। এ ছাড়াও অত্যাধুনিক এই সাবমেরিনের শনাক্তকরণ সক্ষমতা এবং স্থায়িত্ব বাড়তে আরও উন্নত সোনার ও ওয়েপন সিস্টেম সংযোজন করা হয়েছে।

➤ সাবমেরিনে নারী ক্রু নিয়োগ করবে জাপানের নৌবাহিনী

জাপানিজ মেরিটাইম সেক্স ডিফেন্স তাদের সাবমেরিনে শূন্য কর্মস্থান পূরণের জন্য নারী নাবিকদের নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাপানি সংবাদমাধ্যম এনএইচকে জানায়, আগামী বছরে নৌবাহিনীর তিনটি সাবমেরিনে নারী ক্রুদের জন্য আলাদা কম্পার্টমেন্ট সংযোজনের কাজ করা হবে। নৌবাহিনীর লক্ষ্য হচ্ছে ২০২৩ সালের মধ্যে প্রতিটি সাবমেরিনের ক্রুদের মধ্যে ১০ শতাংশ নারী ক্রু নিয়োগ দেওয়া।

চ্যালেঞ্জিং আগামী দেখছেন জার্মান নৌপ্রধান



নতুন নতুন জাহাজ বহরে যুক্ত হওয়ায় আগামীতে চ্যালেঞ্জ বাড়বে বলে জানিয়েছে জার্মান নৌবাহিনীর প্রধান ভাইস এডমিরাল আন্দ্রিয়াস ক্রাউস। বাল্টিক বন্দর রসটকের কাছে ডবিন-লিস্টোতে অনুষ্ঠিত বাহিনীর ৫৯তম হিস্টোরিক্যাল-ট্যাকটিক্যাল বৈঠকে তিনি এ মন্তব্য করেন। ক্রাউস আশা করছেন, চলতি বছরই দেশটির প্রথম দুটি এফওয়ান ২৫ ফ্রিগেট বাহিনীতে যুক্ত হবে। এর মধ্যে বাদেন-ভুতেমবার্গ বছরের প্রথমার্ধে ও নদ্রিয়েন-ভেস্টফালেন দ্বিতীয়ার্ধে যুক্ত হতে যাচ্ছে। একই ক্লাসের আরও দুটি জাহাজ যুক্ত হবে ২০২০ সালে। এ ছাড়াও কে ১৩০ করভেটের দ্বিতীয়

কিস্তির পাঁচটির নির্মাণকাজ শিগগিরই শুরু হবে।

এমকেএস ১৮০ মাল্টিরোল কমব্যাট জাহাজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চলতি বসন্তের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট প্রস্তাবটি নির্বাচন করা হবে। প্রথম এমকেএস

১৮০ জাহাজ দুই বছর বিলম্বে ২০২৭ সালে বহরে যুক্ত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

দেশটির প্রথম সি লায়ন মেরিটাইম হেলিকপ্টার চলতি বছরের অক্টোবরে দেশটির নৌঘাঁটি নর্ডহলজ-এ অবতরণ করতে যাচ্ছে। নৌবাহিনীর সামগ্রিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে এডমিরাল আন্দ্রিয়াস ক্রাউস বলেন, জার্মান নৌবাহিনীর আকার এখন ইতিহাসের সবচেয়ে ছোট। বাহিনীতে রয়েছে মাত্র ৪৬টি জাহাজ। তিনি বলেন, ২০৩১ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর বহরে গড়ে একটি করে জাহাজ যুক্ত হবে। অর্থাৎ ওই সময়ে বহরের প্রবৃদ্ধি হবে ৩০ শতাংশ।

উপকূলীয় নিরাপত্তা যাচাইয়ে ভারতের নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ডের মহড়া

ভারতের নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ড 'সি ভিজিল' নামের মহড়া শেষ করেছে। ২০০৮ সালে মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলার পর উপকূলীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত গৃহীত উদ্যোগের অংশ হিসেবে নিরাপত্তা পরিস্থিতি যাচাইয়ে এ মহড়ার আয়োজন করা হয়।

৩৬ ঘণ্টাব্যাপী এ মহড়ায় নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ড বাহিনীর ১৩৯টি জাহাজ এবং ২৫টি আকাশযান অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে রয়েছে ডর্নিয়ার ২২৮ মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্র্যাফট, হেলিকপ্টার ও মনুষ্যবিহীন আকাশযান। ভারতের সাড়ে ৭ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল, দ্বীপাঞ্চলজুড়ে এ মহড়া চলে। মহড়া চলাকালে ভারতের উপকূলীয় রাজ্যগুলোর মেরিন পুলিশ বাহিনীও এতে অংশ নেয়। ভারতের জলসীমায় দুর্বৃত্তদের কোনো নৌযান ঢুকে পড়লে সেগুলো কীভাবে শনাক্ত করে থামাতে হবে তারও প্রদর্শনী চলে এ মহড়ায়।

অ্যাটাক ক্লাসের সাবমেরিন নির্মাণ করছে অস্ট্রেলীয় নৌবাহিনী

রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান নেভির আগামী সাবমেরিনগুলোর নাম হবে অ্যাটাক ক্লাস। এই ক্লাসের প্রথম সাবমেরিন হতে যাচ্ছে এইচএমএএস অ্যাটাক। রয়্যাল নেভির প্রধান ভাইস এডমিরাল নোনান জানান, সাবমেরিনের শক্তি, স্থায়িত্ব এবং কার্যকারিতার প্রতীক স্বরূপ এই নাম রাখা হয়েছে। অ্যাটাক ক্লাসের নতুন ১২টি সাবমেরিনের প্রথমটি বহরে যুক্ত হতে ২০৩০ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ফ্রান্সের নেভাল গ্রুপ নির্মিত এই সাবমেরিনগুলো ধীরে ধীরে বহরের কলিঙ্গ-ক্লাস সাবমেরিনের স্থলাভিষিক্ত হবে। দেশটির নৌবাহিনী জানিয়েছে, নেভাল গ্রুপের শটফিন বারাকুডা ব্লক ১এ হতে যাচ্ছে বিশ্বের প্রথাগত-শক্তিশালিত সবচেয়ে উন্নত সাবমেরিন। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার অসবোর্ন নেভাল শিপইয়ার্ডে এএসসি এগুলো নির্মাণ করবে।

দেশে নির্মিত স্করপেন সাবমেরিন উদ্বোধন করল ব্রাজিল



ব্রাজিলের নৌবাহিনী তাদের বহরে স্থানীয়ভাবে নির্মিত স্করপেন-ক্লাস সাবমেরিন যুক্ত করেছে। ২০২৯ সালের মধ্যে স্থানীয়ভাবে পারমাণবিক শক্তিশালিত সাবমেরিন নির্মাণে ব্রাজিল সরকারের ৮৯০ কোটি ডলারের একটি কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ ভেসেলটি নির্মাণ করা হয়েছে। ২০০৯ সালে চারটি প্রথাগত স্করপেন সাবমেরিনের নকশা ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে ফরাসি জাহাজ নির্মাণ নেভাল গ্রুপের সঙ্গে চুক্তি হয়। এ ছাড়া চুক্তির অধীনে একটি নৌঘাঁটি ও শিপইয়ার্ড নির্মাণের পাশাপাশি ব্রাজিলের প্রথম পারমাণবিক শক্তিশালিত সাবমেরিনের নকশা ও

পারমাণবিক-বহির্ভূত যন্ত্রাংশ উৎপাদনে সহায়তারও কথাও বলা হয়। নেভাল গ্রুপের চাহিদা অনুযায়ী শিপইয়ার্ড নির্মাণের কাজটি করছে ব্রাজিলীয় কোম্পানি কনস্ট্রাক্টোর নরবার্তো ওডেব্রেখট।

রগুনি বাজারের জন্য নেভাল গ্রুপ নির্মিত প্রথাগত সাবমেরিন হচ্ছে স্করপেন। চিলি, মালয়েশিয়া, ভারত ও ব্রাজিলের নৌবাহিনীর জন্য বর্তমানে ১৪টি স্করপেন নির্মাণ করা হচ্ছে। তবে প্রতিটি দেশের চাহিদা অনুযায়ী এর নকশায় কিছুটা পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ব্রাজিলীয় স্করপেনের আকার কিছুটা বড়, প্যাট্রল রেঞ্জের প্রায় দ্বিগুণ। তাছাড়া এটা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে সক্ষম। এ ক্লাসের সাবমেরিন মহাসাগর ও স্বল্প গভীরতার পানিতে চলাচলের উপযোগী। এ ছাড়া এন্টি-সারফেস, এন্টি-সাবমেরিন, বিশেষ অভিযান, মাইন স্থাপন ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের মতো অভিযানের সক্ষমতাও রয়েছে এ ধরনের সাবমেরিনের।

যুদ্ধজাহাজের জন্য টার্বো জেনারেটর উন্নয়ন চীনের

যুদ্ধজাহাজে ব্যবহারের জন্য ২০ মেগাওয়াটের স্টিম টার্বো জেনারেটরের সফল পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে চীন। দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ব সংবাদমাধ্যম গ্লোবাল নিউজ এ তথ্য জানিয়েছে। চায়না শিপবিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি করপোরেশনের ৭০৪ ইনস্টিটিউটের তৈরি এ জেনারেটর পিপলস লিবারেশন আর্মি নেভির (প্ল্যান) যুদ্ধজাহাজে বর্তমানে ব্যবহৃত সবচেয়ে শক্তিশালী টার্বো জেনারেটরের চেয়ে চারগুণ বেশি ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার উৎপাদনে সক্ষম। প্ল্যানের প্রথম সমন্বিত ইলেকট্রিক-প্রপালশন সিস্টেম সমৃদ্ধ যুদ্ধজাহাজ উন্নয়নে এ টার্বো জেনারেটর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। চীনের গণমাধ্যমগুলো বলছে, স্থানীয়ভাবে উন্নয়নকৃত নতুন এ জেনারেটর যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপীয় দেশগুলোর সবচেয়ে উন্নত জেনারেটরের সমকক্ষ।

প্রতিরক্ষা শিল্পসংক্রান্ত লাইসেন্সিং নীতিমালা শিথিল ভারতের

ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর সুবিধার্থে ভারত সরকার প্রতিরক্ষা-শিল্পসংক্রান্ত লাইসেন্সিং এর বাধ্যবাধকতা শিথিল করেছে। জানুয়ারিতে প্রকাশিত দেশটির বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের পরিমার্জিত প্রতিরক্ষা আইটেমে প্রতিরক্ষা যন্ত্রাংশ, উপকরণ এবং সাব-সিস্টেম নির্মাণে স্থানীয় কোম্পানিগুলোর জন্য লাইসেন্সের বাধ্যবাধকতা তুলে নেওয়া হয়েছে। নতুন এ লাইসেন্সিং নীতিমালা ২০১৪ সালে প্রকাশিত নীতিমালার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং ২০১৯ থেকেই কার্যকর হবে।

নতুন নীতিমালায় ‘ডিফেন্স এয়ারক্রাফট’, ‘সব ধরনের যুদ্ধজাহাজ’, ‘সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রনিক ও আর্মার্ড উপকরণ, ট্যাংক, আর্মার্ড ভেহিকল, অস্ত্র ও গোলাবারুদ উৎপাদনে লাইসেন্স নেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। তবে এ যুদ্ধাস্ত্রগুলোর যন্ত্রাংশ নির্মাণে এখন আর কোনো লাইসেন্সের বাধ্যবাধকতা থাকছে না। রাষ্ট্রায়ত্ব প্রাইম কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে

টিয়ার-টু ও টিয়ার-থ্রি সাপ্লাই কন্ট্রাক্টের জন্য দেশটির বেসরকারি খাতকে প্রতিযোগিতাসক্ষম করে তুলতে ভারত সরকারের উদ্যোগের অংশ হিসেবেই লাইসেন্সিং নীতিমালায় এ পরিবর্তন আনা হয়েছে।

ভারতের অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির মতে, নীতিমালায় এ পরিবর্তনের ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কোম্পানিগুলো উপকৃত হবে। ক্ষুদ্র অস্ত্র ও গোলাবারুদ নির্মাণসংক্রান্ত লাইসেন্সিং নীতিমালা সংশোধনে সরকারের ২০১৭ সালের পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সর্বশেষ এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগের আইনে প্রতি পাঁচ বছর পর লাইসেন্স নবায়নের বাধ্যবাধকতা ছিল। পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি অস্ত্র বিক্রির জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। এখন থেকে একটিমাত্র লাইসেন্সের অধীনে এক বা একাধিক রাজ্যে কারখানা স্থাপন করা যাবে।

► দূরপাল্লার প্রথম এন্টি শিপ মিসাইল হস্তান্তর করল লকহিড

সামরিক সরঞ্জাম তৈরির প্রতিষ্ঠান লকহিড মার্টিন তাদের পরবর্তী প্রজন্মের দূরপাল্লার এন্টি শিপ মিসাইলের (এলআরএএসএম) প্রথম চালান ইউএস এয়ার ফোর্সের বোম্বার উইংয়ের কাছে হস্তান্তর করেছে। এলআরএএসএম একটি নিঃশব্দচারী এন্টি শিপ মিসাইল। এমনভাবে এর নকশা উন্নয়ন করা হয়েছে যেন এটি একটি বহরের মধ্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের জাহাজ শনাক্ত এবং ধ্বংস করতে পারে। আইএসআর প্ল্যাটফর্মের ওপর নির্ভরতা কমাতে এতে বেশ কিছু উন্নত প্রযুক্তি যুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও নেটওয়ার্ক লিংক এবং জিপিএস নেভিগেশন একে ইলেকট্রিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেমের জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।

► ব্রাজিল তাদের একমাত্র এয়ারক্রাফট ডিকমিশানিং করল

ব্রাজিলিয়ান নৌবাহিনী তাদের এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার এনএই সাও পাওলো (এ ১২) ডিকমিশানিং করেছে। সান্টিয়ার ডি আটলান্টিক শিপইয়ার্ডে তৈরি জাহাজটি ১৯৬৩ সাল থেকে ফরাসি নেভিতে নিযুক্ত ছিল। এরপর ২০০০ সালে এটিকে ব্রাজিলিয়ান নৌবাহিনীতে কমিশান করা হয়। ব্রাজিলিয়ান নৌবাহিনীতে ১৮ বছর মেয়াদকালে এটি ২০৬ দিন সাগরে ছিল এবং ৫৩,২৪৬ নটিক্যাল মাইল পাড়ি দেয়। এর আগে ২০১৭ তে ব্রাজিলিয়ান নেভি জানিয়েছিল, সাও পাওলো কে প্রতিস্থাপনের জন্য নতুন এয়ারক্রাফট এবং পাশপাশি যুদ্ধবিমান ক্রয়কে তারা তৃতীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেখছে।

► প্রতিরক্ষা ব্যয়ের হিসাবের পদ্ধতি পুনঃবিবেচনা করবে জাপান

প্রতিরক্ষা বাজেটে বরাদ্দকৃত জিডিপির অনুপাত কমাতে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের হিসাবে নতুনত্ব আনতে চায় জাপান। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী টাকেসি আইওয়া ২৭ নভেম্বর এক প্রেস কনফারেন্সে জানান, আমাদের নতুন ডিফেন্স পলিসির অংশ হিসেবে আমরা এই পদক্ষেপ নিচ্ছি। এই পরিবর্তন ন্যাটো অন্তর্ভুক্ত বা মিত্র দেশগুলোর প্রতিরক্ষা ব্যয়ের হিসাবের প্রচলিত পদ্ধতির সাথে জাপানের সামঞ্জস্য আনতে পারে, তবে তিনি এর চেয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি। জাপানি মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, এই পদক্ষেপের ফলে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনের বাজেট, মিলিটারি পেনশানের মতো খাতগুলোতে পরিবর্তন আসতে পারে।

বহর রক্ষণাবেক্ষণে হিমশিম খাচ্ছে মার্কিন নেভি



শিপইয়ার্ডে স্থান স্বল্পতার কারণে মার্কিন নৌবাহিনী যথাযথভাবে তাদের বহর রক্ষণাবেক্ষণে হিমশিম খাচ্ছে। সম্প্রতি নৌবাহিনী ও সরকারি পর্যবেক্ষণ কর্মকর্তারা আইনপ্রণেতাাদের এ তথ্য জানিয়েছেন।

মার্কিন সরকারের অ্যাকাউন্টিবিলিটি অফিসের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালক জন পেনডেলটন এ প্রসঙ্গে বলেন, যথাসময়ে জাহাজ রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি এখন খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিনেট আর্মড সার্ভিসেস কমিটির সিপাওয়ার অ্যান্ড রেডিনেস সাবকমিটির শুনানিতে তিনি বলেন, রক্ষণাবেক্ষণে বেশি সময় লাগার কারণে ২০১২ সাল থেকে এ পর্যন্ত জাহাজ ও সাবমেরিন প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে

২৭ হাজারের বেশি দিন হারিয়েছে মার্কিন নেভি। ২০১৮ সাল এক্ষেত্রে খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল জানিয়ে কমিটিকে তিনি বলেন, গত বছর রক্ষণাবেক্ষণে অপেক্ষমান থাকা বা রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলায় ১৭টি জাহাজ ও সাবমেরিন সার্ভিসে যুক্ত ছিল না। পেনডেলটন জানান, চার বছর ধরে একটি পারমাণবিক অ্যাটাক সাবমেরিন সার্ভিসে নেই। কারণ যথাযথ ড্রাই-ডকিং সুবিধার জন্য সেটা অপেক্ষমান আছে।

সিনেট সাবকমিটিকে পেনডেলটন আরও বলেন, মার্কিন নৌবাহিনীর পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে ড্রাই ডকগুলোর সক্ষমতায় ঘাটতি রয়েছে। বর্তমান সক্ষমতায় নৌবাহিনীর দুই-তৃতীয়াংশ জাহাজের পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব। বহরে জাহাজের সংখ্যা আরও বাড়লে রক্ষণাবেক্ষণ পরিস্থিতি ভেঙ্গে পড়তে পারে। বর্তমানে মার্কিন নৌবাহিনী সরকারি শিপইয়ার্ডগুলোর সর্বোচ্চ সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বেসরকারি ইয়ার্ডগুলোকেও যুক্ত করছে।

টাইপ ৩১ই ফ্রিগেট প্রকল্পে অর্থায়ন যুক্তরাজ্যের

যুক্তরাজ্যের রয়্যাল নেভির টাইপ ৩১ই ফ্রিগেট কর্মসূচিতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অ্যাটলান্স ইলেকট্রনিক ইউকে, ব্যবকক ও বিএই সিস্টেমসকে মনোনীত করেছে। ফ্রিগেটের নকশা, নির্মাণ কৌশল ও বাণিজ্যিক প্রস্তাবনা উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ তিন প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন করছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডিফেন্স ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট অর্গানাইজেশান। চলতি বছরের শেষদিকে এ ফ্রিগেটের ডিজাইন ও উৎপাদকের নাম চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হবে।

যুক্তরাজ্যের যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ কৌশলের কেন্দ্রে রয়েছে টাইপ ৩১ই ফ্রিগেট। মেরিটাইম নিরাপত্তা, উপস্থিতি এবং প্রতিরক্ষাবিষয়ক অভিযানে বিশ্বের যেকোনো স্থানে এগুলো মোতায়েন করা যাবে। এ টাইপের পাঁচটি ফ্রিগেট নির্মাণের লক্ষ্য রয়েছে দেশটির। এ কর্মসূচির জন্য ১ হাজার ৬০০ কোটি ডলার বরাদ্দ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

► দুটি নতুন 'কিলো' ক্লাস সাবমেরিন কমিশান করল আলজেরিয়া

আলজেরিয়া তাদের নৌবাহিনীতে দুটি 'কিলো' ক্লাস সাবমেরিন সংযোজন করেছে। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গত ৯ জানুয়ারি এই তথ্য জানিয়েছে। মার্স এল কেবির নৌখাটিতে 'গুরসেনিস' (৩১) এবং 'হোগার' (৩২) নামের সাবমেরিন দুটি কমিশানিংয়ের সময় নৌবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ জাইদ সালাহ উপস্থিত ছিলেন। প্রজেক্ট ৬৩৬এম 'কিলো' ক্লাস জাহাজ দুটি রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গের এডমিরাল্টি শিপইয়ার্ডে ২০১৪ সালে ক্রয়দেশ দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়াও আলজেরিয়ান নৌবাহিনীর বহরে দুটি প্রজেক্ট ৬৩৬ এবং দুটি পুরোনো প্রজেক্ট ৮৭৭ 'কিলোস' সাবমেরিন রয়েছে। ৮৭৭ সাবমেরিন দুটি ২০০৫ এবং ২০১২ সালে এডমিরাল্টি শিপইয়ার্ডে মেরামত করা হয়।

► নতুন ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর উদ্বোধন করল ভারত

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মালা সিথারমন তামিল নাড়ুর দক্ষিণ প্রদেশে ডিফেন্স-ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর উদ্বোধন করেছেন। আঞ্চলিক ডিফেন্স কোম্পানির উন্নয়নে সহায়তা করতে সরকার পরিকল্পিত দুটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোরের মধ্যে এটি একটি। ২০ জানুয়ারি উদ্বোধন শেষে সিথারমন বলেন, পরবর্তী কয়েক বছরে স্থানীয় এবং বিদেশি ডিফেন্স কোম্পানিগুলো এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে ৩১ বিলিয়ন ভারতীয় রুপি বিনিয়োগের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। বিনিয়োগে ইচ্ছুক কোম্পানিগুলোর মধ্যে লকহিড মার্টিনও রয়েছে। তামিল নাড়ু ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোরটি চেন্নাই, হসুর, কয়মবাতোর, সালাম এবং তিরুচিরাপ্পালাই এই পাঁচটি আঞ্চলিক শহরের সাথে সংযুক্ত।

► নিউক্লিয়ার চালিত দূরপাল্লার টর্পেডোর পরীক্ষা চালাল রাশিয়া

রাশিয়ান নৌবাহিনী তাদের নিউক্লিয়ার চালিত নতুন নিউক্লিয়ার-আর্মড সাবমেরিন ড্রোন পসাইডনের পরীক্ষা চালিয়েছে। নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর যুক্ত নতুন এই ডিভাইসটি পরীক্ষার জন্য মনুষ্যচালিত সাবমেরিনে 'বহন' করা হয়। পূর্বে রাশিয়াতে স্ট্যাটাস-৬ হিসেবে পরিচিত এই ড্রোন আসলে একটি কার্যকারী দূরপাল্লার নিউক্লিয়ার-আর্মড টর্পেডো। নৌখাটি বা সাগরে নিযুক্ত ক্যারিয়ার স্টাইক গ্রুপে দুই-মেগাটন নিউক্লিয়ার ওয়েপন সুবিধা সংযুক্ত করার উদ্দেশ্যে পসাইডনের নকশা উন্নয়ন করা হয়েছে।

সিরিয়ায় তুরস্ক নিয়ন্ত্রিত 'সেফ জোন' নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া



উত্তর-পূর্ব সিরিয়ার সীমান্ত থেকে ৩০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে একটি 'সেফ জোন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছে তুরস্ক। তবে অন্যান্য দেশগুলো সিরিয়ায় তুরস্কের উপস্থিতি সম্প্রসারণের বিরোধিতা করেছে। সিরীয় সরকারও তুরস্কের এ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশটি বলেছে, সিরিয়ার অখণ্ডতা বিনষ্ট হয় এমন যেকোনো উদ্যোগ হবে আগ্রাসনের সামিল। তুরস্ক এ উদ্যোগ নিলে তা হবে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে সমর্থনের নামান্তর।

'সেফ জোন' প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক টুইট বার্তায় বলেন, আক্ষার্য যদি কুর্দিদের ওপর কোনো হামলা চালায় তাহলে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হতে হবে তুরস্ককে। ট্রাম্প অবশ্য ওয়াশিংটনে তুরস্কের প্রতি উচ্চাঙ্গমূলক আচরণ করা থেকে বিরত

থাকতে বলেছেন। সিরিয়ায় ইসলামি স্টেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ওয়াশিংটনে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও তুরস্কের এ উদ্যোগকে এক প্রকার স্বাগত জানান। এদিকে ওয়াশিংটনে বলেছে, 'সেফ জোন' প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সব সহায়তা জোগাবে তারা। উত্তর-পূর্ব সিরিয়ার নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদানে এ সেফ জোন প্রতিষ্ঠা করা হলে তাদের আপত্তি থাকবে না। তবে, তুরস্কের সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছে সংগঠনটি।

এদিকে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ জানান, প্রেসিডেন্ট পুতিন বিষয়টি নিয়ে তুরস্কের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলবেন। তবে তিনি এও জানান, সিরিয়া ঘিরে যেকোনো উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হবে দেশটির সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করা।

ইইউ নেভফর যুদ্ধজাহাজের আটলান্টা অপারেশনের ১০ বছর

সোমালিয়ার উপকূলীয় জলসীমায় ১০ বছর ধরে পাহারা দিচ্ছে ইইউ নেভফর যুদ্ধজাহাজগুলো। এ সময়ের মধ্যে সোমালি পাইরেসি সংকট নির্মূল করা হলেও পশ্চিম ভারত মহাসাগরে নজরদারির প্রয়োজনীয়তা থেকেই গেছে। পাইরেসি হুমকি মোকাবিলায় ইইউভুক্ত দেশগুলোর যুদ্ধজাহাজ ও হেলিকপ্টারের সমন্বয়ে নেভফর গঠন করা হয়েছে। পাইরেসি রোধে নেভফরের কমান্ডে থাকা মেরিটাইম হেলিকপ্টারগুলো দারুণ কার্যকরী। পাশাপাশি দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে মানুষ ও সরঞ্জামাদি সরবরাহে ভূমিকা রাখে এই হেলিকপ্টারগুলো, বিশেষ করে প্রত্যন্ত ও অগম্য স্থানে পরিবহনের ক্ষেত্রে। ২০০৮ সাল থেকে ১৪টি ইইউভুক্ত দেশ নেভফরে যুদ্ধজাহাজ সরবরাহ করেছে। অংশীদার অন্য দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে নরওয়ে, ইউক্রেন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং কলম্বিয়া।

সমুদ্র ও আকাশসীমায় উত্তেজনা কমাতে সম্মত হয়েছে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া

আকাশ ও সমুদ্রসীমা নিয়ে সাম্প্রতিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে সামরিক ব্যবস্থা নিতে সম্মত হয়েছে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের নেতৃত্ব। সিঙ্গাপুরে দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে রয়েছে মালয়েশীয় প্রদেশ জোহরে 'রেস্ট্রিক্টেড এয়ারস্পেস' বাতিল করা এবং পশ্চিম সিঙ্গাপুরে বন্দরের সীমা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তিতে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা।

মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে আকাশ ও সমুদ্রসীমা নিয়ে দশকের পর দশক ধরে বিরোধ চলছে। গত বছরের ২৫ অক্টোবর জোহর প্রণালীতে সমুদ্রবন্দরের সীমায় পুত্রজায়া একতরফাভাবে পরিবর্তন আনলে নতুন করে আবারও বিরোধ দেখা দেয়। বিরোধপূর্ণ এ জলসীমা পশ্চিম সিঙ্গাপুরের তুয়াস উপকূল থেকে এক

নটিক্যাল মাইল এবং দক্ষিণ মালয়েশিয়ার তানজুং থেকে পাঁচ নটিক্যাল মাইল দূরত্বে।

জোহর প্রণালীতে মালয়েশিয়া সমুদ্রসীমায় পরিবর্তন আনলে প্রতিক্রিয়ায় সিঙ্গাপুরের পরিবহন মন্ত্রণালয় তুয়াস বন্দরের সীমানা নতুন করে প্রকাশ করে। ফলে দুই বর্গনটিক্যাল মাইলের ওপর উভয় দেশ পাল্টাপাল্টা দাবি জানাতে থাকে। নতুন ঘোষিত সমুদ্রসীমায় নিয়ন্ত্রণ নিতে গত ডিসেম্বরে মালয়েশিয়ার মেরিন ডিপার্টমেন্ট এমভি পোলারিস নামে একটি জাহাজ পাঠালে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। প্রতিক্রিয়ায় সিঙ্গাপুরের নৌবাহিনীর ১৮২ স্কোয়াড্রন লিটারাল মিশন ডেসেল (এলএমভি) মোতায়েন করে। পাশাপাশি সিঙ্গাপুর পুলিশ কোস্টগার্ড (পিসিজি) প্যাট্রল বোটও বিরোধপূর্ণ জলসীমায় নিয়োজিত রাখে।

সংঘর্ষ এড়ানোর সুপারিশমালা
বাস্তবায়ন মার্কিন নৌবাহিনীর

২০১৭ সালে মার্কিন নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ও বাণিজ্যিক ভেসেলের মধ্যে সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে আগামীতে এ ধরনের সংঘর্ষ এড়াতে বেশকিছু সুপারিশ প্রস্তাব করেছে তদন্ত কমিটি। দেশটির ভাইস চিফ অব নেভাল অপারেশান এডমিরাল বিল মোরান সম্প্রতি ভার্জিনিয়ায় অনুষ্ঠিত সারফেস নেভি সিম্পোজিয়ামে এ সুপারিশগুলোর অধিকাংশই বাস্তবায়ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন। ২০১৭ সালের ওই সংঘর্ষে ১৭ নাবিকের প্রাণহানি ঘটে এবং দুটি ইউএসএন ডেস্ট্রয়ার মেরামতের প্রয়োজন পড়ে। এডমিরাল মোরান জানান, সংঘর্ষের পর গঠিত কমিটি মোট ১১১টি সুপারিশ করে। ৮৭টি সুপারিশ এরই মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাকিগুলো চলতি অর্থবছরের মধ্যেই বাস্তবায়ন করা হবে। সুপারিশমালায় অনেকগুলো বিষয় উঠে আসে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে লিডারশিপ কমান্ড ও কন্ট্রোল, অপারেশানাল কনসেপ্ট, ইকুইপমেন্ট ডিজপ্যারিটিজ, প্রশিক্ষণ দুরলভতা ও অত্যধিক কাজের চাপ।

মেরিন অ্যাসল্ট ভেহিকল প্রদর্শন করতে যাচ্ছে এফএনএসএস



আগামী মে মাসে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত আইডিইএফ প্রতিরক্ষা প্রদর্শনীতে উন্মোচিত হতে যাচ্ছে টার্কিশ মেরিন অ্যাসল্ট ভেহিকলের (এমএভি) প্রথম সংস্করণ। ভেহিকল নির্মাণের এ উদ্যোগটি জাহা প্রকল্প নামে পরিচিত।

এফএনএসএস সাভুনমা সিস্টেমলোর এবং আভারসেক্রিটারিয়েট অব ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিজ (এসএসএম) তুরস্কের নেভাল ফোর্সেস কমান্ডের নতুন ল্যান্ডিং হেলিকপ্টার ডকের (এলএইচডি) জন্য ২৭টি এমএভির নকশা, উন্নয়ন ও নির্মাণের জন্য একটি চুক্তি সই করে। এর মধ্যে চারটি ভেহিকল হবে কমান্ড পোস্ট (সিপি) এবং আর্মার্ড রিকভারি ভেহিকল (এআরভি) কনফিগারেশনের। বাকিগুলো কনফিগার করা হবে আর্মার্ড

পারসোনেল ক্যারিয়ার হিসেবে। হাইড্রোডাইনামিক ডিজাইনের এই এমএভিগুলোয় থাকবে অ্যাপ্লিক আর্মার কিট ও সেন্স-রাইটিং সক্ষমতা। এগুলোর কমব্যাট ওজন ৩০ টন এবং সড়কে সর্বোচ্চ গতি ৭০ কিমি/ঘণ্টা ও জলে ৭ নট। এমএভিগুলোর সামনে থাকবে ডিজেল পাওয়ারপ্যাক।

পাওয়ারপ্যাকের পেছনে থাকবে এফএনএসএস উন্নয়নকৃত রিমোট কন্ট্রোল ডারেট। এ টারেটে থাকবে .৫০-ক্যালিবার এমটু এইচবি মেশিন গান এবং একটি ৪০ এমএম স্বয়ংক্রিয় গ্রেনেড লঞ্চার। চালক বসবে সামনের বাম পাশের সিটে আর কমান্ডারের অবস্থান ঠিক তার পেছনেই। এ দুই আসনেই থাকছে একটি রিয়ারওয়ার্ড-ওপেনিং হ্যাচ ও একটি ডে পেরিস্কোপ।

পেছনের কম্পার্টমেন্টে ২১ জনের আসন রয়েছে। এ ছাড়া স্ট্যান্ডার্ড ইকুইপমেন্টের মধ্যে রয়েছে নিউক্লিয়ার, বায়োলজিক্যাল এবং কেমিক্যাল এয়ার-কন্ডিশনিং প্রটেকশান, ফায়ার/এক্সপোশান ডিটেকশান ও সাপ্রেসান সিস্টেম।

► ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তৃতীয়
বিমানঘাঁটির কমিশনিং করল ভারতীয়
নৌবাহিনী

আন্দামান নিকোবার এলাকায় ভারতীয় নৌবাহিনী আরও একটি নতুন বিমান ঘাঁটি 'আইএনএস কোহাসা' এর কমিশনিং করেছে। এর মাধ্যমে দেশটি ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে (আইওআর) কৌশলগত অবস্থান আরও সুসংহত করল। দ্বীপমালার রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারের ৩০০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থান করা আইএনএস কোহাসা গত ২৪ জানুয়ারি সার্ভিসে যোগদান করে। প্রাথমিকভাবে এর এক কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রানওয়েতে হেলিকপ্টার এবং ড্রোনিয়ার ২২৮ মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফট পরিচালনা সুবিধা থাকবে। পরবর্তীতে রানওয়ের দৈর্ঘ্য ৩,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে যাতে ফাইটার বিমানসহ অন্যান্য এয়ারক্রাফট পরিচালনা করা যাবে।

► তৃতীয় এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার নির্মাণ
করছে চীন

চীন তার তৃতীয় এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার নির্মাণ কাজ শুরু করেছে বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে দেশটির সংবাদ মাধ্যম। যদিও ক্যারিয়ারটি সম্পর্কে বিস্তারিত-বিশেষ করে এটি প্রথাগত নাকি পারমাণবিক শক্তিচালিত হবে তা জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, বর্তমান ক্ষি-জাম্প সুবিধাসম্পন্ন ক্যারিয়ার দুটির চেয়ে উন্নততর প্রযুক্তির হতে যাচ্ছে এটি। ফাইটারগুলোর উড্ডয়নের জন্য থাকবে ক্যাটাপাল্ট। কোন শিপইয়ার্ডে এটি নির্মাণ করা হচ্ছে তা নিশ্চিত হওয়া না গেলেও, সেটি সাংহাইয়ের নিকটে অবস্থিত জিয়াংনান চ্যাংজিংডাও হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আড়াই বছরের মধ্যেই জাহাজটির নির্মাণ কাজ শেষ হবে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।

► আরও দুটি ক্ষুদ্র সাবমেরিন লঞ্চ করল
ইরান

ইরানের সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, গাধির-ক্লাসের দুটি ক্ষুদ্র সাবমেরিন চালু করেছে দেশটি। ২৯ নভেম্বর বন্দর আব্বাসে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাবমেরিন দুটি লঞ্চ করা হয়। ২০১২ সালে দুটি সাবমেরিন লঞ্চের পর এই গাধির সাবমেরিন দুটিই ইরানের প্রথম সাবমেরিন বলে জানিয়েছে দেশটি। তার আগে আরও ১৬টি সাবমেরিন চালু হওয়ার কথা জানা যায়। যদিও গাধিরের বাস্তব সংখ্যা বের করা বেশ কঠিন। স্যাটেলাইট ছবি বিশ্লেষণ করে বন্দর আব্বাসে ৮-১০টি সাবমেরিনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আর দুটির অবস্থান দেখা যায় ওমান উপসাগরের জাঙ্কে।

'ব্রেড অ্যান্ড ওয়াটার' শাস্তি থাকছে না মার্কিন নেভিতে



জাহাজে অবস্থানের সময় ছোটখাটো অপরাধের জন্য নন-জুডিশিয়াল শাস্তি হিসেবে মার্কিন নৌবাহিনীর সদস্যদের এখন আর কেবল রুটি আর পানি খাওয়ানো হবে না। নৌবাহিনীর ইউনিফর্ম কোড অব মিলিটারি জাস্টিস সংশোধন করে এ ধরনের শাস্তি তুলে নেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে তা কার্যকর করা হয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, সাম্প্রতিককালে এ শাস্তির মেয়াদ ছিল সর্বোচ্চ তিনদিন। তবে আগে তা ৩০ দিন পর্যন্ত চলত।

১৮৬২ সালে মার্কিন কংগ্রেস মারধর নিষিদ্ধ করে। কিন্তু নেভি কমান্ডাররা

কোনো সদস্যের ব্রেড অ্যান্ড ওয়াটার শাস্তিকালীন সময়েও তাদেরকে পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখতেন। ১৯০৯ সালে এ শাস্তির মেয়াদ ৩০ দিন থেকে কমিয়ে সাতদিনে নামিয়ে আনা হয় এবং শিকল পরানোর ওপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। আর গত শতকের আশির দশকে এ অপরাধে দণ্ডিত করার আগে মেডিকেল পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। পাশাপাশি প্রতিদিন তিনবার শাস্তির আওতাভুক্ত সৈন্যকে পর্যাপ্ত রুটি প্রদানের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

বিতর্কিত হলেও কয়েক বছর আগেও এ ধরনের শাস্তি প্রদান করা হতো। ক্যাপ্টেন অ্যাডাম এম আইককের কমান্ডে ইউএসএস সিলোর কয়েকজন নাবিক ২০১৫ ও ২০১৬ সালেও এ ধরনের শাস্তির মুখোমুখি হয় বলে জানা যায়। কার্ফু ভাঙা ও আভারএজ ড্রিংকিংয়ের মতো ছোট অপরাধে তাদের এ শাস্তি দেওয়া হয়। পরে জাহাজটির অনানুষ্ঠানিক নাম রাখা হয় 'ইউএসএস ব্রেড অ্যান্ড ওয়াটার'।

মেক্সিকোর বহরে যুক্ত হলো
প্রথম পোলা

মেক্সিকোর নৌবাহিনীতে রিফরমাদোর (১০১) নামে নতুন দূরপাল্লার প্যাট্রল ভেসেল (প্যাট্রোলা ওশেনিকা ডি লার্জো আলকানসে: পোলা) এবং এআরএম জালিসকো (পিও-১৬৭) নামের একটি অফশোর প্যাট্রল ভেসেল যুক্ত হয়েছে। ড্যামেনের সিগমা ১০৫১৪ ফ্রিগেটের আদলে রিফরমাদোর নির্মাণ করা হয়েছে। মেক্সিকোর রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিপইয়ার্ড আসতিমার ও ড্যামেন শিপইয়ার্ডের যৌথভাবে নির্মিত আটটি ভেসেলের প্রথমটি হচ্ছে রিফরমাদোর। রিফরমাদোরের দৈর্ঘ্য ১০৭ মিটার, সর্বোচ্চ গতি ২৭ নটিক্যাল মাইল এবং ২০ দিন ধরে ভেসেলটি সাগরে অবস্থানে সক্ষম।

দেশটির নৌবাহিনীর এক কর্মকর্তা জানান, মেক্সিকোর এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন ও আশপাশে মেরিটাইম পুলিশিংয়ের কাজ ছাড়াও অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানেও দূরপাল্লার এ ভেসেল ব্যবহৃত হবে।

রু ওয়াটার পিএলএ নেভি: চীনের উদীয়মান সমুদ্র বহর

এনলাইটেন ভাইবস ডেস্ক

১৯৯৬ সালে তাইওয়ান প্রণালী সংকট প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন ও চীনা নৌবাহিনীকে শক্তির পরীক্ষায় ফেলেছিল। সে প্রতিযোগিতায় অবশ্য মার্কিন শ্রেষ্ঠত্বই বজায় ছিল। কিন্তু দুই দশকের ব্যবধানে বদলে গেছে গোটা চিত্র।

চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব দৈনিক গ্লোবাল টাইমস গত বছর মার্চে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়, 'তাইওয়ান ট্রাভেল অ্যাক্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বীকৃতি চীনের অধিকাংশ নাগরিককে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। তারা মনে করছে, তাইওয়ানকে জোরপূর্বক চীনা মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার এখনই সময়।' ট্রাম্পের পর দুই মার্কিন সিনেটর তাইওয়ানকে এফ-৩৫ বা এফ-১৬ভি যুদ্ধবিমান সরবরাহের আওয়াজ তোলেন। ফলে, তাইওয়ান প্রণালী ঘিরে দুই দশক আগে সৃষ্ট বৈরীতার পালে নতুন করে হাওয়া লাগতে শুরু করে।

১৯৯৬ সালে তাইওয়ানের নির্বাচনে চীন ধারণা করছিল দেশটিতে হয়ত স্বাধীনতাপন্থী রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় বসতে যাচ্ছে। ওই সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে সে সময় লাগাতার

স্বল্পপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালায় চীন। এদিকে তাইওয়ানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিরক্ষা চুক্তি না থাকলেও দেশটির প্রতি সমর্থন ছিল যুক্তরাষ্ট্রের। চীনকে পিছু হটাতে দক্ষিণ চীন সাগরে দুটি ক্যারিয়ার যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করে তারা। ইঙ্গিতটি ছিল স্পষ্ট, তাইওয়ানকে জোরপূর্বক একীভূত করার চীনা প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় মার্কিন নৌবহরে ওই সময় সাতটি বিমানবাহী রণতরী, ২৭টি ক্রুজার, ৩০টি পারমাণবিক শক্তিশালিত সাবমেরিন (এসএসএন) এবং ৫৪টি ডেস্ট্রয়ার ও ফ্রিগেট ছিল। অন্যদিকে চীনা নৌবহরে ছিল উপকূল প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহৃত দ্রুতগতির টহলদার

নৌযান। উপকূলবর্তী অভিযানের জন্য চীনের কাছে ছিল ১৫টি লুডা-ক্লাস ডেস্ট্রয়ার। এগুলোয় যুক্ত ছিল এইচওয়াই-১ (সিএসএস-এন-২ 'স্যাফাওয়ার') এন্টি-শিপ মিসাইল (এএসএম), যা সর্বোচ্চ ৭৫ কিলোমিটার দূরত্বের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম ছিল।

দুই দশকের ব্যবধানে মার্কিন শ্রেষ্ঠত্ব এখন চ্যালেঞ্জের মুখে। পিপলস লিবারেশন আর্মি নেভিকে ঢেলে সাজিয়েছে চীন। নানা বিবর্তনের পাশাপাশি প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন ঘটিয়েছে। এ সময়ে তারা নৌবাহিনীর গোয়েন্দা সক্ষমতা, নজরদারি ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা (আইএসআর) আরও নিবিড় করেছে। কয়েক স্তরের নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তুলে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম অঞ্চল এবং দক্ষিণ চীন সাগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় চোখ রাখছে দেশটি। ওভার-দ্য-হরাইজন রাডার (ওটিএইচআর) নেটওয়ার্কের সহায়তায় চীনা উপকূলের আড়াই হাজার কিলোমিটার জুড়ে নজরদারি চালাচ্ছে পিএলএ নেভি। নির্দিষ্ট এ সীমার ভেতর যেকোনো জাহাজ প্রবেশ করলে তার উপস্থিতি ধরা

হংকংয়ের জলসীমায় চীনের
এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার লিয়াওনিং

পড়ে এই রাডার নেটওয়ার্কে। তবে এ প্রযুক্তি জাহাজের সুনির্দিষ্ট অবস্থান সম্পর্কে শতভাগ নির্ভুল তথ্য এখানে দিতে না পারলেও কৃত্রিম উপগ্রহের সেন্সরের সাহায্যে জাহাজগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে চীন। *সিনথেটিক অ্যাপারচার রাডার, অপটিকাল ইমেজিং* এবং *ইন্টারসেপ্টেড রেডিও/রাডারের* তরঙ্গ নিঃসরণ পর্যালোচনা করে এসব তথ্য জেনে নেয় পিএলএ নেভি। ফলে কোনো নৌবহরের পক্ষেই চীনের নজর এড়িয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেওয়া অসম্ভব।

তাইওয়ান প্রণালীতে মার্কিন প্রভাব ঠেকাতে *অ্যান্টি অ্যাক্সেস/এরিয়া ডিনায়েল* কৌশল নিয়েছে চীন। এ কৌশলের অংশ হিসেবে জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটিয়েছে পিএলএ নেভি। তাদের দেড় হাজার কিলোমিটার পাল্লার ডিএফ-২১ডি (সিএসএস ৫ মড) এবং তিন হাজার কিলোমিটার পাল্লার ডিএফ-২৬ মডেলের ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। যদিও বাস্তবে এ ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়নি; এজন্য প্রায়োগিক সফলতা নিয়ে নির্ভুল অনুমান অসম্ভব। তাইওয়ান প্রণালী ঘিরে আধিপত্যের লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য কিছুটা এগিয়ে থাকবে নৌবহরে থাকা এসএসএনের কারণে। চীনের ওভার-দ্য-হরাইজন রাডার এবং কৃত্রিম উপগ্রহের নজরদারিতে এসএসএনের অবস্থান স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। ফলে যুদ্ধজাহাজ প্রেরণের আগেই এসএসএন মোতায়েন করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি শত্রুপক্ষের জন্য হুমকি সৃষ্টি করা সম্ভব।

মার্কিন সাবমেরিনগুলো এখন আর *ইউজিএম-৮৪* সিরিজের *সাব-হারপুন এসএসএম* ব্যবহার করে না। পানির ওপরে থাকা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে *এমকে-৮৮* সিরিজের ভারী টর্পেডো ব্যবহার করে



গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার নৌবাহিনীর সাথে যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর যৌথ মহড়ার দৃশ্য। আগে যুক্তরাষ্ট্র নেভি চীনের তুলনায় সক্ষমতায় কয়েকগুণ এগিয়ে থাকলেও বর্তমানে পিপল'স লিবারেশন আর্মি নেভি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নৌবাহিনী

দেশটির নৌবাহিনী। যদিও গতি ও সীমা বিবেচনায় এসব টর্পেডো আধুনিক এসএসএমের সমকক্ষ নয়। তবে ভারী ওজনের টর্পেডোগুলো শনাক্ত করা একটু জটিল। এ কারণে চীনা নৌবাহিনীকে যথেষ্ট ভোগাতে পারে এগুলো। অন্যদিকে তাইওয়ান প্রণালীতে মার্কিন এসএসএন ঠেকাতে পিএলএ নেভির *০৫৪এ ফ্রিগেট*, *০৫২ডি ডেস্ট্রয়ার* ও *০৫৬ করভেটে এইচ/এসজি-৩১১* সিস্টেম বসিয়েছে চীন। এর *অ্যাকটিভ ডেপথ ও প্যাসিভ টোওড-অ্যারে সোনার সিস্টেমে* যদি কোনো সাবমেরিনের অবস্থান ধরা পড়ে, তবে সেটাকে লক্ষ্য করে টর্পেডো বহনকারী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা যাবে। *ফ্রিগেট*, *করভেট* সাধারণত ক্ষেপণাস্ত্রগুলো বহন করে। সাবমেরিন ধ্বংসের জাহাজে থাকা হেলিকপ্টার থেকেও *ওয়াইইউ-৭* মডেলের হালকা ওজনের টর্পেডো ছুড়তে পারে পিএলএ নেভি। এ ছাড়া তাদের নৌবহরের *কেকিউ-২০০ মডেলের মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্র্যাফট* রয়েছে, যা *সনোব্যা* ব্যবহার করে সাবমেরিনের অবস্থান শনাক্তের মাধ্যমে টর্পেডো ফেলতে সক্ষম।

পিএলএ নেভির সাবমেরিনগুলোয় সংযুক্ত সোনার সিস্টেম অন্য সাবমেরিনগুলো শনাক্তে কতটা কার্যকর সে বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকলেও, সাম্প্রতিক সময়ের পারমাণবিক শক্তিচালিত বোটগুলোয় রয়েছে *টোওড অ্যারে*। প্রথাগত শক্তিচালিত

এসএসকে সাবমেরিন চীনা নৌবাহিনীতে বেশি থাকলেও এগুলোর গতি ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টিকে থাকার সক্ষমতা সীমিত। ফলে মার্কিন *এসএসএন সাবমেরিন*কে সামলানো বেশ কষ্টকর। এ ছাড়া পিএলএ নেভির *এসএসএন*গুলো থেকে নির্গত

শব্দের মাত্রা নিয়েও বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের অভাব রয়েছে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, মার্কিন সাবমেরিনগুলো শনাক্তের আগে এগুলোও শনাক্তের বাইরে থেকে যাবে। ফলে মার্কিন সাবমেরিনগুলোর জন্য সত্যিকারের হুমকি হবে সমুদ্রপৃষ্ঠে থাকা নৌযান এবং এয়ারক্র্যাফটগুলো।

মার্কিন ক্যারিয়ারে থাকা সবচেয়ে দূরপাল্লার জাহাজ-বিধ্বংসী অস্ত্র হচ্ছে *এসএসএম বহনকারী এফ/এ-১৮*। তবে এগুলো মোকাবিলায় নিয়োজিত করা হতে পারে *জে-১৫* যুদ্ধবিমান। পিএলএ নেভির প্রথম রণতরী '*লিয়াওনিং*' থেকে পরিচালিত হবে এগুলো। *লিয়াওনিং* মূলত আকাশপথ প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে। *লিয়াওনিং*য়ে ২৪টি *জে-১৫* যুদ্ধবিমান নিয়োগ করা হবে। এরই ধারাবাহিকতায় যদি দ্বিতীয় ক্যারিয়ার মোতায়েন করা হয় তবে সেখানেও সমসংখ্যক যুদ্ধবিমান থাকবে। তবে যুক্তরাষ্ট্র যদি একের অধিক রণতরী মোতায়েন করে তবে তাদের যুদ্ধবিমানের সংখ্যা পিএলএ নেভির *জে-১৫* বিমানের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে। তখন মার্কিন বাহিনীকে প্রতিহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে চীনের উপকূলভিত্তিক যুদ্ধবিমানগুলো।

সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন নৌবাহিনী যে ধরনের সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়েছে তাতে জাহাজ-বিধ্বংসী অস্ত্রের চেয়ে ভূমি থেকে আক্রমণে সক্ষম এমন যুদ্ধাস্ত্রে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে রণতরী থেকে উড্ডয়নকারী এয়ারক্র্যাফট থেকে যে এসএসএমগুলো নিক্ষেপ করা হবে সেগুলো মূলত *এজিএম-৮৪* হারপুন গোত্রের। এর সর্বোচ্চ সীমা ১২৪ কিলোমিটার। এ কারণে আঘাত হানা যুদ্ধবিমানকে পিএলএ নেভির সর্বোচ্চ পাল্লার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা *এইচএইচকিউ-৯এ'*র সীমার মধ্যে আসতে হবে। তাহলেই পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়তে পারবে এটা।



স্যাটেলাইট ইমেজে চীনের হাইনানের দক্ষিণে লিয়াওনিং ক্যারিয়ার ফ্রিগেটের ৪০টি জাহাজের একটি বহর দেখা যাচ্ছে।

অন্যদিকে শর্ট টেক-অফ বাট অ্যারেস্টেড রিকভারি (এসটিওবিএআর) রণতরীগুলো ফিল্ড-উইং এইডব্লিউঅ্যান্ডসি বিমান উৎক্ষেপণ করতে পারে না। ফলে পিএলএ নেভির অগ্রিম সতর্কবার্তা পাওয়ার ক্ষমতা (এইডব্লিউঅ্যান্ডসি) কিছুটা সীমিত। এ কারণে আক্রমণকারী বিমানগুলো পিএলএ নেভির থ্রিডি রাডারের শনাক্ত সীমার নিচ দিয়ে উড়ে যাওয়ার জন্য এর সীমা বা রেঞ্জ কমিয়ে আনতে পারবে। এক্ষেত্রে চীন কিছু এইডব্লিউ হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার ও ডেস্ট্রয়ারে মোতায়েন রাখতে পারে। এ কারণে পিএলএ নেভি এয়ারফোর্স কেজে-৫০০ এইডব্লিউঅ্যান্ডসি প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে, যেন তাইওয়ান প্রণালী ঘিরে নতুন করে সংকট দেখা দিলে চীনা নৌবাহিনীকে সহায়তা করা যায়।

মার্কিন নৌবাহিনীর টাইকনডিরোগা-ক্লাস ক্রুজার ও ফ্লাইট ও/ওও আর্লহ বার্ক-ক্লাস ডেস্ট্রয়ারে ব্যবহৃত এসএসএমগুলো আরজিএম-৮৪ হারপুন গোত্রের। এর সর্বোচ্চ লক্ষ্যসীমা ২৪০ কিলোমিটার। তবে এ সীমাকে কাজে লাগিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে প্রয়োজন তৃতীয় পক্ষের তথ্য। এ তথ্য সাধারণত রণতরীতে থাকা এইডব্লিউঅ্যান্ডসি বিমানগুলোই প্রদান করে থাকে। আরজিএমের মতো হারপুনগুলো সমুদ্রের বুক চিরে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে বলে এগুলো তেঁকাতে সাধারণত স্বল্পপাল্লার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই কার্যকর। পিএলএ নেভির সব আধুনিক সারফেস

কমব্যাটান্টে এমন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজুদ রয়েছে। যদিও ধৈর্যে আসা এসএসএম রুখতে এ জাতীয় সফট কিল সিস্টেমের কার্যকারিতা এখনো অজানা। আর চূড়ান্ত হার্ড কিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সরবরাহ করবে ৭৩০/১১৩০ মাল্টিব্যাংলড সিআইডব্লিউএস (ক্লোজ-ইন উইপন সিস্টেম), যার সীমা ১০ কিলোমিটার।

যদি কোনো মার্কিন ক্যারিয়ার কাছাকাছি দূরত্বে চলে আসে, যা পিএলএ নেভির জন্য হুমকি, তাহলে ওই মার্কিন ক্যারিয়ার নিজের অবস্থানও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলবে। সেক্ষেত্রে আকাশপথে চীনা হামলার সহজ শিকারে পরিণত হবে মার্কিন বাহিনী। এক্ষেত্রে চীনের বহরে রয়েছে সবচেয়ে দূরপাল্লার এসএসএম ওয়াইজে-৮৩কে। এগুলো জে-১৫ বোমারু বিমান থেকে নিক্ষেপ করা যায়। আরও আছে জেএইচ-৭ বোমারু বিমান থেকে নিক্ষেপযোগ্য ৫০০ কিলোমিটার দূরপাল্লার ওয়াইজে-১২ ক্ষেপণাস্ত্র। এ ছাড়া উপকূলীয় ঘাঁটি থেকে নিয়ন্ত্রিত এইচ-৬জি বোমারু বিমানগুলোও যেকোনো সময় মার্কিন বাহিনীকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে প্রস্তুত রয়েছে।

চীনা নৌবাহিনীর সাবমেরিনগুলো মার্কিন এসএসএন এর জন্য সীমিত আকারে হুমকি হলেও পিএলএ নেভির ৩এম-৫৪ই ক্লাব-এস, ওয়াইজে-৮২ এবং ওয়াইজে-১৮-এর মতো এসএসএমগুলো আসল সমস্যা

হয়ে দাঁড়াবে। এ ছাড়া নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি ব্যবস্থার কারণে সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে পিএলএ নেভির এসএসকেগুলো অগ্রসরমান মার্কিন ক্যারিয়ারকে সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে পারে। তবে দূরপাল্লার সমন্বিত আক্রমণের ক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য তৃতীয় পক্ষের তথ্য প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সাবমেরিনগুলোকে পেরিস্কোপিক গভীরতায় থাকতে হবে। তবে এক্ষেত্রে সেগুলোর অবস্থান জানাজানি হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

সাবমেরিন ও এয়ারক্রাফটের পাশাপাশি পিএলএ নেভির সারফেস কমব্যাটান্টগুলোয় এসএসএম রয়েছে। মিসাইলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে ওয়াইজে-৮৩, যার সীমা ১৮০ কিলোমিটার। পিএলএ নেভির সংখ্যা বাড়তে থাকা ০৫২ডি ডেস্ট্রয়ারগুলোয় রয়েছে ওয়াইজে-১৮ এসএসএম। এগুলো ৬৪-সেল ভার্টিক্যাল উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা থেকে ছোড়া যায়। নতুন উন্নয়নকৃত ০৫৫ ডেস্ট্রয়ারগুলোয় রয়েছে ১১২ ভার্টিক্যাল লঞ্চ সেল। ধারণা করা যায়, উৎক্ষেপণ সেলগুলোয় লোড করা থাকবে ওয়াইজে-১৮।

ওয়াইজে-১৮ রাশিয়ার ৩এম-৫৪টি থ্রি-স্টেজ এসএসএম এর আদলে তৈরি করা হয়েছে। ৫০০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম এগুলো। ওয়াইজে-১৮ ও অন্যান্য এসএসএম এর লক্ষ্যবস্তুর তথ্য সংগ্রহ হবে কেজে-৫০০ এইডব্লিউঅ্যান্ডসি এয়ারক্রাফট বা ০৫২সি/ডি ডেস্ট্রয়ারে থাকা এইডব্লিউ হেলিকপ্টার থেকে।

ইয়েলো সাগরে লাইভ-ফায়ার এক্সারসাইজে পিপল'স লিবারেশন আর্মি নেভির একটি টাইপ ০৫৪ ফ্রিগেট 'ওয়াইজেড-৮৩ এসএসএম' ফায়ার করছে।



জেন'স ডিফেন্স উইকলি ম্যাগাজিন, ইন্টারনেট ও বিভিন্ন তথ্যসূত্র অবলম্বনে

নৌশক্তির ভবিষ্যৎ উচ্চশক্তিসম্পন্ন অল-ইলেকট্রিক যুদ্ধজাহাজ

রাফিক হাসান

নৌবাহিনীর সারফেস কমব্যাটান্ট বা অঞ্জিলারি ভেসেল তৈরির ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক প্রপালশান সিস্টেমের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক যুদ্ধজাহাজ তৈরির ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক পাওয়ারের ব্যবহার এবং জ্বালানি খরচ সাশ্রয় করার দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। রয়াল নেভির টাইপ-৪৫ এয়ার ডিফেন্স ডেস্ট্রয়ার এবং যুক্তরাষ্ট্র নেভির ডিডিজি ১০০০ জুমওয়াল্ট ক্লাস ডেস্ট্রয়ারে ইলেকট্রিক প্রপালশান সিস্টেম প্রযুক্তির ব্যবহার এই অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যায়। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ তৈরির এই উদ্যোগ হাতিয়ার হিসেবে ইঞ্জিন ব্যবহারের সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলেছে।

পাওয়ার সিস্টেমের সমাধান হিসেবে নৌবাহিনীর প্র্যাটফর্মগুলোতে ইন্টিগ্রেটেড ইলেকট্রিক প্রপালশান (আইইপি) এখন একটি দৈনন্দিন বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। প্রযুক্তি জগতের সাম্প্রতিক উন্নয়ন কাজে লাগিয়ে পরিবেশবান্ধব, খরচ সাশ্রয়ী, স্থায়ী এবং অধিক কার্যকরী সমাধান হিসেবে এই সিস্টেম অগ্রগতি লাভ করেছে। যদিও, সামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলো এখন পর্যন্ত এই প্রযুক্তির সম্ভাবনা আংশিক কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য তারা এখন আরও উন্নত ইন্টিগ্রেটেড ফুল ইলেকট্রিক প্রপালশানে (আইএফইপি) সমাধান খুঁজছেন। ইতিমধ্যে ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার এবং এনার্জি সিস্টেমের স্থাপত্যকৌশলও অনেকদূর এগিয়েছে।

ইলেকট্রিক প্রপালশান সিস্টেম কী এবং কেন?

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাওয়ার এবং প্রপালশান সিস্টেমের গতিধারার দিকে চোখ ফেরানো যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, আজকের ইলেকট্রিক প্রপালশান সিস্টেমের আদিরূপ ১৯২০ সালের এইচএমএস অ্যাডভেঞ্চারে ছিল এবং সাবমেরিন প্রযুক্তিতে ব্যাপকভাবে এর ব্যবহার দেখা গেছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে, টাইপ-২৩ ফ্রিগেট নির্মাণের পর ইলেকট্রিক

আর্কিটেকচার ব্যবহারের সুবিধা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। টাইপ-২৩ এর সফল নির্মাণ এবং প্রযুক্তি জগতে বড়সড় পরিবর্তন, একবিংশ শতাব্দীতে এসে ইলেকট্রিক প্রপালশান সিস্টেমকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। এই শতকের শুরুতেই দুটি অঞ্জিলারি অয়লারস (এও) এবং দুটি ল্যান্ডিং প্র্যাটফর্ম ডকস (এলপিডি) নির্মাণের মাধ্যমে এ প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছে।

ইলেকট্রিক প্রপালশান সিস্টেম আসলে অধিক কার্যকরী, সরল নকশা বিন্যাস ও স্থায়িত্বসম্পন্ন-সর্বোপরি খরচ সাশ্রয়ী এক পদ্ধতি। প্রাইম মুভারের সংখ্যা কমানো, সরল গঠনবিন্যাস এবং বাগিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়ায় এই সিস্টেম এক বিশ্বাসযোগ্য সমাধান হয়ে উঠেছে। ইলেকট্রিক প্রপালশান সিস্টেমকে হাইব্রিড, ইন্টিগ্রেটেড (আইইপি) এবং ইন্টিগ্রেটেড ফুল (আইএফইপি) এই তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়। এ ছাড়াও ইলেকট্রিক জাহাজ এবং ইলেকট্রিক যুদ্ধজাহাজের মতো

পরিভাষাও ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়—

- হাইব্রিড—এগুলো অনেকটা টাইপ ২৩ ফ্রিগেট এর মতো যেখানে সমন্বিত মেকানিক্যাল ড্রাইভ এবং ইলেকট্রিক ড্রাইভ সিস্টেম ব্যবহৃত হয়।
- আইইপি—প্রপালশান সিস্টেম এবং শিপ সার্ভিসের জন্য একটি সাধারণ এনার্জি উৎস ব্যবহৃত হয়। প্রপালশান সিস্টেমটি পূর্ণ ইলেকট্রিক পাওয়ার ব্যবহার করে। টাইপ ৪৫, পিও এবং এলপিডি (আর) এই ধরনের সিস্টেম।
- আইএফইপি—স্থাপত্যকৌশলে আরও উন্নত পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স এবং এনার্জি স্টোরেজ সংযোজনের মাধ্যমে আইইপি সিস্টেমের আধুনিকায়ন। এই সিস্টেম খরচ সাশ্রয়ী এবং আরও বেশি অপারেশনাল সুবিধা দেয়।
- ইলেকট্রিক জাহাজ—আইএফইপি আর্কিটেকচারে অ্যাডভান্সড প্রাইম মুভার সংযোজন এবং অঞ্জিলারিগুলোর ব্যাপক বৈদ্যুতিকায়ন।
- ইলেকট্রিক যুদ্ধজাহাজ—ইলেকট্রিক ওয়ারশিপে বিদ্যমান উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পাওয়ার সিস্টেমের সুবিধা নিতে হাই পাওয়ার ওয়েপন এবং সেন্সর সংযুক্ত করা হয়।

সম্ভাবনাময় অল-ইলেকট্রিক যুদ্ধজাহাজ

আজকের দুনিয়ায় প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জনের সূচকের গতি বেশ উর্ধ্বগামী। কেউ যদি আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন ঠিক কী ধরনের হুমকির মুখে আমরা রয়েছি। যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং রাশিয়ার মতো শক্তিশালী দেশগুলো কত দ্রুত তাদের সামরিক সক্ষমতা বাড়িয়ে চলেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সমন্বিত ডিজেল ইলেকট্রিক ও গ্যাস টারবাইন (কডল্যাগ) এবং সমন্বিত ডিজেল ইলেকট্রিক বা গ্যাস টারবাইন গ্যাস (কডলগ) এর মেকানিক্যাল-ইলেকট্রিক্যাল হাইব্রিড প্রপালশান সিস্টেমের ব্যবহার বেড়েছে। আংশিক

লেজার ওয়েপন সিস্টেমস এর মতো ডিরেক্ট এনার্জি ওয়েপনগুলো মনুষ্যবিহীন, লাইট এয়ারক্রাফট বা প্যাট্রল বোটের অসামঞ্জস্য হুমকি প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়





রয়াল নেভির টাইপ-৪৫ এয়ার ডিফেন্স ডেস্ট্রয়ার এবং যুক্তরাষ্ট্র নেভির ডিডিজি ১০০০ জুমওয়াস্ট- ক্লাস ডেস্ট্রয়ার অল-ইলেকট্রিক শিপ টেকনোলোজির প্রথম সারির প্রতিনিধি। তবে এগুলোতে এখনো কিছু ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল সমস্যা রয়ে গেছে

ইলেকট্রিক প্রপালশান সিস্টেমের এই ধারা এবং সিঙ্গেল বুস্ট গ্যাস টারবাইনের উদ্ভাবন ভেসেলে সংযোজিত প্রাইম মুভারের সংখ্যা কমিয়েছে। এ ছাড়াও কর্মদক্ষতা এবং স্থায়িত্বের কোনো হেরফের না করেই এই প্রযুক্তি জ্বালানি শাস্রয় করে এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কমায়। ভবিষ্যতের অল-ইলেকট্রিক যুদ্ধজাহাজগুলো হাই-এনার্জি ওয়েপন, সেন্সর এবং ইলেকট্রিক ওয়ারফেয়ার (ইডব্লিউ) সিস্টেম ছাড়াও প্রপালশান এবং এমনকি জাহাজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও ইলেকট্রিক পাওয়ার ব্যবহার করবে। জাহাজের জ্বালানি ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং এর মিশন সক্ষমতা নির্ভর করে পাওয়ার আর্কিটেকচারের ওপর।

এটা সকলেই জানে যে, প্রযুক্তিগত এ খাতে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ এবং জটিলতা রয়েছে। ভেসেলগুলোতে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এনার্জি স্টোরেজ ডিভাইস এবং পাওয়ার জেনারেটর স্থাপনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তা এনার্জি ব্যবহারের মাত্রা ও স্থাপিত ডিভাইসগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রাখতে পারে। পাশাপাশি সংকটময় পরিস্থিতিতে যেন সেগুলো পর্যাপ্ত এনার্জি সরবরাহ করতে পারে। জোনাল সাব ডিভিশনগুলোর সাথে এনার্জি উৎসের সংযোগ স্থাপনে জন্য এই প্ল্যাটফর্মের নকশায় আবশ্যিকভাবেই নতুনত্ব আনতে হবে। এনার্জির বহুমাত্রিক ব্যবহারের এই পদ্ধতি সাইবার হামলা, রণক্ষেত্রের ক্ষয়ক্ষতি অথবা সিস্টেম বা মেকানিক্যাল ব্যর্থতার সময় দ্রুত কার্যক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে। এ ছাড়াও পাওয়ার সিস্টেমের এ ধরনের বিতরণ জাহাজের জেনারেটরের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করে যা রণক্ষেত্রে পাওয়ার সংরক্ষণ করে স্থায়িত্ব বাড়ায়। এর সাথে ইলেকট্রিক-পাওয়ার প্রযুক্তি এবং এনার্জি স্টোরেজ একটি ডিসট্রিবিউটেড সিস্টেমের উন্নয়ন করে যা এনার্জি ব্যবস্থাপনায় সক্ষম। বর্তমানের সারফেস কমব্যাটান্টগুলোতে এনার্জির উৎস হিসেবে ব্যাটারি অথবা ক্যাপাসিটর ব্যবহার হয়। জাহাজের নকশা উন্নয়নের সময় প্রাইম মুভার, গিয়ার বক্স, প্রপেলার শ্যাফট এবং প্রপেলারের মতো প্রপালশান উপাদানগুলো সুনির্দিষ্টভাবে স্থাপন করতে হবে। এনার্জি স্টোরেজ

অনুষঙ্গগুলো পৃথক পৃথক সিস্টেমের সাথে যুক্ত থাকে। অল-ইলেকট্রিক পাওয়ার প্রযুক্তিতে এনার্জি স্টোরেজগুলো জাহাজের যেকোনো জায়গায় স্থাপন করা যায়। অথবা সেগুলো ছোট ছোট ইউনিটে বিভক্ত করে সমগ্র জাহাজে ছড়িয়েও দেওয়া যায়। ফলে অন্যান্য সরঞ্জাম যেমন, স্টোরেজ, কম্পিউটিং পাওয়ার, মনুষ্যবিহীন সিস্টেম ইত্যাদি সংযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক জায়গাও পাওয়া যায়। এই পদ্ধতির স্থাপত্যকৌশলের কারণেই ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম অনেকগুলো ইউনিটে বিভক্ত থাকে ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কর্মক্ষমতা ভাগ হয়ে যায়, যা সিস্টেমের ঝুঁকি এবং দুর্বলতা কমায়।

ডিস্ট্রিবিউটেড এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে পাওয়ার শিপ বা পাওয়ার বার্জের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তর করা সম্ভব হবে। এমনও হতে পারে যে একই সাথে অনেকগুলো জাহাজে তখন এনার্জি শেয়ার করা যাবে। যেগুলো জলে নিয়োজিত বাহিনীগুলোকে জ্বালানি সরবরাহ করতে পারবে।

ইউএসএন প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ অফিস (পিইও) এর কর্মকর্তা রিয়ার এডমিরাল উইলিয়াম গালিনিস বলেন, “ভবিষ্যতের কথা ভেবে যদি আমরা সারফেস কমব্যাটান্ট নির্মাণ করি, আমার বিশ্বাস তাহলে সেটি সম্ভবত একটি ইলেকট্রিক-টাইপ জাহাজ হবে। এ ধরনের জাহাজে ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার প্ল্যান্ট থাকা দরকার। প্ল্যান্টে উৎপাদিত পাওয়ার ব্যবহৃত হবে প্রপালশান, জাহাজের সকল কমব্যাট সিস্টেম, জাহাজ লোডসহ অন্যান্য কাজে। মোট কথায়, নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজে ঠিক কী ধরনের চাহিদা রয়েছে তার ওপর নির্ভর করে পাওয়ার ব্যবহৃত হবে। এটা করার জন্য আমাদের শুধু একটি সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।” রেইলগান এবং লেজারের মতো ভবিষ্যতের হাই-এনার্জি ওয়েপন সিস্টেমগুলোর কর্মপদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়ে প্রচুর এনার্জির প্রয়োজন হয়। এই ধরনের সিস্টেমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (মিলিসেকেন্ডে হিসাবে) মেগাওয়াট হারে এনার্জির দরকার হয়।

বিএমটি ডিফেন্স সার্ভিসের একজন সহযোগী এবং ডিজেএম ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কনসালটেন্সির প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড ম্যাটিক বলেন, “ইনপুট পাওয়ার থেকে আউটপুট পাওয়ার উৎপাদনে সক্ষম বিশেষায়িত জেনারেটর এনার্জি উৎপন্ন করে, কিন্তু তা হাই-পাওয়ার ওয়েপন সিস্টেমের জন্য যে এনার্জি দরকার তার জন্য পর্যাপ্ত নয়।

এখানে সম্ভাব্য সমাধান হতে পারে ব্যাটারির মতো স্বল্পক্ষমতাসম্পন্ন এনার্জি উৎস থেকে সরবরাহকৃত উপযুক্ত ম্যাগনেটিকের সাথে পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্সের সমন্বিত ব্যবহার। তবে, সমাধানের জন্য যে উদ্যোগই নেওয়া হোক না কেন শিপ প্রপালশানের জন্য উপযুক্ত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটরই প্রাথমিক এনার্জির উৎস হতে হবে। এরপর জাহাজগুলো প্রধান এনার্জি স্টোর হিসেবে ব্যাটারি সংযোজন করতে পারে। গতির ক্ষেত্রে সামান্য হেরফের হলেও এটি পর্যাপ্ত এনার্জি সরবরাহ করতে পারে।”

বর্তমান যুদ্ধজাহাজগুলোতে কামানের এনার্জি সংরক্ষিত থাকে প্রপেলান্ট, পাইরোটেকনিকস, ওয়ারহেডসের মতো নেভাল ওয়েপনে ব্যবহৃত কিছু এনার্জেটিক ম্যাটেরিয়ালে। অল-ইলেকট্রিক শিপগুলোতে প্রপালশান, ওয়েপন এবং সেন্সর এনার্জি সবগুলোই একটি সাধারণ জ্বালানি উৎস থেকে এনার্জি ব্যবহার করতে পারে। প্রযুক্তির উৎকর্ষগত দিক বিবেচনায় এমনটা ভাবাই যায় যে, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেইলগান এবং লেজার ওয়েপন সিস্টেমের মতো হাই-এনার্জি ওয়েপন এক দশকের মধ্যেই খুবই ফলপ্রসূ একটি প্রযুক্তিতে পরিণত হবে। নতুন ধরনের এই ইফেক্টরের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এনার্জির জন্য যথোপযুক্ত ইলেকট্রিক পাওয়ারের সাথে আরও উন্নত থার্মাল কুলিং সিস্টেম এবং বিশেষায়িত পাওয়ার কনভার্টার প্রয়োজন। বর্তমানে ব্যবহৃত জেনারেটরগুলো একটি নির্ধারিত মাত্রার পাওয়ার সরবরাহ করে। এগুলো কার্যকরী ও নির্ভরযোগ্য হলেও দ্রুত এবং উচ্চমাত্রার এনার্জি সরবরাহ করতে পারে না। অর্থাৎ এখন নতুন ধরনের অধিক কার্যকরী এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেমের প্রয়োজন। প্রথাগত শিপ ইঞ্জিনিয়ারিং আর্কিটেকচার প্ল্যাটফর্মের ইলেকট্রিক্যাল আর্কিটেকচারে পৃথক পৃথক ওয়েপন, সেন্সর এবং ইডব্লিউ মিশন সিস্টেম ইন্টিগ্রেশনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এটি রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, জটিল লজিস্টিক, বৈসাদৃশ্য এবং বেশি ওজন ও জায়গা কমিয়ে আনে।

বিএমটি ডিফেন্স সার্ভিসের চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং ইনস্টিটিউট অব মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলোজির প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ক্রিস হজ বলেন, একটি সত্যিকারের অল-ইলেক্ট্রিক শিপের মধ্যে এনার্জি প্রেরণের জন্য ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ারটাই প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। প্রপালশানের জন্য ইলেকট্রিক্যাল প্রপালশান মোটর ব্যবহার করা হয়। ইলেক্ট্রিসিটি পাওয়ার ব্যবহার করেই জাহাজের অন্যান্য সকল যন্ত্রপাতি হ্যান্ডলিং করা হয়। ভালভস, দরজার নিরোধক হিসেবে বাতাস এবং হাইড্রোলিকের জায়গা করে নেয় ইলেক্ট্রিসিটি পাওয়ার।

এনার্জি স্টোরেজ এবং পাওয়ার ইলেক্ট্রনিকসের মতো টেকনিক্যাল চ্যালেঞ্জগুলো সমাধান হওয়া দরকার। “হাই-এনার্জি ওয়েপন অপারেটর জন্ম প্রাথমিক এনার্জি স্টোরেজই প্রধান ভূমিকা পালন করে”-বলেন প্রফেসর হজ। বর্তমানে সেল কেমিস্ট্রি, প্যাকেজিং এবং মনিটরিংয়ে প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং এ খাতের টার্গেট মার্কেট যখন সড়ক পরিবহন, হাইব্রিড এবং ইলেকট্রিক কার তখন ইলেকট্রিক ওয়ারশিপের জন্য যে ধরনের ব্যাটারি দরকার তার তুলনায় সেল এবং ব্যাটারি অনেক বেশি ছোট হয়ে গেছে। পাওয়ার ডেলিভারি ক্যাপাসিটি এবং শর্টসার্কিট বিদ্যুতের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। ফলে হাই-এনার্জি ওয়েপন পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাটারির আকৃতি ছোট রাখা কষ্টকর। তাই একটি ইলেকট্রিক ওয়ারশিপের এনার্জি স্টোরেজ উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ কখনোই খাটো করে দেখা সম্ভব নয়।

শিপস সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ারিং

জাহাজগুলোকে নতুন অল-ইলেকট্রিক প্ল্যাটফর্মে ঢেলে সাজানো বেশ চ্যালেঞ্জিং। সম্পূর্ণ নতুন এই প্রযুক্তিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে নেভাল নেতৃত্ব রক্ষণশীল হয়ে উঠতে পারে। জাহাজে এই প্রযুক্তির ব্যবহারে শুধু ব্যবস্থাগত পরিবর্তনই নয়, প্রযুক্তির গতির সাথে তাল মিলাতে আমাদের দর্শনগত পরিবর্তনও দরকার। এ ছাড়াও এ প্রযুক্তি পরিচালনার জন্য দক্ষ ও উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন যিনি ইলেকট্রিক শিপ সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জটিল এবং মাল্টিডিসিপ্লিনারি কর্মপদ্ধতি বুঝতে সক্ষম হবে। তবে এটি একটি চ্যালেঞ্জ। ২০০৯ সালে নেভাল আর্কিটেক্ট ড. নর্বাট ডুয়েরি পরিচালিত এক গবেষণায় এমনটি উঠে আসে। তার গবেষণা সংকলন ‘নেস্টেড জেনারেশন ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সিস্টেম ফর দ্য ফিউচার ফ্লিট’ এ তিনি দেখেছেন-“বর্তমানের নেভাল আর্কিটেক্ট এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারদের ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সিস্টেম সম্পর্কে

কিছুটা জেনেরিক নলেজ আছে।” তবে খুব অল্প কয়েকজনেরই আধুনিক এই প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি, কর্মপদ্ধতি-এই প্ল্যাটফর্মের নকশা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। ইলেকট্রিক ওয়ারশিপ এখন সময়ের দাবি। বর্তমানে প্রশিক্ষণরত নেভাল ইঞ্জিনিয়ারদের নেস্টেড-জেনারেশন ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সিস্টেমের কার্যপদ্ধতি ও জটিলতা বুঝতে এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দরকার। বর্তমানে ডিজিটালাইজেশন এবং সফটওয়্যার নির্ভর যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রিক ড্রাইভ, সংক্রিয় ও মনুষ্যবিহীন প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ভবিষ্যতের নেভাল এনার্জি ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। সম্ভাবনাময় এই প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে নৌবাহিনী এবং জাহাজ শিল্পের সময়কারীদের এখন নতুন এবং উদ্ভাবনী পন্থায় চিন্তা-ভাবনা করতে হবে কীভাবে অল-ইলেকট্রিক অপারেশনের সুবিধা নিয়ে খরচ কমিয়ে সহজ পরিচালনা ব্যবস্থা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আরও কার্যকরী হয়ে ওঠা যায়।

এই লক্ষ্যে এগোতে হলে নতুন ইঞ্জিনিয়ারদের একটি প্রজন্ম গড়ে তোলা দরকার যারা তাদের অর্জিত জ্ঞান এবং দক্ষতা দ্বারা মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, কন্ট্রোল সিস্টেম ডিজাইন এবং সম্পূর্ণ ভেসেলের ইন্টিগ্রেশনে এখন পর্যন্ত যেসব প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলো কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করবে। নাবিসির চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং শিপ ডিজাইন, ইন্টিগ্রেশন এবং নেভাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডেপুটি কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল লরিন শেলবি বলেন, “চারপাশে তাকিয়ে দেখুন, আজকের প্রযুক্তির দুনিয়ায় কী ঘটে চলেছে। প্রযুক্তি দুনিয়ায় আমরা এখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি তা সিস্টেমগুলোর এক ধরনের আন্তঃসম্পর্কের ফল, অটোমেশন.. এখানে জটিলতার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন নৌবাহিনীতে আমরা কীভাবে টেকনিক্যালি এগুলো হ্যান্ডল করব তা ভাবতে হবে।

ভাবতে হবে কীভাবে আমরা এ খাতে আরও বেশি এক্সপার্ট তৈরি করব, যারা সমস্যাগুলো বুঝে সেগুলো সমাধান এবং ভবিষ্যতের ওয়েপন সিস্টেম উন্নয়নে সহযোগিতা করবে। এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ।”

তিনি আরও বলেন, “আমি ব্যক্তিগতভাবে এই মুহূর্তে যা বলতে পারি, যা আমাকে রাতে জাগিয়ে রাখে তা হলো আধুনিকায়নের দক্ষতা। যেটাকে আমি পাওয়ার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং বলি সেটাকে কীভাবে আরও বেশি কার্যকর করে তোলা যায় সে ব্যাপারটি।” ইউনিভার্সিটি অব মিশিগানে এক অনুষ্ঠানে ডুয়েরি বলেন, “আমরা যা জানি, এতদিন পর্যন্ত আমরা যতগুলো গবেষণা করেছি, যেখানে আমরা হাই এনার্জি ওয়েপন সিস্টেম, মডুলারিটি এবং ফ্লেক্সিবিলিটি অ্যাসপেক্ট সংযোজন করার চেষ্টা করে দেখেছি সবক্ষেত্রেই এ ধরনের জাহাজের ওজন ১০,০০০ টন বা তারও বেশি ছাড়িয়ে গেছে। আমরা এখন পর্যন্ত যেটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি তা দিয়ে এর চেয়ে ছোট জাহাজ নির্মাণ সম্ভব নয়। আমাদের আরও উন্নত প্রযুক্তি দরকার। বর্তমানের প্রযুক্তি এবং প্রথাগত ৬০ হার্জ সিস্টেম যেটা গত ১০০ বছর ধরে খুবই সফলতার সাথে ব্যবহৃত হয়ে আসছে-এগুলোর মাধ্যমে আমরা এটা করতে পারব না।” ডুয়েরির মতে, ইলেকট্রিক প্রযুক্তির সুবিধার সর্বোচ্চ আদায় করতে আগামী দশকেই অ্যাডভান্স সারফেস কমব্যাট্যান্টের ইলেকট্রিক ওয়েপনসের জন্য মিডিয়াম ভোল্টেজ ডিসির প্রয়োজন হবে।

জেন’স ম্যাগাজিন, ইন্টারনেট ও বিভিন্ন তথ্যসূত্র অবলম্বনে

ব্রিটিশ রয়াল নেভির নতুন অল-ইলেকট্রিক এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার ‘এইচএমএস কুইন এলিজাবেথ’ তার প্রথম বিদেশি বন্দর পরিদর্শনে জিব্রাল্টার এসে পৌঁছায়। ৬৫,০০০ টনের ভবিষ্যৎ ফ্যাগশিপ ভেসেলটি হেলিকপ্টার ট্রায়ালের জন্য স্থানীয় বন্দর পোর্টসমাউথ থেকে ছেড়ে আসে





চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফরকালে নবনিযুক্ত নৌপ্রধান ঈসা খান প্যারেড গ্রাউন্ডে সম্মান গার্ড পরিদর্শন করেন

নৌবাহিনী প্রধানের চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফর

৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফর করেন। এ উপলক্ষে ঈসা খান প্যারেড গ্রাউন্ডে এক নম্বর পোশাকে নৌবাহিনী প্রধান কর্তৃক স্ট্যাটিক প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। প্যারেডে তিনি সম্মান গার্ড পরিদর্শন শেষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা, নাবিকবৃন্দ, অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ প্রদান করেন। স্ট্যাটিক প্যারেড শেষে নৌবাহিনী প্রধান বানৌজা ঈসা খানকে ইফিসিয়েন্সি শিল্ড ইয়ার ২০১৬-২০১৮ এর পুরস্কার প্রদান করেন। ঘাঁটির অধিনায়ক কমডোর এম নিজামুল হক, (ট্যাজ), এনজিপি, পিএসসি, বিএন নৌপ্রধানের নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন। একই দিন নৌবাহিনী প্রধান সিএসডি কনফারেন্স রুমে সিএসডি সংস্থার সকল অফিসারবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। পরবর্তীতে নৌপ্রধান বানৌজা ঈসা খান হ্যাঙ্গারে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফরের অংশ হিসেবে নৌবাহিনী প্রধান পর্যায়ক্রমে বানৌজা নিউক, সাবমেরিন (নবযাত্রা ও জয়যাত্রা), কমান্ডার বিএন ফ্লিট ও নেভাল এভিয়েশন পরিদর্শন করেন।

উন্নয়ন মেলায় নৌবাহিনী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ অক্টোবর ২০১৮ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশব্যাপী ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন করেন। তিন দিনব্যাপী এ উন্নয়ন মেলা রাজধানী ঢাকাসহ একযোগে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন খাতে অর্জিত দেশের উন্নয়ন এ মেলায় তুলে ধরা হয়। এ ছাড়া মেলায় সেবা প্রদান সহজীকরণে বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রকল্প প্রদর্শনসহ ‘ওয়ান স্টপ’ সার্ভিসের মাধ্যমে জনসাধারণকে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর প্রতিশ্রুত সেবা প্রদান করে।

ঢাকায় আগারগাঁওয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার মাঠে এ উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সাফল্য, রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং বিনিয়োগ সম্ভাবনার উন্নয়ন এ মেলায় তুলে ধরা হয়।

মেলার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্যাভিলিয়ন স্থাপন করে নৌবাহিনীর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড উপস্থাপন করে। মেলায় নৌবাহিনীর বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন, হেলিকপ্টার, মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফট, মিসাইল, টর্পেডো, সোর্ডসহ বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির

মডেল প্রদর্শন করা হয়। ভূবরি কার্যের ইকুইপমেন্টসমূহ প্রদর্শনের মাধ্যমে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অপারেশন জ্যাকপটে নৌকমান্ডাগণের অবিস্মরণীয় অবদান দর্শনাথীদের নিকট বর্ণনা করা হয়। পাশাপাশি মেডিকেল চেকআপের জন্য রক্তচাপ পরীক্ষা, চোখের কালার ভিশন টেস্ট, ওজন পরিমাপ সেবা প্রদান করা হয়।

মহিলা কর্মকর্তাদের সাফল্য

বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজে এই প্রথম একইসাথে তিনজন মহিলা অফিসার বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে সফলভাবে জাহাজের রিফিট, ডেপারবর্জী ট্রায়াল এবং গভীর সাগরে নিয়মিত অপারেশনাল টহল সম্পন্ন করেছেন। বানৌজা সমুদ্র অভিযানে কর্মরত এই বিরল সম্মানে ভূষিত তিন

নারী হলেন- জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার অফিসার কমান্ডার তাসনুভা আনান, (ই), বিএন, ইলেকট্রিক্যাল অফিসার লে. কমান্ডার তানিয়া সওগাত, (এল), বিএন এবং সাপ্লাই অফিসার লে. কমান্ডার সাদিয়া আফরিন, (এস), বিএন। এর মধ্য দিয়ে নৌবাহিনীতে মহিলা অফিসারদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। ৭ ডিসেম্বর বানৌজা সমুদ্র অভিযান গভীর সাগরে দেশের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা (ইইজেড)-এ সপ্তাহব্যাপী নিয়মিত টহল কার্যক্রমের জন্য সাগরে যাত্রা করে।

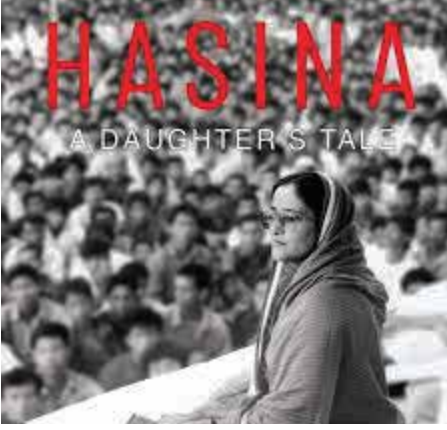
বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীসমূহের মধ্যে নৌবাহিনীতেই প্রথম নিয়মিত কমিশান্ড অফিসার হিসেবে ২০০০ সাল হতে মহিলা ক্যাডেট নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন জাহাজ ও নৌঘাঁটিতে মহিলা অফিসারদের প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ নিয়মিতভাবে চালু রয়েছে। এর আগে অন্যান্য জাহাজে বিভিন্ন জুনিয়র অ্যাপয়েন্টমেন্টে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, এমনকি নৌবাহিনীর সর্ববৃহৎ আকারের জাহাজ ফ্রিগেটেও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে মহিলা অফিসারদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বানৌজা ঈসা খান ও বানৌজা বঙ্গবন্ধুর বার্ষিক পরিদর্শন

২৪ নভেম্বর বানৌজা বঙ্গবন্ধু ও ২৭ নভেম্বর বানৌজা ঈসা খান এর বার্ষিক পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় পরিদর্শকদল ডিভিশনের মান ও খাঁটিসমূহের সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বিভিন্ন সরঞ্জামাদির সুষ্ঠু

উন্নয়ন মেলায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর স্টল





মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আত্মজীবনীমূলক প্রামাণ্যচিত্র 'হাসিনা; এ ডটার্স টেল' সকল নৌঅঞ্চলে প্রদর্শন করা হয়

রক্ষণাবেক্ষণের মান পর্যবেক্ষণ করেন। পরিদর্শন শেষে তারা সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও নাবিকদের উদ্দেশ্যে তাদের দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

‘হাসিনা; এ ডটার্স টেল’ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন

১৫ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন বিটিভিতে সম্প্রচারিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আত্মজীবনীমূলক প্রামাণ্যচিত্র ‘হাসিনা; এ ডটার্স টেল’ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলে প্রদর্শন করা হয়। এ সময় বিপুল সংখ্যক অফিসার, নাবিক ও তাদের পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রামাণ্যচিত্রটিতে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ঘটনা অত্যন্ত বেদনাবিধুরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানার কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতিও উঠে এসেছে। প্রামাণ্যচিত্রটি উপস্থিত সকল দর্শকের মনেই দাগ কেটে যায়।

খুলনায় বিজ্ঞান মেলা

১১ অক্টোবর নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ খুলনায় বিজ্ঞান মেলায় আয়োজন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন। মেলায় মোট ৮৪টি প্রজেক্ট স্থান পায়। মেলার উদ্বোধন করেন কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া। তিনি মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখেন এবং শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। এ সময় খুলনা নৌঅঞ্চলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সৌদি ও ইউএস নেভি প্রতিনিধি দলের বিএনএ পরিদর্শন

৪ নভেম্বর রয়েল সৌদি নেভাল ফোর্সের ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। ইউএস নেভির ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক লজিস্টিক গ্রুপের কমান্ডারের নেতৃত্বে আরেকটি প্রতিনিধি দল একাডেমি পরিদর্শন করেন ৫ নভেম্বর।

পরিদর্শনকালে তারা

বিএনএতে নবনির্মিত একাডেমিক উইং, লাইব্রেরি, বিভিন্ন মডেল রুম, ল্যাবস্কেজ ল্যাব, সাইন্স ল্যাব ও কম্পিউটার ল্যাব ইত্যাদি পরিদর্শন করেন।

খেতাবপ্রাপ্ত দুই শহীদ মুক্তিযোদ্ধার শাহাদাত বার্ষিকী পালন

১০ ডিসেম্বর খুলনা নৌঅঞ্চলে যথাযোগ্য মর্যাদায় বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন ও শহীদ মহিবুল্লাহ বীরবিক্রমের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। এদিন সকালে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া দুই শহীদের মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও গার্ড অব অনার প্রদান করেন। পরে তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এ সময় খুলনা নৌঅঞ্চলের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, শহীদদের পরিবারবর্গ ও নৌসদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি পালন উপলক্ষে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিনের নামাঙ্কিত জাহাজে কালাস হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

রিয়ার এডমিরাল পদে পদোন্নতি লাভ

০৭ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে কমডোর জুলফিকার আজিজ, পিএসসি, বিএন (পি নং-৫৩১) কমডোর হতে রিয়ার এডমিরাল পদে পদোন্নতি লাভ করেন। নৌসদর দপ্তরে নৌবাহিনী প্রধান তাকে রিয়ার এডমিরাল র‍্যাংক ব্যাজ পড়িয়ে দেন। এ সময় পিএসও (প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার) সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। রিয়ার এডমিরাল জুলফিকার আজিজ বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত আছেন।

ডিএসসিএসসি প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের বিএনএ পরিদর্শন

২৭ অক্টোবর ডিএসসিএসসি’র প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণ বার্ষিক শিক্ষাসফরের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে আগমন করেন। পরিদর্শনকালে তারা নবনির্মিত একাডেমিক উইং, লাইব্রেরি, বিভিন্ন মডেলরুম, ল্যাবস্কেজ ল্যাব, সায়েন্স ল্যাব ও কম্পিউটার ল্যাব পরিদর্শন করেন এবং একাডেমির নান্দনিক সৌন্দর্যমন্ডিত ওয়েস্ট পয়েন্ট ও রেডকিন পয়েন্টের সৌন্দর্য উপভোগ করেন।

বানৌজা নির্ভীক পরিদর্শন

১২ অক্টোবর সদর দপ্তর ২৪ পদাতিক ডিভিশানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ফরমেশান বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ (ভাইপার-১২) এর একজন কর্মকর্তা, একজন জেসিও এবং অন্যদ্য পদবীর আরও ৪৬ জনের একটি দল সোয়াডস কমান্ডের অধীন বানৌজা নির্ভীকে আগমন করেন। প্রশিক্ষণ দলের আগমন উপলক্ষে সোয়াডস হলে নৌকমান্ডারের অপারেশন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে ব্রিফিং এবং অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি প্রদর্শন করা হয়। এ ছাড়া ৩০ অক্টোবর ডিএসসিএসসি (ডিফেন্স সার্ভিস কমান্ড স্টাফ কোর্স) এর ৫৮ জনের একটি দল বানৌজা নির্ভীক পরিদর্শন করেন।

ইউএস প্যাকম আগমেন্ট টিমের ফায়ারিং বাট পরিদর্শন

১৮ অক্টোবর বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির ফায়ারিং বাট পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ইউএস প্যাকম আগমেন্ট

টিমের (প্যাট) দুইজন সদস্য ক্যাপ্টেন গিলিপ ব্যাক ও সার্জেন্ট জ্যাকব হিল এবং বিএন সোয়াডস এর একজন অফিসার দুইজন স্কটসহ ঘাঁটিতে আগমন করেন। প্যাট টিমের সদস্যগণ ঘাঁটির অধিনায়কের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তারা ঘাঁটির ফায়ারিং রেঞ্জ পরিদর্শন করে এর আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের সন্ধ্যাতা যাচাই করেন।

খুলনা নৌঅঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে গত ২১ নভেম্বর ‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১৮’ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। দিবসের শুরুতে খুলনা নৌঅঞ্চলের সকল ঘাঁটি ও স্থাপনার মসজিদে বাদ ফজর দেশের কল্যাণ, সমৃদ্ধি এবং সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি, অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এদিন কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন ও শহীদ মহিবুল্লাহ বীরবিক্রমের মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং মধ্যাহ্নে বানৌজা তিতুমীর আয়োজিত প্রীতিভোজে সকল কর্মকর্তা, নাবিক ও তাদের পরিবারবর্গের সাথে অংশগ্রহণ করেন। পরে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া বানৌজা তিতুমীর নেভাল বার্থ সংলগ্ন রিভারভিউ সাইটে আয়োজিত বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে খুলনা নৌঅঞ্চলের বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবারের সদস্য এবং সামরিক ও অসামরিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ খুলনায় বিজ্ঞান মেলা ২০১৮





বিএনএ পরিদর্শনকালে নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স ঘুরে দেখেন ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থীরা

বিভিন্ন ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থীদের বিএনএ পরিদর্শন

৮ অক্টোবর মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ৪ জন প্রশিক্ষক-কর্মকর্তা ও ৬৪ জন প্রশিক্ষণার্থী তাদের বার্ষিক শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে আগমন করেন। ২৩ অক্টোবর সিলেট ক্যাডেট কলেজের ৪ জন প্রশিক্ষক-কর্মকর্তা ও ৫২ জন প্রশিক্ষণার্থী, ২৪ অক্টোবর কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের চার জন প্রশিক্ষক-কর্মকর্তা ও ৬২ জন প্রশিক্ষণার্থী নেভাল একাডেমিতে আসেন। পরিদর্শনকালে তারা বিএনএতে নবনির্মিত একাডেমিক উইং, লাইব্রেরি, বিভিন্ন মডেলরুম, ল্যাংগুয়েজ ল্যাব, সায়েন্স ল্যাব ও কম্পিউটার ল্যাব পরিদর্শন করেন।

এ ছাড়াও ২৯ অক্টোবর রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের চার জন প্রশিক্ষক-কর্মকর্তা ৬২ জন প্রশিক্ষণার্থী এবং পাবনা ক্যাডেট কলেজের পাঁচ জন প্রশিক্ষক-কর্মকর্তা ও ৬৮ জন প্রশিক্ষণার্থী, ১৪ নভেম্বর জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজের চার জন প্রশিক্ষক ও ৬৮ জন প্রশিক্ষণার্থী এবং ১৯ নভেম্বর বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ছয় জন প্রশিক্ষক ও ৫৭ জন প্রশিক্ষণার্থী বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন।

নৌসদস্যদের নৌপ্রধানের প্রশংসাপত্র অর্জন

পেশাগত কাজে দক্ষতা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করে নৌপ্রধানের প্রশংসাপত্র, ইনসিগনিয়া ও প্রদোদনা অর্জন করেছেন বিএন ডকইয়ার্ডের দুই জন নাবিক রনজিৎ চন্দ্র সিকদার, এমসিপিও

(ও/ই), এম হুমায়ন কবির, ওএ-২ এবং একজন অসামরিক কর্মচারী এম হাজ্জাজ বিন আবুল, ফিল্ড থ্রেড।

বানৌজা বঙ্গবন্ধুতে স্থাপিত দীর্ঘদিন যাবত অচল থাকা গুরুত্বপূর্ণ নৌঅস্ত্র ৪০ এল/৭০ ফাস্ট টুইন নেভাল গান মাউন্টদ্বয় তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ, আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করতে সক্ষম হয়। এই উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য নৌপ্রধান তাদেরকে এই পুরস্কার ও স্বীকৃতি প্রদান করেন। ৩১ অক্টোবর বিএন ডকইয়ার্ড গানশপে আনুষ্ঠানিক সমাবেশের মাধ্যমে কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ড অর্জিত প্রশংসাপত্র ও ইনসিগনিয়া তাদের কাছে হস্তান্তর করেন।

অফিসার দম্পতিদের র‍্যাংক ব্যাজ পরিধান

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল এবং নেভাল এভিয়েশানের ফ্লাইং উইং এর অধিনায়ক ১ ডিসেম্বর ২০১৮ অফিসার দম্পতি লেঃ রবিউল আলম, (ই), বিএন এবং লেঃ ফারজানা নাছির, (এল), বিএন কে লেঃ কমান্ডার র‍্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেন।

শহীদ মোয়াজ্জেম প্রশিক্ষণার্থীদের পাসিং আউট প্যারেড

২৬ ডিসেম্বর বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জেম প্যারেড গ্রাউন্ডে ওডি/ইউটি ও সমমান ক্লাস ২০১৮/এ ব্যাচের নাবিকদের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেসিক কোর্স সম্পন্নকারী বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ৪০০ জন নবীন নাবিক এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৪ জন সৈনিকসহ ঘাঁটির সকল অফিসার এবং

শিপস কোম্পানি প্যারেডে অংশগ্রহণ করেন। ঘাঁটির অধিনায়ক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্যারেড পরিদর্শন এবং চৌকস নাবিকদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ ও আন্তঃস্কুল চ্যাম্পিয়ন ট্রফি প্রদান করেন। এদিন সন্ধ্যায় ইউটি রিক্রিয়েশন হলে নবীন নাবিকদের বিদায় উপলক্ষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ডিইও ও অফিসার ক্যাডেটদের বিএনএতে যোগদান

ডিইও-২০১৯/এ ব্যাচের ১৪ জন ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার এবং ২০১৮/এ ব্যাচের ৪৬ জন অফিসার ক্যাডেট ২৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে যোগদান করেন। এ সময় তাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় এবং একাডেমির ইতিহাস অনুসারে নেভাল ওরিয়েন্টেশন করা হয়।

সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পদক প্রদান

৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পায়রা বন্দরের নিরাপত্তা দায়িত্ব পালন শেষে প্রত্যাবর্তনের সময় মোংলা ফেয়ারওয়ে বয়া এলাকা অতিক্রমকালে বানৌজা এস আর আমিন জাহাজের ইঞ্জিন রুমের নিচে একটি ফাটল দেখা দেয় এবং তীব্রবেগে পানি উঠতে থাকে। ইঞ্জিনরুমে কর্তব্যরত মোঃ মিলন হোসেন, এমই-১, সং সংখ্যা-২০১৪০৯৪৯ সাহসিকতার সাথে তৎক্ষণাৎ একটি কাঠের টুকরো দিয়ে ফাটল আটকাতে সমর্থ হন। একই সাথে ফাটলের চারপাশে হোয়াইট সিমেন্ট ঢেলে পানি বন্ধ করতে তিনি সাহসী ভূমিকা পালন

করেন। এই সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য তাকে ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া এক আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে ‘বিশিষ্ট সেবা পদক’ প্রদান করেন।

নৌউৎকর্ষ পদক প্রদান

সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ নৌউৎকর্ষ পদক অর্জন করেন বিএন ডকইয়ার্ডের হেডি ইলেকট্রিক্যাল শপে কর্মরত সরকারি সংখ্যা-২০০৮০৯১ এম সাদিকুর রহমান, চিফইএ। তিনি মিসাইল বোটসমূহের ৩০ মি. মি. পুরাতন গানগুলোর ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম ও বানৌজা ধলেশ্বরী জাহাজের রিডিং মনিটরিং সচল করতে সক্ষম হন। এ ছাড়া বানৌজা ধানসিড়ি ও বানৌজা মেঘনার ইঞ্জিনের ত্রুটি মেরামতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি। তার এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাকে নৌউৎকর্ষ পদকে ভূষিত করে। ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবসে আনুষ্ঠানিক সমাবেশের মাধ্যমে তাকে নৌউৎকর্ষ পদক পরিয়ে দেওয়া হয়।

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জেম প্যারেড গ্রাউন্ডে চৌকস প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান





জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় মেয়েদের সেরা সাঁতারুর পুরস্কার গ্রহণ করে নৌবাহিনীর সোনিয়া আক্তার টুঙ্গা

জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন নৌবাহিনী

১৫তম 'জাতীয় দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতা-২০১৮' তে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশানের ব্যবস্থাপনায় এবং মুন্সিগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় ২ অক্টোবর শীতলক্ষ্যা নদীতে এ সাঁতার প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে মুন্সিগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি সায়েদা ফারজানা প্রধান অতিথি এবং মুন্সিগঞ্জের পুলিশ সুপার মোঃ জায়েদুল আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। নারায়ণগঞ্জ লঞ্চ ঘাট থেকে শুরু হয়ে মুন্সিগঞ্জ লঞ্চ ঘাটে এসে প্রতিযোগিতা শেষ হয়।

সাঁতার প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পলাশ চৌধুরী ১ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট সময় নিয়ে প্রথম ও এম মনিরুল ইসলাম ১ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে দ্বিতীয় এবং মুন্সিগঞ্জ ক্রীড়া সংস্থার মোঃ হিমেল মিয়া ১ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড সময় নিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এ ছাড়া মেয়েদের মধ্যে নৌবাহিনীর সোনিয়া আক্তার টুঙ্গা ১ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট সময় নিয়ে প্রথম ও লাকী আক্তার লিমা ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট সময় নিয়ে দ্বিতীয় এবং সেনাবাহিনীর কুলসুম খাতুন ১ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট সময় নিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় নৌবাহিনীর সাফল্য

জাতীয় পর্যায়ের 'ওয়ালটন বিজয় দিবস স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট-২০১৮' শুরু হয় ১২ ডিসেম্বর। নৌবাহিনী সদর দপ্তর স্কোয়াশ কমপ্লেক্স ও গুলশান ক্লাবে অনুষ্ঠিত সাত দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন সহকারী নৌপ্রধান (লজিস্টিকস) রিয়ার এডমিরাল এম লোকমানুর রহমান, এনজিপি, এনডিইউ, পিএসসি।

প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ক্লাব হতে

শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। ১৮ ডিসেম্বর প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ লেঃ জেনারেল মোঃ সফিকুর রহমান। প্রতিযোগিতায় কয়েকজন জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড়কে পরাজিত করে নৌবাহিনীর কমডোর এস এম জামিল হোসেন শিরোপা লাভ করেন। এ ছাড়া অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগের প্রতিযোগিতায় ১১ বছর বয়সী আবরার ইবনে জামিল উদীয়মান

খেলোয়াড়ের পুরস্কার লাভ করেন।

ক্বিরাত ও আযান প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বার্ষিক 'ক্বিরাত ও আযান প্রতিযোগিতা-২০১৮' গত ১৬ নভেম্বর ঢাকা সেনানিবাসে নৌবাহিনী ঘাঁটি হাজী মহসীন মসজিদে সমাপ্ত হয়েছে। চার দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজ ও ঘাঁটির মোট ২৭ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে

বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রতিযোগীদের মধ্যে ক্বিরাত প্রতিযোগিতায় বানৌজা হাজী মহসীন দলের এম জাকির হোসেন, মিউজ-১ প্রথম, প্যাট্রল ক্র্যাফট স্কোয়াড্রন দলের এম শিহুল ইসলাম, এলএস দ্বিতীয় এবং বিএন ডকইয়ার্ড দলের এম রায়হান, এবি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। আযান প্রতিযোগিতায় বানৌজা হাজী মহসীন দলের এম জাকির হোসেন, মিউজ-১ প্রথম ও এম মঞ্জুরুল ইসলাম, এলএস দ্বিতীয় স্থান এবং ফ্রিগেট স্কোয়াড্রন দলের এম খালেদুজ্জামান, সিপিও এবং বানৌজা ঈসা খান দলের এম সুমন, এলএমএ যৌথভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

টেনিস ও স্কোয়াশ-প্রতিযোগিতা

৬ অক্টোবর বানৌজা আবুবকর এর ব্যবস্থাপনায় বানৌজা ঈসা খান টেনিস গ্রাউন্ডে 'বিএনফ্লিট আন্তঃজাহাজ টেনিস ও স্কোয়াশ' প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে কমান্ডার বিএন ফ্লিট কমডোর নাজমুল হাসান, এনপিপি, এনডিপি, এনসিসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। একক টেনিস প্রতিযোগিতায় কমান্ডার এ এফ এম আহসান উদ্দীন, (সি), পিএসসি, বিএন কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন কমান্ডার এসএম

ওয়ালটন বিজয় দিবস স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট ২০১৮ প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান





বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে অফিসার ক্যাডেটদের ক্রস কান্ট্রি প্রতিযোগিতার একাংশ

মেজবাহউদ্দিন, (এন), পিএসসি, বিএন।
দ্বৈত টেনিসে লেঃ কমান্ডার এম
শরিফুল ইসলাম, (এনডি), পিএসসি,
বিএন ও অ্যান্ডিং সাব লেঃ সোহেল
রহমান (এল), বিএন জুটিকে পরাজিত
করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন
করেন কমান্ডার এসএম মেজবাহ উদ্দিন,
(এন), পিএসসি, বিএন ও কমান্ডার এম
সাইদুর রহমান খান (ই), পিএসসি,
বিএন জুটি।

ক্রস কান্ট্রি ও শিল্প-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

২০ অক্টোবর বাংলাদেশ নেভাল
একাডেমিতে মিডশিপম্যান ও অফিসার
ক্যাডেটদের অংশগ্রহণে ক্রস কান্ট্রি
প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
অফিসার ক্যাডেটদের মানসিক ও
শারীরিকভাবে ফিট রাখতে নিয়মিত এ
ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা
হয়। পরে ঘাঁটির অডিটোরিয়ামে
অফিসার ক্যাডেট, মিডশিপম্যান ও
ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারদের অংশগ্রহণে
শিল্প ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা
অনুষ্ঠিত হয়।

ইন্টার টপ সাঁতার ও ওয়াটার স্পোর্টস প্রতিযোগিতা

২৮ অক্টোবর বানৌজা ঈসা খান
সুইমিংপুল কমপ্লেক্সে বাংলাদেশ নেভাল
একাডেমির অফিসার ক্যাডেটদের
ইন্টার টপ সাঁতার প্রতিযোগিতা
অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত
পর্বে ফক্সল ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার
গৌরব অর্জন করে। এ ছাড়া ২২ থেকে
২৩ অক্টোবর বাংলাদেশ নেভাল
একাডেমির বোটপুলে 'ইন্টারটপ

ওয়াটার স্পোর্টস প্রতিযোগিতা-২০১৮'
অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অফিসার
ক্যাডেট, মিডশিপম্যান ও বিভিন্ন
বিভাগের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ
করেন। ওয়াটার স্পোর্টস
প্রতিযোগিতায় মেইন টপ ডিভিশন
চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

নবীন নাবিক আন্তঃবিভাগ পেশাগত প্রতিযোগিতা

৩০ অক্টোবর বি/২০১৮ ব্যাচের নবীন
নাবিকদের অংশগ্রহণে বানৌজা
তিতুমীর ঘাঁটির নবীন নাবিক
পেন্টাথলন গ্রাউন্ডে নবীন নাবিক
আন্তঃবিভাগ পেশাগত প্রতিযোগিতা
অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ
নিয়ে বি/২০১৮ ব্যাচের নবীন নাবিকেরা
বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাদের দক্ষতা

রোপ ক্লাইম্বিং প্রতিযোগিতায় নবীন নাবিকবৃন্দ



প্রদর্শন করে। কমান্ডার খুলনা নেভাল
এরিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত
থেকে প্রতিযোগিতা উপভোগ এবং
বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ
করেন। এ ছাড়াও প্রধান অতিথি তার
বক্তব্যে, নবীন নাবিক স্কুল থেকে
অর্জিত জ্ঞান যথাযথভাবে কাজে
লাগিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একজন
যোগ্য ও দক্ষ নাবিক হিসেবে নিজেদের
গড়ে তোলার জন্য নবীন নাবিকদের
উপদেশ দেন।

চট্টগ্রামে টেনিস এবং স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা

১৭ অক্টোবর কমান্ডার চট্টগ্রাম নেভাল
এরিয়া 'টেনিস এবং স্কোয়াশ
প্রতিযোগিতা-২০১৮' আঞ্চলিক ক্রীড়া
কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে
অধিনায়ক বানৌজা ঈসা খান প্রধান
অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলা
উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে
পুরস্কার বিতরণ করেন।

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমে আন্তঃস্কুল পুলিং প্রতিযোগিতা

৩১ অক্টোবর বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম
ঘাঁটির বোটপুলে আন্তঃস্কুল পুলিং
প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
প্রতিযোগিতায় প্রতিটি স্কুলের দুটি করে
মোট ছয়টি দল অংশগ্রহণ করে। এতে
সিম্যানশিপ স্কুল চ্যাম্পিয়ন এবং
ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল রানারআপ হওয়ার
গৌরব অর্জন করে। প্রতিযোগিতা
শেষে প্রধান অতিথি শহীদ মোয়াজ্জম
ঘাঁটির ট্রেনিং কমান্ডার, বিজয়ী ও
বিজিত দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

করেন।

বানৌজা নিভীকে কমব্যাট রান প্রতিযোগিতা

নৌকমান্ডা এবং ডুবুরিদের মানসিক
এবং শারীরিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে
২১ অক্টোবর বানৌজা নিভীকে কমব্যাট
রান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
প্রতিযোগিতায় ভারপ্রাপ্ত কমডোর
সোয়াডস কমান্ড ক্যাপ্টেন এম হুমায়ুন
কবীর, (ট্যাজ), এনসিসি, পিএসসি, বিএন
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে
প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন এবং
বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

নবীন নাবিক আন্তঃবিভাগ অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা

নৌবাহিনী প্রধানের নির্দেশনায়
প্রথমবারের মতো নবীন নাবিক
প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে নবীন নাবিক
বি/২০১৮ ব্যাচের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত
হয়েছে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা। ২২
ও ২৩ অক্টোবর আয়োজিত
অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় নবীন
নাবিকদের চারটি ডিভিশন ফক্সল,
মেইনটপ, কোয়ার্টারডেক ও গানডেক
অংশগ্রহণ করে। ১০০ মিটার দৌড়,
৪০০ মিটার দলগত দৌড়, লং জাম্প,
হাই জাম্প, শটপুট নিক্ষেপসহ আরও
বেশকিছু বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত
হয়। এতে ফক্সল ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন
এবং মেইনটপ ডিভিশন রানারআপ
হওয়ার গৌরব অর্জন করে। লোকাল
নম্বর যশোর-১১ এম সাজ্জাদ হোসেন,
ডিই/সৈনিক/ইউটি শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়
নির্বাচিত হন।



মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ নৌস্কাউট মোঃ সাইদুল ইসলামকে প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন

নবীন নাবিক আন্তঃবিভাগ পুলিং প্রতিযোগিতা

নৌবাহিনী প্রধানের দিকনির্দেশনায় নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো বি/২০১৮ ব্যাচের নবীন নাবিকদের পুলিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১ নভেম্বর আয়োজিত পুলিং প্রতিযোগিতায় নবীন নাবিকদের চারটি ডিভিশান ফক্সল, মেইনটপ, কোয়ার্টারডেক ও গানডেক অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় মেইনটপ ডিভিশান চ্যাম্পিয়ন এবং কোয়ার্টারডেক ডিভিশান রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ ছাড়াও নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের ২৫টি পুলিং বোট সরবরাহ করা হয়েছে। যা নবীন

নাবিকদের সমুদ্রগমনের পূর্ব অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজে লাগছে।

বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজসমূহে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন

মহান মুক্তিযুদ্ধের অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রতিবছর ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালন করা হয়। বাহিনীর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো বিএন কলেজ ঢাকাতেও এদিন যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে।

গৌরবময় এ দিনটিতে রচনা, কবিতা পাঠ, চিত্রাঙ্কন, কুইজ প্রতিযোগিতা, আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে

দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ইঃ ক্যাপ্টেন মোঃ মোসলেহ উদ্দিন, পিএসসি, বিএন (অবঃ)।

এ ছাড়া সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ চট্টগ্রাম ও খুলনা শাখায় এবং নৌপরিবার শিশু নিকেতন খুলনা ও মোংলা শাখায় আলোচনা সভা, কবিতা আবৃত্তি, রচনা প্রতিযোগিতা, ড্রইংসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণীর আয়োজন করা হয়।

বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

১৬ ডিসেম্বর সারাদেশে বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। বিজয়ের ৪৭ বছর পূর্তি উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বিএন কলেজ ঢাকা শহীদ মোয়াজ্জম হলে বিজয় দিবস অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। নতুন প্রজন্মকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে এবং সংগ্রামী ইতিহাস জানানোর উদ্দেশ্যে ‘বিজয় ফুল’ তৈরি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিএন কলেজ ঢাকার শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়াও চিত্রাঙ্কন, জাতীয় সঙ্গীত, রচনা, নির্ধারিত বক্তৃতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, আলোচনা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রাম ও খুলনা বিএন স্কুল

অ্যান্ড কলেজেও বিজয় দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিএন স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীদের প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড অর্জন

৫ নভেম্বর বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশানে স্কাউটস এর ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চিফ স্কাউট মোঃ আবদুল হামিদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্ট’স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন। মোট ৫৪৬ জন স্কাউট এ অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে ২৫ জন ছিল নৌস্কাউট।

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম লেকে আন্তঃস্কুল পুলিং প্রতিযোগিতা





অভিনন্দন

ডাঃ আফরোজা আওরঙ্গজেব চৌধুরী

প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ

বানৌপক সংঘের নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ডাঃ আফরোজা আওরঙ্গজেব। তিনি পূর্বতন প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজামের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। গত ২৬ জানুয়ারি ২০১৯ সংঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট আফরোজা আওরঙ্গজেব হস্তান্তর/গ্রহণ বইতে স্বাক্ষরের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সংঘের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের প্রতী ও বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



জীবন বৃত্তান্ত

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ (বানৌপক) সংঘের প্রেসিডেন্ট ডাঃ আফরোজা আওরঙ্গজেব চৌধুরী ১৯৬৫ সালে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ১৯৮৯ সালে এমবিবিএস সম্পন্ন করেন। ২০০১ সালে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ডিপ্লোমা ইন অবস্টেটিকস অ্যান্ড গাইনোকলজি (ডিজিও) এবং বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (বিসিপিএস) থেকে এমসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন। ২০০৭ সালে তিনি ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মেডিকেল টেকনোলজি থেকে মেডিকেল আন্ডারসনোগ্রাফিতে ডিপ্লোমা করেন। গাইনোকলজিস্ট ডাঃ আফরোজা আওরঙ্গজেব ২০১০ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে এমএস (গাইনি অ্যান্ড অবস) করেন। তিনি 'ফেলো অব দ্য অ্যাসোসিয়েশন অব মিনিমাল অ্যাকসেস সার্জনস অব ইন্ডিয়া-ফ্যামস' সার্টিফিকেটধারী ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন। এ ছাড়াও তিনি ভারতের ভুবনেশ্বরে অবস্থিত এমব্রায়ো এডু এবং কেয়া ফার্টিলাইট থেকে ডিপ্লোমা ইন অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনোলজি এবং ডিপ্লোমা ইন অবস্টেটিকস অ্যান্ড গাইনোকলজি আন্ডারসনোগ্রাফি ডিগ্রি অর্জন করেন।

কর্মজীবনে তিনি দেশ এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন সভা, সেমিনার এবং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছেন। এ ছাড়াও তিনি পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ফিজিশিয়ান এবং সার্জন হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামীণ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্তব্যরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সহযোগী অধ্যাপক (গাইনি এবং অবস) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নৌবাহিনী পরিবারের সাথে যুক্ত হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকার পাশপাশি তিনি নেভাল ফ্যামিলি অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে সর্বাঙ্গিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে ডাঃ আফরোজা আওরঙ্গজেব চৌধুরী বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট এবং বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তিনি নৌপরিবারবর্গের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীর ক্ষমতায়নে সচেতনতা বাড়াতে অবদান রেখে চলেছেন। বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট এবং বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি কোর্ট গার্ড পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট এবং বিসিজি লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ডাঃ আফরোজা আওরঙ্গজেব বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরীর সহধর্মিণী। তাদের একটি পুত্র এবং একটি কন্যা রয়েছে। অবসর সময়ে তিনি রান্না, সেলাই এবং ঘুরতে পছন্দ করেন।

নবনিযুক্ত বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব গ্রহণের পর টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর তিনি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের বানৌপক সংঘ ও লেডিস ক্লাব পরিদর্শন করেন। এ সময় সকল নৌঅঞ্চলের বানৌপক সংঘ ও লেডিস ক্লাবের সদস্যগণ তাকে অভিনন্দন জানান।

নৌপরিবার পরিক্রমা



ঢাকা নাবিক কলোনির শহীদ মোয়াজ্জম হলে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নৌপ্রধান ও প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ

বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক এর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট ডাঃ আফরোজা আওরঙ্গজেব এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি এর সংবর্ধনা উপলক্ষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত রিয়ার এডমিরাল পদবীর কর্মকর্তাগণ, বানৌপক সংঘ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা, বানৌপক সংঘ ঢাকা, সিজিএফডব্লিউএ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত কমডোর পদবীর কর্মকর্তাদের পত্নীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখায় পুরস্কার বিতরণ

২৯ অক্টোবর নৌসদরের সাগরিকা হলে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় 'পুরস্কার বিতরণী' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মদিন ও শিশু দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে গান, কবিতা, ছোটগল্প ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে এই পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা

শাখার চেয়ারম্যান ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ ছাড়াও ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত কর্মকর্তাগণের পরিবারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে ক্যাপার সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা

২২ অক্টোবর বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার ব্যবস্থাপনায় বিএনএফডব্লিউএ অডিটোরিয়ামে নারী স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান 'স্বাস্থ্য কথা'র আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ক্যাপারের সচেতনতা বিষয়ে আলোচনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিওলজি ও ইমেজিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ শাহানা জ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা। এ সময় সংঘের চট্টগ্রাম শাখার জেনারেল সেক্রেটারি, কোষাধ্যক্ষ, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ ও চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের নাবিকদের স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের আয়োজন

বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে নাবিক জীবনের যান্ত্রিকতা নিরসন, কর্মম্পৃহা ও মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে নাবিক পরিবারের সন্তান ও পরিবারবৃন্দের জন্য দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ১৩ অক্টোবর চট্টগ্রাম জামুরি পার্কসহ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। নাবিক পরিবারের সন্তান ও অভিভাবকগণ এতে অংশগ্রহণ করেন।

রন্ধন বিষয়ক কর্মশালা

২৮ অক্টোবর বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে নৌপরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য ও রুচিসম্মত খাবার তৈরি এবং পরিবেশনে পারদর্শী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের নাবিক স্ত্রীগণের অংশগ্রহণে রন্ধন বিষয়ক কর্মশালা-১৫ এর আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ এবং চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের ৪১ জন নাবিক স্ত্রী অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া ১ নভেম্বর ও ২ ডিসেম্বর রন্ধন বিষয়ক কর্মশালা ১৬ এবং ১৭ তে যথাক্রমে ৪৯ জন ও ৫২ জন নাবিকের স্ত্রী অংশগ্রহণ করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এর আগে ৭ অক্টোবর বানৌপক সংঘ খুলনা শাখায়

বানৌপক সংঘের নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব গ্রহণের পর খুলনা নৌঅঞ্চল পরিদর্শন করেন



রন্ধন প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় বানৌপক সংঘ খুলনার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সর্বস্তরের নাবিকগণের স্ত্রী ও কন্যা সন্তানগণ উপস্থিত ছিলেন।

নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকায় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১৫ ডিসেম্বর নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকায় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বানৌপক সংঘ ঢাকা পরিচালিত এই অনুষ্ঠানে বানৌপক সংঘের সদস্যগণসহ নাবিক পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আশার আলো স্কুলের সাফল্য

৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম শিশু একাডেমিতে র্যালি, নৃত্য পরিবেশন ও ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় আশার আলো স্কুলের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। আশার আলো স্কুলের ফাহিম সারওয়ার ইফা প্রথম স্থান এবং মেহবুবা হোসেন মিম প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট এর চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চল সফর

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট ডাঃ আফরোজা আওরঙ্গজেব দায়িত্ব গ্রহণের পর চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চল পরিদর্শন করেন। এ উপলক্ষে তিনি চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের বানৌপক সংঘ ও লেডিস ক্লাবের সদস্যদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি নৌপরিবার শিশু নিকেতন, আশার আলো চট্টগ্রাম, বিএন স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম ও খুলনা এবং নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম ও খুলনা পরিদর্শন করেন। এ



বিনুক হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও বিক্রয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন
বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ

সময় তার সম্মানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চট্টগ্রামে শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

১৫ নভেম্বর বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখা আয়োজিত ‘ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা-২০১৮’ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় নাবিক পরিবারের সদস্যগণ বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। একই দিন ‘শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা-২০১৮’ এর পুরস্কার বিতরণ, সুদম্ভুত ঋণের আওতায় কম্পিউটার বিতরণ, সেলাই ও কম্পিউটার সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

চট্টগ্রামে বিনুক হস্তশিল্প প্রদর্শনী

১৮ ও ২৮ নভেম্বর চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলে বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখা বিনুক হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও বিক্রয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা। চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও নাবিকদের স্ত্রীগণ প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিনুকের তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের আকর্ষণীয় হস্তশিল্প সামগ্রী দেখেন ও ক্রয় করেন।

নৌপরিবার শিশু নিকেতন কাপ্তাই পরিদর্শন

১৬ অক্টোবর বানৌপক সংঘ কাপ্তাই উপশাখার ডেপুটি চেয়ারম্যান ফারহানা জিয়া নৌপরিবার শিশু নিকেতন কাপ্তাই

স্কুল পরিদর্শন করেন এবং সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় বানৌপক সংঘ কাপ্তাই উপশাখার সকল কার্যনির্বাহী সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন শেষে বানৌপক সংঘের কনফারেন্স রুমে সকল কার্যনির্বাহী সদস্যদের মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ১৯ অক্টোবর তিনি বানৌপক সংঘ পরিচালিত সেলাই ক্লাস পরিদর্শন করেন।

খুলনায় শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা সেবা

৩ অক্টোবর বানৌপক সংঘ খুলনা শাখার ব্যবস্থাপনায় ও বানৌজা উপশমের সার্বিক সহযোগিতায় নৌপরিবার শিশু নিকেতন খুলনার শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে নাক, কান ও গলার চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পে বানৌজা উপশম এর নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ সার্জন লেঃ কমান্ডার মোহাম্মদ সালেহ আকরাম, বিএন নৌপরিবার শিশু নিকেতন খুলনা স্কুলের ১ম শ্রেণির ৬৩ জন শিক্ষার্থীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। ৪ অক্টোবর আই ক্যাম্পে বানৌজা উপশম এর চক্ষু বিশেষজ্ঞ সার্জন লেঃ কমান্ডার শামিমা নাসরিন, বিএন ৩য় শ্রেণির ৫৯ জন শিক্ষার্থীকে চিকিৎসা প্রদান করেন। এ ছাড়াও ১৫ অক্টোবর ডেন্টাল ক্যাম্পে বানৌজা উপশম এর বিশেষজ্ঞ সার্জন কমান্ডার এম জাহিদ হোসেন, বিএন ১ম শ্রেণির ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন।

নৌপরিবার শিশু নিকেতন-১ ও ২ এর ক্লাস পার্টি

বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখা পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন-১ ও ২ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক ক্লাস পার্টির আয়োজন করা হয়। ৩১ অক্টোবর ক্লাস পার্টিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা। এ সময় সংঘের জেনারেল সেক্রেটারি, কোষাধ্যক্ষ, সচিব (শিক্ষা) ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খুলনায় নারী স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মশালা

২৮ অক্টোবর বানৌজা তিতুমীর ফেয়ারওয়ে মাল্টিপারপাস হলে বানৌপক সংঘ খুলনা শাখা আয়োজিত নারী স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মশালা ‘স্বাস্থ্য কথন’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন বানৌজা উপশমের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ সার্জন লেঃ কমান্ডার আয়েশা হুমায়রা, এফসিপিএস, বিএন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বানৌপক সংঘ খুলনা শাখার চেয়ারম্যান বেগম ফারজানা ছাড়াও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ এবং খুলনা নৌঅঞ্চলের তিন শতাধিক নাবিকের স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন।

কাপ্তাইয়ে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন

২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে বানৌপক সংঘ কাপ্তাই উপশাখার উদ্যোগে নৌপরিবার শিশু নিকেতন কাপ্তাই এ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাপ্তাই উপশাখার ডেপুটি চেয়ারম্যান ফারহানা জিয়া। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ঢাকায় বিদায়ী সংবর্ধনা

২৪ ডিসেম্বর নৌসদরের সাগরিকা হলে বিএন লেডিস ক্লাব, ঢাকা শাখার ব্যবস্থাপনায় অবসর গমনকারী কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণের ‘বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান-২০১৮’ এর আয়োজন করা

হয়। অনুষ্ঠানে বিএন লেডিস ক্লাবের প্রাক্তন প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ এবং ঢাকা নৌঅঞ্চলের কর্মরত কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন।

শিশু নিকেতন চট্টগ্রামে পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে নৌপরিবার শিশু নিকেতন-১ ও ২ এর শিক্ষার্থী এবং আশার আলো স্কুলের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিএনএফডব্লিউএ অডিটোরিয়ামে পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংঘের চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ ছাড়া দিবসটি উপলক্ষে খুলনা ও কাপ্তাই নৌপরিবার শিশু নিকেতনে আলোচনা সভা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

চট্টগ্রামে চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা

১৫ ডিসেম্বর বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রামের ব্যবস্থাপনায় শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রামের চেয়ারম্যান বেগম নাদিয়া সুলতানা। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি বিজয়ী শিশু কিশোরদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বানৌপক সংঘ খুলনায় নারী স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মশালা ‘স্বাস্থ্য কথন’ অনুষ্ঠানে
সংঘের চেয়ারম্যান ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ





এশিয়ার ইতিহাস বদলে দেওয়া দিউ'র যুদ্ধ

তারা'র সাগরে দিউ বন্দরের কাছাকাছি ১৫০৯ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি পর্তুগিজ এবং মুসলিম জোটের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দিউ'র যুদ্ধে পর্তুগিজদের বিজয় নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্ববাসী এই যুদ্ধে পর্তুগিজদের বিজয় এশিয়ান সাগরে ইউরোপীয় আধিপত্যের সূচনা করে। ইউরোপিয়ানদের এই আধিপত্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বজায় থাকে। তাছাড়া এই বিজয় গোয়া, দিউ এবং দামান অঞ্চলে পর্তুগিজ অবস্থান আরও দৃঢ় করে।

দিউ'র যুদ্ধ কাউলের দ্বিতীয় যুদ্ধ হিসেবেও পরিচিত। দিউ'র যুদ্ধে পর্তুগিজরা গুজরাটের সুলতান, মিশরের মামলুক বর্জ সালতানাত এবং কালিকটের জামোরিন রাজ্যের সম্মিলিত নৌ বহরের মুখোমুখি হয়। অটোমান সাম্রাজ্য, ভেনিস ও রাণ্ডসা প্রজাতন্ত্রও (দাবরোভনিক) পর্তুগিজদের বিপক্ষ শিবিরে যোগ দেয়। দিউ'র যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য সেসময়ের ভারত-ইউরোপের মধ্যকার অতি লাভজনক মসলা বাণিজ্যের দিকে নজর দেওয়া জরুরি। দশম শতক থেকেই কেরালার 'মারাঙ্কার' এবং গুজরাটের 'বানিয়া' সম্প্রদায়ের বণিকেরা এ অঞ্চলের মসলা ও টেক্সটাইল বাণিজ্য পরিচালনা করে আসছিল। তারা ইয়েমেনি বণিকদের কাছে এইসব পণ্য বিক্রি করত। পরবর্তীতে এগুলো মিশরে নিয়ে ভেনেসিয়ানদের কাছে বিক্রি করা হতো। সেখান থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে যেত এইসব পণ্য। ভারত থেকে ইউরোপ যাওয়ার লম্বা পথে প্রতিটি মধ্যস্থত্বভোগী প্রচুর মুনাফা করত। স্বভাবতই পর্তুগিজরা এসব মধ্যস্থত্বভোগীদের হটিয়ে সরাসরি ভারত পৌঁছানোর নৌপথের সন্ধানে ছিল।

১৪৯৮ সালে ভাস্কো দ্য গামার বহর কালিকটে পৌঁছানোর পর সরাসরি বাণিজ্যপথ স্থাপনের চেষ্টা এ অঞ্চলের বাণিজ্যিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করে। কিছুদিনের মধ্যেই 'মারাঙ্কার' মুসলিম বণিকদের ইন্ধনে কালিকটের জামোরিনরা পর্তুগিজদের বিতাড়িত করলে পর্তুগিজরা কোচিনের সাথে সন্ধি করে এবং কোচিন রাজ্যের ভেতরই নিজেদের সদর দফতর স্থাপন করে। জামোরিন ও গুজরাটের সুলতান এবং ভেনেসিয়ানরা সমস্যা উত্তরণে মিশরীয়দের শরণাপন্ন হয়। ওদিকে আলেক্সান্দ্রিয়াতেও বিপদ ঘণ্টা বাজছিল। কারণ মামলুকদেরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা ছিল। অবশেষে পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ১৫০৫ সালে মামলুকরা ভেনেসিয়ানদের সহায়তায় এগারো শ সৈন্যের বিশাল নৌবহর পাঠায়, তারা দুই বছর পর ভারতে এসে পৌঁছায়।

সমগ্র ভারতের মশলাবাহী বাণিজ্য পথের মধ্যে দিউ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। ভারতের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক তৈরি, রক্ষা ও অব্যাহত রাখার যেকোনো উদ্যোগ সফল করতে শক্তিশালী নিরাপত্তা বৃহৎ দিয়ে রক্ষিত এই লোভনীয় বাণিজ্য অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করা পর্তুগিজদের জন্য ছিল একান্ত জরুরি। এ ছাড়াও পর্তুগিজ শাসন কায়মও এই যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল।

ভাইসরয়ের নেতৃত্বে ১৮টি জাহাজে ১৫০০ পর্তুগিজ সৈন্য এবং তাদের মিত্র কোচিনের ৪০০ সৈন্য এই যুদ্ধে অংশ নেয়। অপরদিকে, মুসলিম মিত্রবাহিনীর ১০০টির মতো জাহাজ ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র ১২টি ছিল ভারী যুদ্ধান্বিত বহন সক্ষম। বাকিগুলো ছোট তীরন্দাজবাহী জাহাজ। পর্তুগিজদের এই শক্তিশালী

বাহিনীর সাথে সরাসরি জলযুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে মিশরিয়রা দিউ বন্দরের কাছাকাছি অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা দিউ'র দুর্গের ভারী ও দূরপাল্লার গোলন্দাজ শক্তিকে ব্যবহারের সুযোগ কাজে লাগাতে চেয়েছিল। বন্দরে নোঙর ফেলে তারা পর্তুগিজ আক্রমণের অপেক্ষা করতে থাকে।

পর্তুগিজরা তাদের জাহাজে থাকা গোলন্দাজ বাহিনীর ভারী কামানগুলো থেকে দিউ বন্দর ও দুর্গে উপর্যুপরি গোলাবর্ষণের মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু করে। পর্তুগিজ জাহাজগুলো ছিল উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি, তাদের কামানগুলো ছিল অধিকতর ভারী ক্যালিবারের এবং সৈনিকেরা ছিল মিত্র বাহিনীর চেয়ে ভালো যোদ্ধা। একাধিক মাস্তুলে সজ্জিত পর্তুগিজ ভারী জাহাজ ও দ্রুতগামী হালকা জাহাজগুলো দশকের পর দশক ধরে আধুনিকায়নের মধ্য দিয়ে বাণ্ণ্যবিশুদ্ধ আটলান্টিকের জন্য উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছিল। তাদের ডেকে ছিল প্রচুর কামানে সজ্জিত এক শক্তিশালী গোলন্দাজ বাহিনী। তাদের

গোলন্দাজ বাহিনীর শক্তিমান্তর পাশাপাশি ছিল আধুনিক বর্ম, বিশেষ ধরনের বন্দুক এবং ছিল এক ধরনের গ্রেনেড। এই গ্রেনেড তৈরি হতো বারুদ ভর্তি মাটির গোলকবিশেষ দিয়ে। তবে শুধু গোলন্দাজ বাহিনীর সক্ষমতায় এগিয়ে থাকাই নয়, পর্তুগিজ নৌসেনারাও ছিল মিশরিয় মামলুক বাহিনীর চেয়ে অধিক দক্ষ যোদ্ধা।

মুসলিম মিত্রবাহিনীর ভারত ও ভূমধ্যসাগরে চলার উপযোগী হালকা জাহাজগুলো তাদের মুখোমুখি হবার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। পর্তুগিজ জাহাজগুলো তাদের দূরপাল্লার কামান ও ভারী জাহাজের সুবিধা নিয়ে কাছে আসা প্রতিপক্ষের হালকা জাহাজগুলোকে সহজেই দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছিল। গুজরাট-মামলুক-কালিকট মিত্রবাহিনীর এমন শক্তিশালী নৌশক্তির মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল না। তারা বীরত্বের সাথে লড়াই করলেও যুদ্ধটি একপেশে পর্তুগিজ বিজয়ের মাধ্যমেই সমাপ্ত হয়। যুদ্ধে মামলুক বাহিনীর তিনটি বড় জাহাজ ও তিনটি মধ্যম আকারের জাহাজ আটক করা হয় এবং সেগুলো লিসবনে পাঠানো হয়। ভাইসরয় আলমেইদা সকল বন্দীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে, জীবন্ত পুড়িয়ে অথবা কামানের মুখে বঁধে উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

এই যুদ্ধ, বাণিজ্যিক গতিধারার পরিবর্তনের সাথে সাথে বিশ্বজুড়েই ইউরোপিয়ানদের আধিপত্যের সূচনালগ্ন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। এরপর থেকেই মূলত প্রথমে পর্তুগিজ, তারপর ডাচ এবং তারপর ফরাসি ও ব্রিটিশরা বৈশ্বিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে।



NOUPARIKROMA
a quarterly publication by
Bangladesh Navy